# এসো ছারফ শিখি

আবু তাহের মেসবাহ

# الطريق إلى الصرف

## এসো ছারফ শিখি

মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ
শিক্ষক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য
মাদরাসাতুল মাদীনাহ্ আশ্‌রাফাবাদ
লালবাগ, ঢাকা - ১৩১০

প্রকাশনায়
মোহাম্মদী লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা - ১২১১

প্রকাশকঃ
মোহাম্মাদ সাদিক উল্লাহ
মোহাম্মদী লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা- ১২১১
ফোনঃ ৭৩১৫৮৫০



প্রথম প্রকাশ-
রজব, ১৪২০ হিজরী
অক্টবর, ১৯৯৯ ইংরেজী

মুদ্রণে- মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস
৪৯, হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা- ১২১১

কম্পিউটার কম্পোজঃ
দারুল কলম কম্পিউটার
মাদরাসাতুল মাদীনাহ্ আশ্রাফাবাদ, লালবাগ, ঢাকা-১৩১০ ফোন ঃ

হাদিয়া ঃ ১০০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

মোহাম্মদী লাইব্রেরী
৬০, চকবাজার, ঢাকা-১২১১
ফোন ঃ ৭৩১৫৮৫০

মোহাম্মদী লাইব্রেরী
বিশাল বুক কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল: ০১৭১৫১২৬২৩৬

# الإهداء

أتشرف بإهداء هذا العمل المتواضع

إلى من أخذ بيدى إلى مائدة الأدب العربي و اذاقني حلاوته

إلى من يسره أن يرانى دائما في خدمة لغة القرآن و السنة

إلى من لا أنسى فضله و منه علي ما حييت

إلى أستاذي الجليل سلطان ذوق الندوي – حفظه الله ،

**تلميذكم**

**الذي لا ينساكم و يرجو أن لا تنسوه**

## মাদানী নেছাবের অন্যান্য কিতাব

( ١ ) الطريق إلى العربية في ثلاثة أجزاء

( ٢ ) الطريق إلى النحو

( ٣ ) الطريق إلى البلاغة

( ٤ ) الأيات المنتخبة

( ٥ ) التمرين الكتابي على الطريق إلى العربية

## للمطالعة العربية

( ١ ) حياة الرسول صلى الله عليه وسلم

( ٢ ) الباحث عن الحق

( ٣ ) فوق الصليب

( ٤ ) أحد .. أحد

# দু'টি কথা

আরবী ভাষা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে কোরআন ও সুন্নাহর ভাষা রূপে নির্বাচিত হয়েছে, সেহেতু আরবী ভাষার সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। কেননা আমার আল্লাহ আমার দুনিয়া-আখেরাতের শান্তি ও মুক্তির জন্য কী নাযিল করেছেন এবং আমার নাবী আমার জীবন সমস্যার সমাধানের জন্য কী রেখে গেছেন তা তরজমার মাধ্যম ছাড়া সরাসরি সে ভাষায় বোঝার চেষ্টা করাই তো হবে আমার আল্লাহ-প্রেম ও নাবী-প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত দাবী!

তবে কোরআন, সুন্নাহ ও শরীয়তের সুবিজ্ঞ ও সুযোগ্য আলিম হওয়ার জন্য আরবী ভাষায় পূর্ণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করা অপরিহার্য। ভাষার সাধারণ জ্ঞান এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সাধারণ ভাষাজ্ঞানের উপর নির্ভর করে কোরআন, সুন্নাহ ও শরীয়তের গভীরে প্রবেশ করা আর দু'দিনের 'সন্তরণ বিদ্যার' উপর সাহস করে অকূল দরিয়ায় ঝাঁপ দেয়া একই পরিণতি ডেকে আনবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই যারা দ্বীন ও শরীয়তের আলিম হবে এবং কোরআন-সুন্নাহ ও শরীয়তের ইলমের 'ধারক, বাহক ও রক্ষক' হবে তাদের জন্য আরবী ভাষার সাধারণ জ্ঞান অর্জনের পর ভাষার শাস্ত্রীয় ও তত্ত্বগত জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য কর্তব্য।[১]

একারণেই দেখা যায়, বিজয়াভিযানের মাধ্যমে ইসলাম যখন জাযীরাতুল আরবের সীমানা অতিক্রম করলো তখন থেকেই ওলামায়ে উম্মত আরবী ভাষার

---

১. এখন তো মনে হয় সাধারণ আরবী ভাষাজ্ঞানেরও প্রয়োজন নেই। কেননা এখনকার 'মুজতাহিদ ছাহেবান' মাশাআল্লাহ শুধু 'অনুবাদ জ্ঞানের' ভেলায় চড়েই ইজতিহাদের মহাসমুদ্র পাড়ি দেয়ার হিম্মত রাখেন।

পূর্ণ শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্জনের নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এমনকি এ ময়দানে পুরো জিন্দেগী ওয়াকফ করে দিয়েছেন। তাঁদের এই জীবনব্যাপী সাধনারই ফল স্বরূপ অভিধান, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের এক সুবিশাল গ্রন্থ-সম্ভার গড়ে উঠেছে, যা বিশ্বের যে কোন জাতির হৃদয়ে সশ্রদ্ধ বিস্ময় উদ্রেক করার জন্য যথেষ্ট।

আরবী ভাষা-সংশ্লিষ্ট প্রতিটি শাস্ত্রের উপর প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক রচনার গুরু দায়িত্বও ওলামায়ে কেরাম শুরু থেকে আঞ্জাম দিয়ে এসেছেন। এ ক্ষেত্রে আলিমগণ সবসময় যুগ-চাহিদা ও সমাজ-মানস সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন এবং সে আলোকে পূর্ববর্তী কিতাবের পরিবর্তে নতুন কিতাব তৈরী করেছেন। বলাবাহুল্য যে, পূর্বসূরীদের রচনাসম্ভারের উপস্থিতি সত্ত্বেও যুগ, সমাজ ও পরিবেশের পরিবর্তিত দাবী ও চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন গ্রন্থ প্রণয়নই হলো উত্তরসূরী আকাবিরগণের অনুসৃত নীতি।

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমাদের আকাবিরগণ আরেকটি সর্বস্বীকৃত মূলনীতি অনুসরণ করেছেন। তা এই যে, যে কোন শাস্ত্রের সাথে প্রথম পরিচয় শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় হওয়া উচিৎ, যাতে একজন শিক্ষার্থীকে বিষয় ও ভাষার বোঝা একত্রে বহন করতে না হয়। অভিজ্ঞতাও এটাই বলে যে, মাতৃভাষায় কোন শাস্ত্রের মূল বিষয় আত্মস্থ করার পর অন্য ভাষায় বিশদ ও সম্প্রসারিত অধ্যয়ন সহজ হয়ে থাকে। (অবশ্য এ জন্য সর্বাগ্রে মাতৃভাষার 'পর্যাপ্ত জ্ঞান দরকার।)

এ দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার সুবাদে ফারসী ভাষা যত দিন ভারতীয় মুসলমানদের সমাজে প্রায় মাতৃভাষার মত অন্তরঙ্গ ও বহুলব্যবহৃত ছিলো তত দিন আরবী ভাষার পরিবর্তে ফারসী ভাষাকেই তাঁরা শাস্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম রূপে গ্রহণ করেছেন। আবার যখন যুগের হাওয়া বদল হলো এবং মুসলিম সমাজ থেকে রাজভাষা ফারসীর প্রভাব প্রায় মুছে গেলো তখন কোন অজুহাতেই ফারসীর প্রতি বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব না করে উর্দূ ভাষাকেই তাঁরা অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন।

ছারফ শাস্ত্রের কথাই ধরুন, হিন্দুস্তানী ওলামায়ে কেরাম ফারসীর যুগে میزان

منشعب، پنج گنج، فصول أكبري، جنگ صرف ও علم الصيغة এর মত মৌলিক কিতাব যেমন রচনা করেছেন তেমনি পরবর্তী যুগে উর্দূ ভাষায় كتاب الصرف ও علم الصرف এর মত মৌলিক কিতাব রচনা করেছেন এবং দরসে নিযামীর শিক্ষাঙ্গনে তা অত্যন্ত সমাদৃতও হয়েছে ।

তাছাড়া কেউ কেউ ফারসী কিতাবগুলোরই হুবহু উর্দূ তরজমা পেশ করেছেন। অবশ্য যুক্তিসঙ্গত কারণেই সেগুলো তেমন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেনি।

দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশে বাংলাভাষী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে আমরা হিন্দুস্তানী ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারিনি। ফলে সমাজ ও পরিবেশ উপযোগী কোন পাঠ্যপুস্তক যেমন রচিত হয়নি তেমনি প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম রূপে মাতৃভাষা বাংলাও প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। যুগ যুগ ধরে ফারসী এবং উর্দূ ভাষাতেই চলে আসছে আমদের যাবতীয় পঠন-পাঠন। একারণে শিক্ষার মানগত ক্ষেত্রে 'পশ্চিমের' তুলনায় 'পূর্ব' সব সময় পিছিয়ে আছে। এমনকি বর্তমান মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী (মুঃ যিঃ আঃ) এ বিষয়ে বারবার আমদের উপদেশ দিয়েছেন, তবু আমরা সচেতন হইনি।

অতিসম্প্রতি অবশ্য বাংলাকে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম রূপে গ্রহণ করার একটা ধীর মানসিক প্রস্তুতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সে হিসাবে আশা করা গিয়েছিলো যে, এ দেশের সুবিজ্ঞ আলিম সমাজ অন্তত এ পর্যায়ে স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাভাষায় মৌলিক ও গবেষণামূলক পাঠ্যপুস্তক রচনায় এগিয়ে আসবেন। সে যোগ্যতাও ছিলো তাঁদের। কিন্তু তা হয়নি। কেননা যে কোন মৌলিক গবেষণার জন্য যোগ্যতার পাশাপাশি উদ্যম ও আত্মনিমগ্নতারও সমান প্রয়োজন। আর পশ্চিমের তুলনায় পূবের ইলমী দুনিয়ায় যে এ জিনিসটার বেশ ঘাটতি রয়েছে তা লজ্জার বিষয় হলেও স্বীকার করে নেয়াই ভালো।

একারণেই দেখা গেলো যে, অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এ ক্ষেত্রেও মৌলিক গবেষণা ও রচনার দায় ও কষ্ট এড়িয়ে তরজমার আশ্রয়গ্রহণকেই নিরাপদ ও

সহজ মনে করা হয়েছে। তদুপরি তরজমাও হয়েছে এমন যে, দুর্বোধ্যতায় মূলকেও হার মানায়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে দু'একটি নিজস্ব রচনা যে আসেনি তা নয়, কিন্তু সেগুলোও পাঠ্যপুস্তকের উপযোগিতা লাভ করতে পারেনি।

আমাদের ঐতিহ্যবাহী দরসে নিযামীর যুগোপযোগী সংশোধন ও সংস্কারের যে মহৎ প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ المنهج المدني ( মাদানী নেছাব ) নামে মাদরাসাতুল মাদীনাহ গ্রহণ করেছে তার জন্য ইতিমধ্যে আদব, নাহ্ব ও অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর মাতৃভাষায় তিনটি মৌলিক পাঠ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং আল্লাহর রহমতে বেশ উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। ছারফ শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি প্রাথমিক ও সমৃদ্ধ পাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়নের সুতীব্র প্রয়োজন অনুভূত হয়ে আসছিলো। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে সময়মত তা হয়ে উঠেনি। ফলে মাদানী নেছাবে ছারফ শাস্ত্রের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে এতদিন একটা শূন্যতা বিরাজ করছিলো। আর বিদ্যমান ছারফী কিতাবগুলো দ্বারা মাদানী নেছাবের 'প্রয়োজন' পুরা করাও সম্ভব ছিলো না।

তাই আজ থেকে চার পাঁচ বছর পূর্বে আমি الطريق إلى الصرف ( এসো ছারফ শিখি ) নামে ছারফ শাস্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়ের একটি 'আদর্শগ্রন্থ' প্রণয়নের কাজে হাত দিয়েছিলাম শুধু আল্লাহর রহমত, মদদ ও তাওফীকের উপর ভরসা করে। এ মহাগুরু দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য উদ্যমের অভাব ছিলো কি না বলতে পারি না, তবে যোগ্যতার যে অভাব ছিলো সে সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলাম। কিন্তু আমরা যে মহান আসাতেযায়ে কেরামের ছোহবত লাভ করেছি তাঁদের শিক্ষা ছিলো এই যে, মানুষ যখন কোন কাজ 'করে' তখন সে নাকাম হয়, আর যখন কাজ 'করানো' হয় তখন কামিয়াব হয়।

পরম সৌভাগ্য এই যে, আমার শাফীক আসাতেযায়ে কেরাম তখনো দু'আ করেছেন, এখনো দু'আ করছেন – যেন আল্লাহ তাঁদের এই অধম ছাত্রকে দিয়ে তাঁর পসন্দ মত কাজ করিয়ে নেন। আর আম্মা-আব্বার সকাল-সন্ধ্যা ও দিন-রাতের হৃদয় নিংড়ানো ও অশ্রুসিক্ত দু'আ তো প্রতি মুহূর্ত আমাকে ঘিরে রেখেছে!

একারণে কোন কাজ শুরু করার সময় যোগ্যতার অভাববোধ কখনো

আমাকে হতোদ্যম করতে পারেনি। বরং এ বিশ্বাস সর্বদা মনোবল যুগিয়েছে যে, আল্লাহর রহমত তো بهانه می جوید، بها نمی جوید (সুযোগ খোঁজে, সু-যোগ্য খোঁজে না)।

আল্লাহ পাকের শায়ানে শান শোকর যে, অধম বান্দার বিশ্বাসের লাজ তিনি রেখেছেন এবং অবশেষে الطريق إلى الصرف প্রথম খণ্ড আত্মপ্রকাশ করছে।

এ খণ্ডের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রথম পর্বে ميزان ও শব্দ-গঠন প্রণালী এবং দ্বিতীয় পর্বে منشعب (বা বিভিন্ন বাব) প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এবং الطريق إلي العربية এর পরবর্তী কিতাব হিসাবে তার সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে سلسلة الأفعال গুলোকে একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন – এভাবে সাজানো হয়েছে। نون خفيفة যুক্ত ফেয়েলগুলোর ব্যবহার যেহেতু খুবই সীমিত সেহেতু এগুলোর 'মশক' বাদ দিয়ে শুধু তথ্যগত জ্ঞান দান করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রশ্ন ও অনুশীলনীর মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়কে পূর্ণ আত্মস্থ করানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ছারফ শাস্ত্রীয় পরিভাষাগুলোর সহজ বাংলা পরিভাষা পেশ করা হয়েছে। যেমন ثلاثي ও رباعي এর বাংলা করা হয়েছে যথাক্রমে ত্রিমূল ও চতুর্মূল।

যেহেতু الطريق إلي العربية কিতাবে أفعال معتلة এর سلسلة মুখস্থ করা হয়েছে সেহেতু এখানে منشعب অংশে تعليلات এরও আংশিক আলোচনা দেয়া হয়েছে। অবশ্য তালীলের নিয়ম ও সূত্রগুলো সম্পূর্ণ নতুন শৈলীতে সুসংক্ষেপিত ও সহজতর রূপে পেশ করা হয়েছে এবং প্রতিটি নিয়ম ও সূত্রের এমন ভাবে একটি নাম দেয়া হয়েছে যাতে নামের মধ্যেই সূত্রের সিংহভাগ বর্ণনা এসে যায়। যেমন –

ছারফের সকল কিতাবে বলা হয়েছে, 'ওয়াও-ইয়া যদি মুতাহাররিক হয় এবং তার পূর্ববর্তী হরফ মাফতূহ হয় তাহলে উক্ত ওয়াও-ইয়াকে আলিফ দ্বারা বদল করা ওয়াজিব।'

এই অনাবশ্যক দীর্ঘতা ও 'শব্দ-অপচয়' পরিহার করে আমরা বলেছি, 'ফাতহার পর মুতাহাররিক ওয়াও-ইয়া আলিফ হয়ে যায়।' অতঃপর আমরা

সূত্রটির নাম দিয়েছি 'ফাতহার পর মুতাহাররিক ওয়াও-ইয়ার নিয়ম।' প্রায় প্রতিটি সূত্র ও নিয়মের ক্ষেত্রেই এটা করা হয়েছে।

অন্যান্য কিতাবে تعليلات এর নিয়মগুলোকে গতানুগতিক ভাবে أجوف، مثال ناقص، ইত্যাদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। অথচ প্রায়োগিক দিক থেকে তা বাস্তবানুগ নয়। যেমন পূর্বোক্ত নিয়মটিকে أجوف এর নিয়ম বলা হয় অথচ তা قال ও باع এর ন্যায় رمى ও دعا এর মধ্যেও প্রযুক্ত হয়। এ কারণে আমরা এই অনাবশ্যক বিভাজন রক্ষা করিনি। তাছাড়া বিরল দু'একটি শব্দের খাতিরে নিয়মকে جامع - مانع করার প্রবণতা প্রাথমিক কিতাব হিসাবে এখানে আমরা ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেছি। অবশ্য দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পর্বে تعليلات এর সামগ্রিক আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

إلحاق প্রসঙ্গ ছারফের নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য বেশ পেরেশানির কারণ হয়ে থাকে। ছাত্রাবস্থায় আমরাও পেরেশান হয়েছি। সেজন্য ছারফ শাস্ত্রের গ্রন্থ-সম্ভার অধ্যয়ন করে বিষয়টাকে বিশদ ও প্রাঞ্জল করার চেষ্টা করেছি, যা ছারফের অন্য কোন পাঠ্যপুস্তকে দেখা যায় না।

মাদানী নেছাবের প্রথম লক্ষ্য হলো বর্তমান দরসে নিযামীর শিক্ষা ক্ষেত্রে 'সময় সংকোচন ও মানোন্নয়ন'। এ জন্য প্রাথমিক (মক্তব) স্তরে দশটি এবং পরবর্তী স্তরগুলোতে বিশটি, মোট ত্রিশটি পাঠ্যপুস্তক তৈরী করা আবশ্যক। অথচ এপর্যন্ত মাত্র চার পাঁচটি পুস্তকের 'খসড়া সংস্করণ' প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং বলাবাহুল্য যে, মাদানী নেছান এখন তার প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করছে মাত্র। মঞ্জিল আমাদের বহু দূরে। তাই আমরা মনে করি, চূড়ান্ত কোন মন্তব্য করার যথার্থ সময় এখনো আসেনি। এ মহূর্তে আমরা যেমন উচ্ছ্বাস দেখাতে রাজী নই, তেমনি 'বন্ধুদের' মুখেও হতাশার কথা শুনতে প্রস্তুত নই। এখন আমরা শুধু 'কবুল করো রাব্বানা!' বলে দুরু দুরু বুকে কাজ করে যেতে চাই।

দেখুন, জমিতে একটি বীজ ফেলে দু'দিনের মাথায় মাটি খুঁড়ে বীজের অবস্থা জানার কৌতুহল প্রকাশ করা, কিংবা দু' সপ্তাহ পর মাটি ফুঁড়ে অঙ্কুর বের হতে দেখেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা অথবা দু'তিন বছরেও ফলের দেখা নেই বলে

হতাশ হওয়া – কোনটাই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অথচ এ তিন গুণেই আমরা বাঙ্গালী! তাই বন্ধুদের নিকট সবিনয় নিবেদন, একটু অপেক্ষা করুন এবং আমাদের সফলতার জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করুন।

এরপর হলো দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত লক্ষ্য । যদিও তা প্রকশ করার উপযুক্ত সময় এখনো আসেনি এবং অযথা 'বিতর্কের সুযোগ' সৃষ্টি করা বুদ্ধির কাজ নয়, তবু 'নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নেই' – এ নির্মম সত্যকে স্মরণ করে আজ কাগজের বুকে একটু ইঙ্গিত রেখে দিতে চাই, যেন আমার পরে আগামী দিনের কোন দরদী বন্ধু এ পথের পথিক হতে চাইলে মঞ্জিলে মকছূদ খুঁজে পান।

এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের কথা দেওবন্দী পরিবারের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হযরত মাওলানা মুফতি মাহমূদ (রহঃ) মোটামুটি এভাবে বলেছেন –

দ্বীন ও দুনিয়ার শিক্ষা যেদিন থেকে বিভাজিত হয়েছে সেদিন থেকে উম্মাহর দুর্ভাগ্য শুরু হয়েছে।

বস্তুত আসমানী ইলম এবং দুনিয়াবী ইলম নামে দুটি আলাদা জিনিসের অস্তিত্ব শরীয়তে নেই। কেননা و علم آدم الأسماء كلها বলে যে সকল জ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা সবই আসমানী ও জান্নাতী ইলম। তদ্রূপ و ألنا له الحديد এবং و أبره الأكمه و الأبرص বলে যে 'জ্ঞানের' প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, সর্বোপরি যে জ্ঞানের সাহায্যে 'বদর ও অহুদের সেনাপতি' যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন এবং মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে শাসন পরিচালনা করেছেন তা সবই নববী ইলম। তদ্রূপ যে জ্ঞানের সাহায্যে হযরত ওমর (রাঃ) ইরাকের ভূমি জরিপ করেছেন সেটাও ছাহাবা ওয়ালা ইলম।

সুতরাং উম্মাহ যদি বিশ্বের জাতিবর্গের মাহফিলে মর্যাদা ও নেতৃত্বের আসন লাভ করতে চায় তাহলে আসমানী ও নববী ইলম রূপেই 'সবকিছুর' শিক্ষা অর্জন করতে হবে এবং মাদরাসাতুচ্ছুফ্‌ফার সিলসিলার ধারক ও বাহক যে ওলামায়ে কেরাম তাঁদের কাছ থেকেই শিক্ষা লাভ করতে হবে।

ইসলামী শিক্ষার এই অবিভাজ্য রূপরেখাই দূর ভবিষ্যতে মাদরাসাতুল মাদীনাহ মুসলিম উম্মাহর সামনে তুলে ধরতে চায়। و ما ذلك على الله بعزيز

'সময়' তো সবসময় আসে না, তাই প্রসঙ্গক্রমে 'অপ্রাসঙ্গিক' কিছু কথার ইঙ্গিত করা হলো। আল্লাহ যদি 'জীবন রক্ষা করেন' এবং তাওফীক দান করেন তাহলে আগামীতে এ প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনার ইচ্ছা রইলো।

পরিশেষে মূল কথায় ফিরে আসি, علوم العربية নামে যতগুলো শাস্ত্র প্রচলিত রয়েছে তন্মধ্যে ছারফ শাস্ত্রের মত এমন 'কাষ্ঠ-বিষয়' সম্ভবত দ্বিতীয়টি নেই। তাতে না আছে রস, না আছে কষ। چوں سگاں বলে একটা কথা সেই মীযানের প্রথম সবকেই আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিলো এবং আমরাও হাড়ে হাড়ে তা টের পেয়েছি। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ভাষার শব্দ-কাঠামোর বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য ছারফ শাস্ত্রের কোন বিকল্প নেই। তাই অতি অবশ্যই আমাদেরকে ছারফ অধ্যয়ন করতে হবে এবং তাতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হবে। এদিকে লক্ষ্য রেখে الطريق إلى الصرف কিতাবটিকে ছারফ শাস্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়ের একটি আদর্শ পাঠ্যপুস্তক রূপে তৈরী করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে এবং নতুন নতুন রীতি ও শৈলী প্রয়োগের মাধ্যমে তাতে রস ও প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে নতুন পরীক্ষা হিসাবে এক্ষেত্রে আমাদের চিন্তায় ও উপস্থাপনায় ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। সুতরাং বিদগ্ধ ওলামায়ে কেরামের খিদমতে বিনীত নিবেদন এই যে, ত্রুটি সংশোধন ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য সুচিন্তিত পরামর্শ দান করে সকলে আল্লাহর নিকট আজর ও ছাওয়াবের ভাগীদার হবেন। আল্লাহ কবুল করুন এবং মাকবূল করুন। আর যারা আমীন বলবে আল্লাহ তাদের কল্যাণ করুন। আমীন।

– আবু তাহের মেছবাহ
২৪ / ৬ / ১৪২০ হিঃ

প্রিয় তালিবুল ইলম!

আমরা তোমাকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। কেননা তুমি ইলমে দ্বীন হাছিল করার এক সুদীর্ঘ সফরে যাত্রা করেছো। আর হাদীছ শরীফে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

যে ব্যক্তি ইলমের সন্ধানে কোন পথে যাত্রা করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।

সুতরাং দু'আ করি, তোমার এ সফর বরকতপূর্ণ হোক। আল্লাহর মদদ ও নোছরত তোমার সঙ্গী হোক এবং তলবে ইলমের আসল যে মাকছূদ তাতে তুমি কামিয়াব হও।

তলবে ইলমের এ দীর্ঘ সফরের প্রত্যেক মঞ্জিলে আমরা তোমার রফীকে সফর হতে চাই এবং প্রয়োজনীয় ইলমী পাথেয় তোমার হাতে তুলে দিতে চাই, যাতে আল্লাহর ইচ্ছায় তোমার তলবুল ইলমের এ সফর পূর্ণ কামিয়াব হয়।

এ জন্য আরবী ভাষা শিক্ষার পথে প্রথম পাথেয় হিসাবে الطريق إلى العربية কিতাবখানা পেশ করা হয়েছিলো। আশাকরি তা দ্বারা আরবী ভাষার সাথে তোমার মোটামুটি একটা পরিচয় গড়ে উঠেছে।

ইনশাআল্লাহ এবার শুরু হচ্ছে সফরের দ্বিতীয় মঞ্জিল। এখন তুমি الطريق إلى الصرف কিতাবখানা পড়বে এবং তা থেকে আরবী ভাষার শব্দকাঠামোর নিয়মকানুন জানতে পারবে। এরপর আগামী বছর যখন الطريق إلى النحو কিতাবখানা পড়বে তখন আরবী ভাষার বাক্যকাঠামোর নিয়মকানুন জানতে পারবে।

আরবী ভাষার জন্য ছারফ ও নাহ্ব দু'টোই অতি গরুত্বপূর্ণ বিষয়। খুব

সহজে এবং অল্প সময়ে তুমি যাতে এ দুই বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে পারো সে জন্য তোমার বয়স ও মেধার উপযোগী করে খুব সহজ ভাষায় এবং সরল পদ্ধতিতে বই দু'টি রচিত হয়েছে।

তুমি যদি জীবনের এ মহামূল্যবান সময়গুলোর পূর্ণ কদর করো, ইলম হাছিলের জন্য যথাযোগ্য মেহনত করো, ইলমের যাবতী আদব রক্ষা করো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করো তাহলে আল্লাহ তোমাকে ইলমের নূর দান করবেন এবং তোমার দুনিয়া ও আখেরাতের যিন্দেগী কামিয়াব হবে ইনশাআল্লাহ।

এসো এবার বিসমিল্লাহ বলে পড়া শুরু করি। আল্লাহ আমাদের সকলকে পূর্ণ তাওফীক দান করুন। আমীন।

## গুরুত্বপূর্ণ যে সকল কিতাব থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে

( ١ ) كتاب الصرف

( ٢ ) علم الصرف

( ٣ ) تمرين الصرف

( ٤ ) علم التصريف

( ٥ ) علم الصيغة

( ٦ ) فصول أكبرى

( ٧ ) ميزان الصرف

( ٨ ) المفصل في علم الصرف

( ٩ ) موسوعة النحو و الصرف

( ١٠ ) دراسات في علم الصرف

( ١١ ) شذا العرف في فن الصرف

( ١٢ ) الشافية لابن الحاجب

بسم الله الرحمن الرحيم

তালিবে ইলমের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে ফিরেশতাগণ তাদের ডানা বিছিয়ে দেন, আর সমস্ত মাখলূক, এমনকি সমুদ্রের তলদেশে মাছেরাও তার জন্য মাগফেরাতের দু'আ করতে থাকে।

আর সমস্ত তারকার উপর পূর্ণিমার চাঁদের যে শ্রেষ্ঠত্ব একজন সাধারণ ইবাদত- কারীর উপর আলিমের সেই পরিমাণ শ্রেষ্ঠত্ব।

– আল-হাদীছ

# القسم الأول

## (প্রথম পর্ব)

[illegible]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## حدُّ علمِ الصرف (ছারফ শাস্ত্রের পরিচয়)

النصر। একটি মাছদার একথা তুমি জানো এবং এই মাছদার থেকে বিভিন্ন শব্দ তুমি তৈরী করতে পারো, যেমন– نَصَرَ ، يَنْصُرُ، اُنْصُرْ، نَاصِرٌ ، مَنْصُوْرٌ ইত্যাদি। এভাবে যে কোন মাছদার থেকে বিভিন্ন মাপের বহু শব্দ তুমি তৈরী করতে পারো, কিন্তু তোমার ছোট ভাইটি তা পারে না ।

বলো দেখি, তুমি পারো কিন্তু সে কেন পারে না ?

কারণ মাছদার থেকে বিভিন্ন শব্দ তৈরী করার নিয়ম কানুন তুমি জানো, কিন্তু তোমার ছোট ভাইটি জানে না।

মাছদার থেকে বিভিন্ন শব্দ তৈরী করার নিয়ম কানুন জানাকে عِلْمُ الصرفِ বলে।

আবার দেখো, قَالَ ، يَقُوْلُ ، قُلْ শব্দ গুলোর মূল রূপ হলো قَوْلَ ، يَقْوُلُ ، اُقْوُلْ –

বলো দেখি , কিভাবে শব্দ গুলোর এই রূপান্তর হলো ? এক রূপ থেকে অন্য রূপ হলো ? হয়ত এ প্রশ্নের উত্তর তুমি দিতে পারবে না । কেননা শব্দের রূপান্তরের নিয়ম কানুন তোমার জানা নেই।

শব্দের রূপান্তরের নিয়ম কানুন জানাকে علم الصرف বলে ।

মোটকথা, علم الصرف দ্বারা দু'টি বিষয় জানা যায় ; শব্দের গঠন ও শব্দের রূপান্তর । তাহলে আমরা বলতে পারি–

যে নিয়ম কানুন দ্বারা শব্দের গঠন ও রূপান্তর জানা যায় সেই নিয়ম কানুনকে علم الصرف বলে।

## مَوْضوعُ علمِ الصرف (ছারফ-এর আলোচ্যবিষয়)

উপরের আলোচনা থেকে আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছো যে , যে সকল শব্দ বিভিন্ন পরিবর্তন গ্রহণ করে সেগুলোই হলো علم الصرف এর আলোচ্যবিষয়। যেমন–

اَلنَّصْرُ একটি পরিবর্তনযোগ্য مصدر তাতে পরিবর্তন ঘটিয়ে نصر ফেয়েলটি তৈরী করা হয়। তদ্রূপ نصر একটি পরিবর্তনযোগ্য فعل তাতে পরিবর্তন ঘটিয়ে ينصر ফেয়েলটি তৈরী করা হয়। তদ্রূপ ناصر ও منصور দু'টি পরিবর্তনযোগ্য اسم তাতে পরিবর্তন ঘটিয়ে اسمُ الفاعل ও اسمُ المفعول এর অন্যান্য صِيْغَه তৈরী করা হয়। সুতরাং এ শব্দগুলো علم الصرف এর আলোচ্যবিষয় ।

পক্ষান্তরে جَعْفَرْ، عَسٰى ইত্যাদি শব্দগুলো পরিবর্তন গ্রহণ করে না সুতরাং এই اسم ও فعل গুলো علم الصرف এর আলোচ্যবিষয় নয় ।

মোটকথা, পরিবর্তনযোগ্য اسم ও فعل-ই হলো علم الصرف এর আলোচ্যবিষয়।

## غَرَضُ عِلمِ الصرف (ছারফ-এর উদ্দেশ্য)

উপরের আলোচনা থেকে আশা করি একথাও তুমি বুঝতে পেরেছো যে, শব্দের গঠন ও রূপান্তরের ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করাই علم الصرف এর উদ্দেশ্য।

## মূলকথা

১। শব্দের গঠন ও রূপান্তরের নিয়ম কানুন জানাকে علم الصرف বলে।

২। পরিবর্তন গ্রহণকারী যাবতীয় اسم ও فعل হলো علم الصرف এর আলোচ্যবিষয়।

৩। শব্দের গঠন ও রূপান্তরের ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা علم الصرف এর উদ্দেশ্য ।

## প্রশ্নমালা

১। علم الصرف এর পরিচয় বলো ।

২। যে নিয়ম কানুন দ্বারা শব্দের গঠন ও রূপান্তর জানা যায় সে নিয়ম কানুনকে কি বলে ?

৩। علم الصرف দ্বারা ক'টি বিষয় জানা যায় ?

৪। علم الصرف দ্বারা শব্দের গঠন জানা যায় , আর কি জানা যায় ?

৫। علم الصرف দ্বারা শব্দের রূপান্তর জানা যায় , আর কি জানা যায় ?

৬। শব্দ গঠনের এবং শব্দের রূপান্তরের একটি করে উদাহরণ দাও।

৭। علم الصرف এর উদ্দেশ্য কি ?

৮। কেন আমরা علم الصرف শিখবো ?

৯। علم الصرف না জানলে আমাদের কী অসুবিধা হবে ?

১০। علم الصرف জানলে আমাদের কী সুবিধা হবে ?

১১। শব্দের গঠন ও রূপান্তরের ভুল-ভ্রান্তি হতে বাঁচার উপায় কি ?

১২। علم الصرف কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদেরকে ভুল-ভ্রান্তি হতে রক্ষা করে ?

১৩। علم الصرف দ্বারা কি আমরা বাক্য গঠন করতে পারবো ?

১৪। علم الصرف দ্বারা কি আমরা শব্দ গঠন করতে পারবো ?

১৫। علم الصرف দ্বারা কি আমরা শব্দের রূপান্তর বুঝতে পারবো ?

১৬। علم الصرف এর আলোচ্যবিষয় কি ?

১৭। কোন ধরনের শব্দ علم الصرف এর আলোচ্যবিষয় ?

১৮। পরিবর্তনযোগ্য اسم ও فعل বলতে কি বুঝো ?

১৯। مَكْتُوبٌ ، كَاتِبٌ ، اُكْتُبْ ، يَكْتُبُ ، كَتَبَ ، الْكِتَابَةُ এই فعل ও اسم গুলো পরিবর্তনযোগ্য এটা প্রমাণ করো ।

২০। عَسَى ও ليس ফেয়েল দু'টি علم الصرف এর আলোচ্যবিষয় নয় কেন?

২১। حَيْثُ ، إِذْ এই ইসমগুলো علم الصرف এর আলোচ্যবিষয় নয় কেন?

২২। قِرَاءَةٌ ও قَرَأَ এই ইসম ও ফেয়েল দু'টি علم الصرف এর আলোচ্যবিষয় কেন ?

# فوائد ضرورية

## কয়েকটি জরুরী বিষয়

علم الصرف এর মূল আলোচনা শুরু করার আগে কয়েকটি জরুরী বিষয় জেনে রাখা ভালো , তাহলে علم الصرف এর মূল আলোচনা বোঝা তোমার জন্য সহজ হবে । বিষয়গুলো এই–

☆ পেশকে ضَمَّه বলে , যবরকে فَتْحَه বলে এবং যেরকে كَسْرَه বলে ।

☆ যাম্মা ,ফাতহা ও কাসরাকে حَرَكَة বলে । আর হারকাত না হওয়াকে سُكون বলে ।

☆ এক রকমের দু'টি হরফ একত্র করে পড়াকে তাশদীদ বলে । যেমন ذَبَّ মূলতঃ ছিলো ذَ بْ بَ দু'টি ب কে একত্র করে ذَبَّ পড়া হয় । এটাকে তাশদীদ বলে ।

☆ নূন সাকিনকে তানবীন বলে । তবে এটাকে দুই যবর , দুই যের ও দুই পেশ আকারে লেখা হয় । যেমন , كِتابُنْ ، كتابَنْ ، كتابِنْ এগুলোকে এভাবে লেখা হয় – كتابٌ ،كتابًا، كتابٍ

☆ যাম্মাযুক্ত হরফকে مَضْموم এবং ফাতহাযুক্ত হরফকে مَفْتوح এবং কাসরাযুক্ত হরফকে مَكْسور বলে ।

☆ হারকাতওয়ালা হরফকে مُتَحَرِّك বলে । সুকূনওয়ালা হরফকে ساكن বলে এবং তাশদীদযুক্ত হরফকে مُشَدَّد বলে ।

☆ واو، الف ، ياء এই তিনটি হরফকে أَحْرُفُ عِلَّةٍ বলে । প্রতিটিকে حَرْفُ عِلَّةٍ বলে ।

### অনুশীলনী

১। إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ এখানে হারকাত ও সুকূন চিহ্নিত করো । অতঃপর তাশদীদ ও তানবীন চিহ্নিত করো ।

২। إِنَّ رَبَّكَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ এখানে مُتَحَرِّك ও ساكن হরফগুলো চিহ্নিত

করো । অতঃপর مَفْتوح ، مَضْموم ও مَكْسور হরফগুলো চিহ্নিত করো । অতঃপর مُشَدَّد হরফগুলো চিহ্নিত করো ।

৩। নীচের বাক্যগুলোতে হরফে ইল্লতসমূহ চিহ্নিত করো ।

لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهارُ - وَ اللّٰهُ يَدْعُوكُمْ إِلٰى الْجَنَّةِ -
وَ قالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

## প্রশ্নমালা

১। হারকাত কাকে বলে ?

২। যাম্মা , ফাতহা ও কাসরাকে কি বলে ?

৩। হারকাতযুক্ত হরফ্‌কে কি বলে ?

৪। مُتَحَرِّك কাকে বলে?

৫। سكون কাকে বলে এবং ساكِن কাকে বলে ?

৬। হারকাতমুক্ত হরফকে কি বলে এবং হারকাতযুক্ত হরফকে কি বলে ?

৭। তানবীন কাকে বলে এবং তা কি ভাবে লেখা হয় উদাহরণ দ্বারা দেখাও ।

৮। حرف علة কয়টি ও কি কি ?

৯। মাযমূম , মাফতূহ ও মাক্‌সূর কাকে বলে ?

১০। তাশদীদ কাকে বলে উদাহরণসহ বুঝিয়ে বলো ।

১১। مُشَدَّد মূলত কয়টি হরফ ? مشدد কে পৃথক করে দেখাও ।

১২। তানবীনকে মূল অবস্থায় লিখে দেখাও , অতঃপর হারকাতের সংগে লিখে দেখাও ।

# أَقْسَامُ الكَلِمَةِ

## কালিমাহ্ ও তার প্রকার

إِلَىٰ ، رَاشِدٌ ، ذَهَبَ এই তিনটি কালিমাহ লক্ষ্য করো : راشد ও ذهب শব্দ দু'টির নিজস্ব অর্থ রয়েছে । আর শব্দ দু'টি নিজ নিজ অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর । অর্থাৎ নিজ অর্থ প্রকাশের জন্য অন্য শব্দের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন নেই ।

তবে ذهب শব্দটি কালপ্রকাশক, কিন্তু راشد শব্দটি কোন কালপ্রকাশক নয়। ذهب শব্দটিকে فعل বলে এবং راشد শব্দটিকে اسم বলে ।

এবার إلى শব্দটি দেখো , তার একটি অর্থ রয়েছে , কিন্তু সাথে অন্য শব্দ যোগ না করা পর্যন্ত তার অর্থ স্পষ্ট রূপে বুঝে আসে না । যেমন– إلى المدرسة অর্থাৎ শব্দটি নিজের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর নয় , অন্য শব্দের উপর নির্ভরশীল । এধরনের শব্দ ও কালিমাহকে حرف বলে ।

## মূলকথা

কালিমাহ তিন প্রকার ( ক ) اسم ( খ ) فعل ( গ ) حرف

اسم – যে কালিমাহ নিজের অর্থ প্রকাশে স্বনির্ভর এবং তিন কালের কোন কাল প্রকাশ করে না তাকে ইসম বলে ।

فعل – যে কালিমাহ নিজের অর্থ প্রকাশে স্বনির্ভর এবং তিন কালের কোন একটি কাল প্রকাশ করে তাকে ফেয়েল বলে ।

حرف – যে কালিমাহ পরিষ্কার রূপে নিজের অর্থ প্রকাশে স্বনির্ভর নয় বরং অন্য শব্দের উপর নির্ভরশীল তাকে হরফ বলে ।

## অনুশীলনী

১। পাঁচটি করে ইসম , ফেয়েল ও হরফ বলো ।

২। إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ এ বাক্যে ইসম , ফেয়েল ও হরফ চিহ্নিত করো ।

## প্রশ্নমালা

১। ইসম কাকে বলে ?

২ । ফেয়েল কাকে বলে ?

৩। হরফ কাকে বলে ?

৪। ইসম কি নিজের অর্থ প্রকাশে স্বনির্ভর ?

৫। ফেয়েল কি নিজের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর ?

৬। ইসম ও ফেয়েলের মাঝে মিল কোথায় ?

৭। ইসম ও ফেয়েলের মাঝে কোনটি কালপ্রকাশক ?

৮। ইসম ও ফেয়েলের মাঝে অমিল কোথায় ?

৯। হরফ কি স্বনির্ভর রূপে নিজের অর্থ প্রকাশ করে ?

১০। كتاب কালিমাটি ফেয়েল নয় কেন ?

১১। اذهب ، يذهب ، ذَهَبَ শব্দগুলো ফেয়েল তা প্রমাণ করো ।

# أقسام الفعل

## ফেয়েলের তিন প্রকার

কালিমাহর একটি প্রকার হলো ফেয়েল একথা আগের পাঠে তুমি জেনেছো। সেই সংগে ফেয়েলের পরিচয়ও তোমার জানা হয়েছে । আচ্ছা বলো দেখি اسم ও فعل এর মাঝে পার্থক্য কি ? হাঁ, ইসম তার নিজস্ব অর্থের সংগে কোন কাল প্রকাশ করে না কিন্তু ফেয়েল তার নিজস্ব অর্থের সংগে তিন কালের কোন একটি কাল প্রকাশ করে।

এই কাল হিসাবে فعل তিন প্রকার ماضي ، مُضارِع ، أمر

উদাহরণ দেখো- .

قَرَأَ راشِدٌ (রাশেদ পড়েছে) এখানে قَرَأَ ফেয়েলটি কি বুঝিয়েছে ?

একথা বুঝিয়েছে যে , قِرَاءَة মাছদার বা কর্মটি অতীত কালে ঘটেছে ।

যে فِعل একথা বোঝায় যে, মাছদার বা কর্মটি অতীত কালে ঘটেছে তাকে فِعْلِ ماضي বলে ।

কয়েকটি উদাহরণ-

كَتَبَ ، شَرِبَ ، أَكَلَ ، صَلَّى ، عَلَّمَ ، تَعَلَّمَ ، صَامَ ، نَامَ ، جَاهَدَ ، سَافَرَ

يَقْرَأُ مَحْمُودٌ ( মাহমুদ পড়বে বা পড়ছে) এখানে يَقْرَأُ ফেয়েলটি কি বুঝিয়েছে ?

একথা বুঝিয়েছে যে, قِرَاءَة মাছদার বা কর্মটি বর্তমান কালে ঘটছে বা ভবিষ্যত কালে ঘটবে।

যে ফেয়েল একথা বোঝায় যে, মাছদার বা কর্মটি বর্তমান কালে কিংবা ভবিষ্যত কালে ঘটবে তাকে فِعْلِ مضارع বলে ।

কয়েকটি উদাহরণ-

يَكْتُبُ، يَشْرَبُ، يَأْكُلُ، يُصَلِّيْ، يُعَلِّمُ ، يَتَعَلَّمُ، يَصُوْمُ ، يَنَامُ، يُجَاهِدُ، يُسَافِرُ

اِقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ ( পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে ) এখানে اِقْرَأْ ফেয়েলটি কি অর্থ বোঝায় ?

مُخَاطَبْ এর কাছে قِرَاءَة মাছদার বা কর্মটি সম্পন্ন করার দাবী বোঝায় । অর্থাৎ হে مُخَاطَبْ তুমি قِرَاءَة মাছদার বা কর্মটি ভবিষ্যত কালে সম্পন্ন করো ।

যে ফেয়েল مُخَاطَب এর কাছে ভবিষ্যতকালে মাছদার বা কর্মটি সম্পন্ন করার দাবী জানায় তাকে فِعْلُ الأَمْرِ বলে ।

কয়েকটি উদাহরণ–

اُكْتُبْ ، اِشْرَبْ ، كُلْ ، صَلِّ ، عَلِّمْ ، تَعَلَّمْ ، صُمْ ، نَمْ ، جَاهِدْ ، سَافِرْ

উপরের আলোচনা থেকে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে , فعل এর মূল অর্থ হলো কোন কালে কোন মাছদার বা কর্মের সংঘটন । অতঃপর ফেয়েল তার কাঠামোগত কারণে এই অর্থের পাশাপাশি তিন কালের কোন একটি কাল প্রকাশ করে ।

فعل ماضي শুধু অতীত কাল প্রকাশ করে । فعل مضارع বর্তমান ও ভবিষ্যত কাল প্রকাশ করে, আর فِعْلُ الأَمْرِ শুধু ভবিষ্যত কাল প্রকাশ করে ।

## মূলকথা

১। কাল হিসাবে فعل তিন প্রকার ماضي ، مضارع ، أمر

২। যে ফেয়েল একথা বোঝায় যে, মাছদারটি অতীত কালে ঘটেছে তাকে فعل ماضي বলে ।

৩। যে ফেয়েল একথা বোঝায় যে, মাছদারটি বর্তমান কালে ঘটছে কিংবা ভবিষ্যত কালে ঘটবে তাকে فعل مضارع বলে।

৪। যে ফেয়েল ভবিষ্যত কালে মাছদারটি সম্পন্ন করার আদেশ বোঝায় তাকে فعل الأمر বলে। ১

---

১। হাঁবাচক ফেয়েলকে فِعْلِ مُثْبَت বলে । যেমন يقرأ – قرأ

না-বাচক ফেয়েলকে فِعْلِ مَنْفِي বলে । যেমন مَا قَرَأَ، لا يَقْرَأُ

## অনুশীলনী

১। নীচের বাক্য গুলোতে امر ، مضارع ، ماضي চিহ্নিত করো ।

فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهم - لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ - إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا - يَعْتَذِرونَ إِلَيكُمْ إِذا رَجَعْتُم إِلَيهِمْ ، قُلْ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ نَبَّأَنا اللهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ

২। কোরআন শরীফের যে কোন স্থান থেকে পাঁচটি ماضي পাঁচটি مضارع এবং পাঁচটি أمر বের করো ।

৩। তিনটি বাক্য বলো যাতে তিন প্রকার ফেয়েলের ব্যবহার এসে যায়।

## প্রশ্নমালা

১। ফেয়েলের উপরোক্ত তিন ভাগ কোন হিসাবে করা হয়েছে ?

২। কাল হিসাবে ফেয়েল কত প্রকার ও কি কি ?

৩। فعل الامر কাকে বলে?

৪। فعل الامر দ্বারা কাকে কি আদেশ করা হয় ?

৫। যে ফেয়েল দ্বারা مخاطب কে মাছদারটি ভবিষ্যতে সম্পন্ন করার আদেশ করা হয় তাকে কি বলে ?

**টীকা (পূর্ব পৃষ্ঠার পর)**

যে ফেয়েলের فاعل উল্লেখিত থাকে তাকে فِعْلِ مَعْرُوف বলে। যেমন- نَصَرَ راشِدٌ خالِدًا এখানে نصر ফেয়েলটি معروف কেননা তার ফায়েল উল্লেখিত হয়েছে। راشد শব্দটি হচ্ছে ফায়েল ।

যে ফেয়েলের ফায়েল অনুল্লেখিত থাকে তাকে فِعْلِ مَجْهُول বলে। যেমন- نُصِرَ خَالِدٌ এখানে نُصِرَ ফেয়েলটি مجهول কেননা তার ফায়েল উল্লেখিত নেই। বরং مفعول به কে ফায়েলের স্থলবর্তী করা হয়েছে । একারণেই তা منصوب না হয়ে مرفوع হয়েছে ।

৬। فعل الامر এর মাঝে কোন কাল পাওয়া যায় ?

৭। মাছদারটি অতীত কালে সম্পন্ন হয়েছে একথা কোন ফেয়েল বুঝায় ?

৮। فعل ماضي কাকে বলে?

৯। فعل مضارع এর পরিচয় বলো ।

১০। فعل مضارع কোন্ কোন্ কালে মাছদারটি সম্পন্ন হওয়া বোঝায় ?

১১। কোন্ ফেয়েল কোন্ কাল প্রকাশ করে ?

# الحروف الأصلية

## মূল হরফ

قَلَمٌ ও كَتَبَ কালিমা দু'টি দেখো; উভয় কালিমা তিনটি করে হরফ দ্বারা তৈরী। এই তিন হরফের একটি হরফও যদি বাদ দাও তাহলে শব্দটি নষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ শব্দটির মূল কাঠামো ভেংগে গিয়ে তা অর্থহীন হয়ে পড়বে। কেননা এই তিনটি হরফের প্রতিটি হরফ শব্দের মূলকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। আরবী ভাষার অধিকাংশ শব্দেরই মূল হরফ তিনটি ।

এবার جَعْفَرٌ ও بَعْثَرَ শব্দ দু'টি দেখো ; উভয় শব্দ চারটি করে হরফ দ্বারা গঠিত । এই চারটি হরফের কোন একটি হরফ যদি বাদ দাও তাহলে শব্দটি নষ্ট হয়ে যাবে । অর্থাৎ শব্দটির মূল কাঠামো ভেংগে গিয়ে তা অর্থহীন হয়ে পড়বে । কেননা এই চারটি হরফের প্রতিটি হরফ শব্দের মূল কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত । আরবী ভাষার সামান্য কিছু শব্দের মূল হরফ চারটি ।

جَحْمَرِشٌ ইসমটি পাঁচ হরফবিশিষ্ট এই পাঁচটি হরফের একটি হরফও যদি বাদ দাও তাহলে শব্দটির মূল কাঠামো ভেংগে যাবে এবং শব্দটি অর্থহীন হয়ে পড়বে। কেননা এই পাঁচ হরফের প্রতিটি হরফ শব্দের মূল কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। আরবী ভাষায় অতি অল্প সংখ্যক ইসম রয়েছে যেগুলোর মূল হরফ পাঁচটি , কিন্তু মূল পাঁচ হরফের কোন ফেয়েল নেই ।

উপরের আলোচনার খোলাসা হলো—

## মূলকথা

১। শব্দের মূল কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হরফকে اَلْحَرْفُ الأَصْلِيُّ বলে ।

২। আরবী ভাষার অধিকাংশ ইসম ও ফেয়েলের মূল হরফ তিনটি। এগুলোকে ثُلاثِي (বা ত্রিমূল) বলে।

৩। কিছু সংখ্যক ইসম ও ফেয়েলের মূল হরফ চারটি। এগুলোকে رُبَاعِي (বা চতুর্মূল) বলে।

৪। অতি অল্প সংখ্যক ইসমের মূল হরফ পাঁচটি এগুলোকে خُمَاسِي (বা পঞ্চমূল) বলে। কিন্তু خُماسِي কোন ফেয়েল নেই।

# اَلْحُرُوفُ الزَّائِدَةُ

## অতিরিক্ত হরফ

عَلَّمَ - تَعَلَّمَ - اِسْتَعْلَمَ এই তিনটি ফেয়েল দেখো; প্রথম ফেয়েলের হরফ-সংখ্যা চারটি, দ্বিতীয় ফেয়েলের হরফ-সংখ্যা পাঁচটি এবং তৃতীয় ফেয়েলের হরফ-সংখ্যা ছয়টি । কিন্তু ফেয়েল গুলোর মূল হরফ তিনটি । অর্থাৎ ع - ل - م কেননা এই তিনটি হরফের কোন একটি হরফ যদি তুমি বাদ দাও তাহলে শব্দটির মূল কাঠামো ভেংগে যাবে এবং শব্দটি অর্থহীন হয়ে পড়বে।

অথচ প্রথম ফেয়েলের একটি ل এবং দ্বিতীয় ফেয়েলের একটি ت ও একটি ل এবং তৃতীয় ফেয়েলের ا س ت । এই হরফগুলো বাদ দিলে তাতে ফেয়েলের মূল কাঠামো ভেংগে পড়ে না, বরং তিন হরফ দ্বারাই ফেয়েলের মূল অস্তিত্ব বজায় থাকে।

তাহলে বোঝা গেলো ; এই ফেয়েলগুলোর মূল হরফ তিনটি , তবে প্রতিটি ফেয়েলের সাথে এক বা একাধিক অতিরিক্ত হরফ রয়েছে ।

এবার اِفْرَنْقَعَ ও تَدَحْرَجَ ফেয়েল দু'টি লক্ষ করো ; প্রথম ফেয়েলের হরফ-সংখ্যা পাঁচটি এবং দ্বিতীয় ফেয়েলের হরফ-সংখ্যা ছয়টি , কিন্তু উভয় ফেয়েলের মূল হরফ চারটি । অর্থাৎ (ف - ر - ق - ع ও د - ح - ر - ج) কেননা এই চার হরফের কোন একটি হরফ বাদ দিলে ফেয়েলের মূল

কাঠামো ভেংগে যায় এবং তা অর্থহীন হয়ে পড়ে ।

অথচ প্রথম ফেয়েলের ( ت ) এবং দ্বিতীয় ফেয়েলের ( أ ও ن ) বাদ দিলেও ফেয়েলের মূল কাঠামো ভেংগে যায় না বরং চার হরফ দ্বারাই ফেয়েলের মূল অস্তিত্ব বজায় থাকে ।

তাহলে বোঝা গেলো , উপরোক্ত ফেয়েলদু'টির মূল হরফ চারটি, তবে সাথে অতিরিক্ত হরফ রয়েছে । শুধু মূল হরফ দ্বারা গঠিত শব্দগুলোকে مُجَرَّد বলে। আর মূল হরফের সাথে অতিরিক্ত হরফ যুক্ত হলে তাকে مَزِيدٌ فِيه বলে।

## মূলকথা

১। শব্দের মূল হরফগুলোকে الحُرُوفُ الأَصْلِيَّةُ বলে। একটিকে الحَرْفُ الأَصْلِيُّ বলে এবং মূলের অতিরিক্ত হরফগুলোকে الحُرُوفُ الزَّائِدَةُ বলে।

২। শব্দের মূল হরফ তিনটি হলে ثُلاثي (বা ত্রিমূল) চারটি হলে رُباعي (বা চতুর্মূল) এবং পাঁচটি হলে خُماسي (বা পঞ্চমূল) বলে । তবে ফেয়েল শুধু ثلاثي ও رباعي হয় , خماسي হয় না ।

৩। শুধু মূল হরফ দ্বারা গঠিত শব্দকে مجرد (মুক্তমূল) বলে । মুজাররাদ দুই প্রকার–

ثُلاثِي مُجَرَّد (মুক্ত ত্রিমূল) – رُباعِي مُجَرَّد (মুক্ত চতুর্মূল)

৪। মূল হরফের সংগে অতিরিক্ত হরফ যোগ করে গঠিত শব্দকে مَزِيد فيه (যুক্ত মূল) বলে। মাযীদ ফীহ দুই প্রকার–

ثُلاثِى مَزِيد (যুক্ত ত্রিমূল) – رُباعِي مَزِيد (যুক্ত চতুর্মূল)

## অনুশীলনী

১। নীচের বাক্যগুলোতে কোন ফেয়েলের মূল হরফ কয়টি ও কি কি বলো এবং ছুলাছী ও রুবাঈ গুলো পৃথক করো ।

آلانَ حَصْحَصَ لِيَ الحَقُّ - دَحْرَجَ اللاَّعِبُ الكُرَةَ إلىٰ الأَمامِ - تَدَحْرَجَتِ الكُرَةُ إلىٰ الامامِ - يَعْتَذِرُونَ إلَيْكُم إذا رَجَعْتُم إِلَيْهِمْ - اِسْتَغْفِروا رَبَّكُمْ إنَّه كانَ غَفَّارًا

২। নীচের مجرد ও مزيد ফেয়েল ও ইসমগুলো পৃথক করো ।

وَ ما اللّٰهُ بِظَلّامٍ لِلْعِبادِ - بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكارِمَ الأَخلاقِ - إنَّ المُبَذِّرِينَ كانوا إخوانَ الشَّيطِينِ - لا تُبَعْثِرْ أَثاثَ البَيْتِ هُنا وَ هُناكَ -

৩। নীচের মুজাররাদগুলোকে مَزيد فيه এ রূপান্তরিত করো ।

يَعْمَلُ - ما خَرَجُوا - جَلَسْتُمْ - قَامَ - لَبِسْتُ - صَدَقْتَ - قَتَلُوا -

৪। নীচের ফেয়েলগুলোকে مجرد এ রূপান্তরিত করো ।

تَعَلَّمُوا - أَدْخَلَ - تَبَعْثَرَ - يَقْتَرِبُونَ - سَلَّمْتُ -

## প্রশ্নমালা

১। কোন কালিমাকে ثلاثي বা رباعي বলে?

২। কালিমার মূল হরফ কয়টি হলে তাকে ثلاثي বা رباعي বলে ?

৩। কালিমার মূল হরফ তিনটি হলে তাকে কি বলে এবং চারটি হলে তাকে কি বলে ?

৪। ثلاثي ও رباعي এবং خماسي এর মাঝে পার্থক্য কি?

৫। ফেয়েল ও ইসম উভয়টি কি ثلاثي ও رباعي হতে পারে ?

৬। ফেয়েল ও ইসম উভয়টি কি خماسي হতে পারে ?

৭। الاحرف الاصليه কাকে বলে?

৮। যে সকল হরফ কালিমার মূল কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত সেই হরফগুলোকে কি বলে ?

১০। যে সকল হরফ শব্দের মূল কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত নয় সেই হরফগুলোকে কি বলে ?

৯। الحروف الزائدة কাকে বলে ?

১১। কালিমার মূল হরফ ও অতিরিক্ত হরফ গুলো বোঝার উপায় কি ?

১২। اِسْتَطْعَمَ ফেয়েলটি থেকে ( ا - س - ت ) এই তিনটি হরফ বাদ দিলে কি শব্দের মূল কাঠামো অক্ষুণ্ন থাকে ?

১৩। اِسْتَطْعَمَ ফেয়েলটি থেকে ( ط - ع - م ) এই তিনটি হরফের কোন একটি বাদ দিলে কি শব্দের মূল কাঠামো অক্ষুণ্ন থাকে ?

১৪। উপরের ফেয়েলটিতে ( ا - س - ت ) এই হরফগুলো الحروف الاصليه নয় বরং الاحرف الزائدة তা কিভাবে বুঝলে?

১৫। উপরের ফেয়েলটিতে ( ط - ع - م ) এই হরফগুলো الحروف الاصلية তা কিভাবে বুঝলে ?

১৬। উপরের ফেয়েলটিতে ( ط - ع - م ) এই হরফগুলো মূল এবং ( ا - س - ت ) এই হরফগুলো অতিরিক্ত তা প্রমাণ করো ।

১৭। مزيد ও مجرد কাকে বলে?

১৮। শুধু মূল হরফ দ্বারা গঠিত শব্দকে কি বলে?

১৯। মূল হরফের সংগে অতিরিক্ত হরফ যোগ করে গঠিত শব্দকে কি বলে?

২০। কোন শব্দে মূল হরফের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সংখ্যা ক'টি ?

২১। ইসমের মূল হরফের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সংখ্যা ক'টি ?

২২। ফেয়েলের মূল হরফের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সংখ্যা ক'টি ?

২৩। শব্দের অতিরিক্ত হরফের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সংখ্যা ক'টি ?

২৪। رباعي ও ثلاثي - শব্দের এ বিভাজন কোন হিসাবে ?

২৫। মূল হরফের সংখ্যার দিক থেকে ফেয়েল কত প্রকার ?

২৬। مزيد ও مجرد - ফেয়েলের এই বিভাজন কোন হিসাবে ?

২৭। মূল হরফের সংগে অতিরিক্ত হরফ থাকা না থাকার দিক থেকে ফেয়েল কত প্রকার ?

২৮। مزيد ও مجرد কত প্রকার ?

# المِيـزانُ الصَّرْفِيُّ

## শব্দ-পরিমাপক

ছারফ শাস্ত্রের পরিভাষায় ميزان শব্দটি খুবই পরিচিত শব্দ। এবার তোমাকে আমরা ميـزان এর পরিচয় বলছি।

শব্দের মূল হরফ ও অতিরিক্ত হরফের কথা তুমি পড়েছো এবং শব্দের মূল হরফ ও অতিরিক্ত হরফ বোঝায় একটা উপায় তুমি জেনেছো, অর্থাৎ যে হরফ বাদ দিলে শব্দের মূল কাঠামো ভেংগে গিয়ে শব্দটি অর্থহীন হয়ে পড়ে সেই হরফটি হলো মূল হরফ। আর যে হরফটি বাদ দিলে শব্দটির মূল কাঠামো ভেংগে পড়ে না বরং শব্দটির মূল অস্তিত্ব বজায় থাকে ঐ হরফটি হলো অতিরিক্ত হরফ। কিন্তু এভাবে শব্দের মূল হরফ ও অতিরিক্ত হরফ চিহ্নিত করা বেশ কঠিন।

ছারফশাস্ত্রের বিশারদগণ শব্দের মূল হরফ অতিরিক্ত হরফ বোঝার একটা সহজ উপায় বের করেছেন। অর্থাৎ ( ف–ع – ل ) এই তিনটি হরফ দ্বারা কিংবা সাথে আরো কিছু হরফ যোগ করে তারা কতগুলো মাপ তৈরী করেছেন। যেমন فَعَلَ - اِفْتَعَلَ - فَاعِلٌ - مَفْعُولٌ - تَفَاعَلَ - فُعُولٌ ইত্যাদি।

এগুলোকে ميـزان (বা শব্দ-মাপ) বলে। ميـزان এর মূল হরফ হলো – ف ) ( ع – ل তবে কোন কোন মীযানে ( ف – ع – ل ) ছাড়া আরো কিছু হরফ যুক্ত হয়। যেমন–اِفْتَعَلَ

এখন তুমি যে কোন একটি শব্দ নাও এবং খুঁজে দেখো, কোন ميـزان এর সংগে শব্দটি খাপ খায়। যার সাথে শব্দটি খাপ খাবে সেটাই হলো শব্দটির ميـزان আর শব্দটিকে বলা হয় موزون (বা পরিমাপিত) –

যেমন نَصَرَ শব্দটি فَعَلَ এর সাথে খাপ খায়, সুতরাং فَعَلَ হলো نَصَرَ এর ميزان আর نَصَرَ হলো موزون

তদ্রূপ نَاصِرٌ শব্দটি فَاعِلٌ এর সাথে খাপ খায়, সুতরাং فَاعِلٌ হলো نَاصِرٌ এর ميـزان আর نَاصِرٌ হলো موزون

তদ্রূপ اِسْتَنْصَرَ শব্দটি اِسْتَفْعَلَ এর সাথে খাপ খায় , সুতরাং اِسْتَفْعَلَ হলো اِسْتَنْصَرَ এর ميزان আর اِسْتَنْصَرَ হলো موزون ।

আশা করি ميزان ও موزون এর বিষয়টি তুমি বুঝতে পেরেছো। আচ্ছা বলো দেখি, اِغْتَسَلَ এর ميزان কী? এবং مُفَاعِلٌ ও مُجَاهِدٌ এর কোনটি ميزان এবং কোনটি موزون ?

এবার শোন আরেকটি জরুরী কথা, موزون এর যে হরফগুলো ميزان এর ( ف - ع - ل ) এর বরাবরে হবে সেগুলো মূল হরফ । আর যে হরফগুলো ( ف - ع - ل )এর বাইরে হবে সেগুলো অতিরিক্ত হরফ। যেমন–

نَـــصَــرَ

فَـــعَــلَ

এখানে ( ن - ص - ر ) এই তিনটি হরফ ( ف - ع - ل ) এর বরাবরে এসেছে। সুতরাং ( ن - ص - ر ) হলো মূল হরফ। এখানে অতিরিক্ত কোন হরফ নেই। আবার দেখো,

| | | |
|---|---|---|
| نَـــاصِـــرٌ | اِنْــتَــصَــرَ | اِسْــتَــنْــصَــرَ |
| فَـــاعِـــلٌ | اِفْــتَــعَــلَ | اِسْــتَــفْــعَــلَ |

উপরের তিনটি উদাহরণে ( ن - ص - ر ) এই হরফগুলো ميزان এর (ف-ع- ل) এর বরাবরে এসেছে সুতরাং এগুলো মূল হরফ। কিন্তু ناصر এর الف এবং انتصر এর الف ও نون এবং استنصر এর الف - سين - تاء এই হরফগুলো ميزان এর ( ف - ع - ل ) এর বাইরে এসেছে। সুতরাং এগুলো অতিরিক্ত হরফ।

موزون এর প্রথম হরফটি ميزان এর ( ف ) এর বরাবরে এসেছে , সেজন্য প্রথম হরফটিকে ফা-কালিমা বলে। তদ্রূপ দ্বিতীয় হরফটি ع এর বরাবরে এসেছে, এজন্য দ্বিতীয় হরফটিকে আইন-কালিমা বলে। আর তৃতীয় হরফটি ل এর বরাবরে এসেছে , এজন্য তৃতীয় হরফটিকে লাম-কালিমা বলে।

আরেকটি কথা শোনো, যেহেতু অধিকাংশ আরবী শব্দ ثلاثي (বা ত্রিমূল)

সেহেতু ميزان তৈরী হয়েছে ( ف - ع - ل ) এই মূল তিন হরফ দ্বারা। কিন্তু যে সকল শব্দের মূল হরফ চার বা পাঁচ সেই رباعي ও خماسي শব্দগুলোর ميزان কেমন হবে ?

উত্তর খুবই সোজা . অর্থাৎ ميزان এর ل কে একবার বা দুই বার পুনঃউচ্চারণ করলেই رباعي বা خماسي এর ميزان হয়ে যাবে। যেমন, بَعْثَرَ এর ميزان হলো فَعْلَلَ তদ্রূপ جَحْمَرِشُ এর ميزان হলো فَعْلَلِلُ

## মূলকথা

১। শব্দের মূল হরফ ও অতিরিক্ত হরফ নির্ধারণের জন্য তৈরীকৃত শব্দ-মাপকে ميزان বলে। এবং ميزان দ্বারা পরিমাপকৃত শব্দকে موزون বলে।

২। ميزان এর মূল হরফ হলো ( ف - ع - ل ) তবে অধিকাংশ ميزانএর ক্ষেত্রে ( ف - ع - ل ) এর সংগে এক বা একাধিক অতিরিক্ত হরফ যুক্ত হয়।

৩। موزون এর যে হরফগুলো ميزان এর ( ف - ع - ل )এর বরাবরে হবে সেগুলো মূল হরফ আর (ف - ع - ل) এর বাইরের হরফগুলো হলো অতিরিক্ত হরফ।

৪। ميزان এর ( ف - ع - ل ) এর বরাবরে موزون এর যে হরফগুলো হবে সেগুলোকে যথাক্রমে ফা-কালিমা, আইন-কলিমা ও লাম-কলিমা বলে।

৫। رباعي শব্দের ক্ষেত্রে ميزان এ একটি ل এবং خماسي শব্দের ক্ষেত্রে ميزان এ দু'টি ل বর্ধিত করা হয়।

## অনুশীলনী

১। নীচের ميزان গুলোর অতিরিক্ত হরফ চিহ্নিত করো।

اَفْعَلَ - مَفْعَلٌ - مَفَاعِيْلُ - فُعُوْلٌ - مُسْتَفْعِلٌ - تَفَعْلَلَ - اِفْعِنْلَالٌ

تَفَاعَلَ - مَفْعُوْلٌ - فَعْلٌ - اِنْفَعَلَ - فِعَالَةٌ - مُتَفَعِّلٌ

২। ( ক ) এর প্রতিটি موزون এর জন্য ( খ ) থেকে সঠিক ميزان নির্ধারণ করো।

( ক ) - بَيْضَاءُ - اَحْمَرُ - تَعَلَّمَ - حِكْمَةٌ - قُدْرَةٌ - تَرْبِيَةٌ - مُجَاهِدٌ
تَدَحْرَجَ - بَعْثَرَ - تَبَعْثَرَ - غُرُوْبٌ - مُتَعَلِّمٌ - خِيَاطَةٌ

( খ ) - فِعْلَةٌ - مُفَاعِلٌ - تَفْعِلَةٌ - فُعْلَةٌ - فُعُولٌ - تَفَعْلَلَ - تَفَعَّلَ
فَعْلَلَ فَعْلَاءُ - مُتَفَعِّلٌ - فِعَالَةٌ - اَفْعَلُ

৩। নীচের موزونগুলোর ميزان নির্ধারণ করো। অতঃপর موزون এর মূল হরফ ও অতিরিক্ত হরফ চিহ্নিত করো।

اِسْتَغْفَرَ - مَفَاتِيْحُ - مِصْبَاحٌ - عَلَّمَ - اِخْشَوْشَنَ - اِقْشَعَرَّ - اِنْكَسَرَ - بُكَاءٌ
اِطَّهَّرَ - اِدْهِيْمَامٌ - مُتَوَاضِعٌ - اِحْمِرَارٌ

৫। প্রতিটি ميزان এর তিনটি করে موزون উল্লেখ করো এবং মূল হরফ ও অতিরিক্ত হরফ নির্ধারণ করো।

اِنْفَعَلَ - مَفَاعِيْلُ - تَفَعَّلَ - يَسْتَفْعِلُوْنَ - فُعُوْلٌ

## প্রশ্নমালা

১। ميزان কাকে বলে ?

২। ميزان এর পরিচয় বলো।

৩। শব্দের মূল হরফ ও অতিরিক্ত হরফ বোঝার জন্য যে মাপ তৈরী করা হয়েছে তাকে কি বলে ?

৪। ميزان এর উদ্দেশ্য কি ?

৫। ميزان কেন তৈরী করা হয়েছে ?

৬। موزون কাকে বলে ?

৭। ميزان দ্বারা যে শব্দ পরিমাপ করা হয় সে শব্দকে কি বলে ?

৮। ميزان এর মূল হরফ কয়টি ও কি কি ?

৯। موزون এর মূল হরফ কোনগুলো এবং অতিরিক্ত হরফ কোনগুলো ?

১০। শব্দের মূল হরফ ও অতিরিক্ত হরফ বোঝার উপায় কি ?

১১। تَصَدَّقَ এখানে মূল হরফগুলো কি কি ?

১২। ميزان এর মূল হরফ তিনটি কেন রাখা হয়েছে ?

১৩। সাধারণতঃ আরবী শব্দের মূল হরফ কয়টি ?

১৪। موزون যদি رباعي হয় তাহলে ميزان কেমন হবে ?

১৫। موزون যদি خماسي হয় তাহলে ميزان কেমন হবে ?

১৬। কখন ميزان এ একটি ل এবং কখন দু'টি ل বাড়ানো হয় ?

১৭। تَفَعْلَلَ এই ميزان এর মূল হরফ কয়টি ও কি কি ?

১৮। فَعْلَلَ এই ميزان এর মূল হরফ কয়টি ও কি কি ?

১৯। ফা-কালিমা, আইন-কালিমা ও লাম-কালিমা কাকে বলে ?

২০। ميزان এর ف কিংবা ع কিংবা ل এর বরাবরে موزون এর যে হরফটি বসে তাকে কি বলে ?

২১। رِضْوَانٌ শব্দের কোন হরফটি ميزان এর ل এর বরাবরে রয়েছে ?

২২। مَجْلِسٌ শব্দের কোন হরফটি ميزان এর ف এর বরাবরে রয়েছে ?

২৩। سَمَّاعَةٌ শব্দের কোন হরফটি ميزان এর ع এর বরাবরে রয়েছে ?

শোন হে ভাই! ছয়টি গুণ ছাড়া কিছুতেই তুমি ইলম হাছিল করতে পারবে না। মেধা, আগ্রহ, সাধনা, (অল্প রিযিকে) সন্তুষ্টি, উস্তাদের সোহবত এবং সুদীর্ঘ সময় ব্যয়।

– ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)

# كيفَ يُعْرَفُ المُجَرَّدُ وَ المَزِيدُ فِيه

## মুক্তমূল ও যুক্তমূল চেনার উপায়

ইতিপূর্বে তুমি مجرد ও مزيد এর পরিচয় জেনেছো, مجرد (বা মুক্তমূল) শব্দে শুধু মূল হরফ থাকে , অতিরিক্ত কোন হরফ থাকে না। আর مزيد فيه (বা যুক্তমূল) শব্দে মূল হরফের সংগে অতিরিক্ত এক বা একাধিক হরফ যুক্ত হয়।

তবে মনে রাখতে হবে যে, مجرد ও مزيد নির্ধারণের মাপকাঠি হলো فعل এর مَاضِيْ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ টি। অর্থাৎ এই ফেয়েলটিতে অতিরিক্ত হরফ না থাকলে তাকে مجرد বলা হবে। এই ফেয়েল থেকে তৈরী অন্যান্য ماضي ، مضارع ، أمر، اسمُ الفاعِلْ ، اسمُ المَفْعُولْ ، ইত্যাদিতে যদি মূল হরফের সংগে অতিরিক্ত হরফ যুক্ত হয় তবু সেগুলো مجرد হবে, مزيد হবে না। সুতরাং فَتَحَ - فَتَحْتُمْ - يَفْتَحُونَ - فَاتِحٌ - مَفْتُوحٌ - مَفَاتِيْحُ ইত্যাদি সব ইসম ও ফেয়েল ثلاثي مجرد রূপে গণ্য হবে। কেননা প্রথম ফেয়েল فتح তে তিনটি মূল হরফের সংগে অতিরিক্ত কোন হরফ নেই।

তদ্রূপ بَعْثَرَ- يُبَعْثِرُ - مُبَعْثِرٌ এগুলো সব رباعي مجرد কেননা মূল ফেয়েল بَعْثَرَ তে চারটি মূল হরফের সংগে অতিরিক্ত কোন হরফ নেই।

পক্ষান্তরে اِفْتَتَحَ ও تَبَعْثَرَ ফেয়েল দু'টি যথাক্রমে ثلاثي ও رباعي মাযীদ ফীহি। কেননা এখানে مَاضِيْ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ এর ফেয়েলটিতে মূল হরফের সংগে অতিরিক্ত হরফ যুক্ত হয়েছে।

# سِلْسِلَةُ الأَفْعَالِ

## ক্রিয়ামালা

একথা তুমি আগেই পড়েছো যে, فعل তিন প্রকার ماضي- مضارع - أمر

এই তিনের প্রতিটি আবার দুই প্রকার معروف (কর্তৃবাচক ক্রিয়া) ও مجهول (কর্মবাচক ক্রিয়া) তাহলে ফেয়েল মোট ছয় প্রকার হলো। যথা–

مَـاضِيْ مَعْرُوْف । ১ — مَـاضِيْ مَجْهُولْ । ২

مُضَـارِعْ مَعْرُوْف । ৩ — مُضَـارِعْ مَجْهُولْ । 8

أمرِ مَعروفْ । 8 — أمرِ مَجهولْ । ৬

আর প্রত্যেক প্রকার ফেয়েলের মোট পনেরটি صيغه বা শব্দরূপ হয়ে থাকে। وَاحِدْ (বা একবচন) এর পাঁচটি, যথা –

وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَـائِبْ । ১ — وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَـائِبْ । ২ — وَاحِدْ مُذَكَّرْحَاضِرْ । ৩

وَاحِدْ مُؤَنَّثْ حَاضِرْ । 8 — وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ ( مُذَكَّرْ وَ مُؤَنَّثْ ) । ৫

جَمَعْ (বা বহুবচন) এর পাঁচটি , যথা –

جَمَعْ مُذَكَّرْ غَـائِبْ । ১ — جَمَعْ مؤنثْ غائِبْ । ২ — جمَعْ مذكرْ حاضِرْ । ৩

جمَعْ مؤنثْ حاضِرْ । 8 — جَمَع مُتكَلِّمْ ( مذكَّرْ و مؤَنَّثْ ) । ৫

تَثْنِيَه (বা দ্বিবচনের ) পাঁচটি , যথা –

تَثْنِيَه مُذَكَّرْ غائِبْ । ১ — تثنِيَه مؤَنَّثْ غائِبْ । ২ — تثنيه مذكر حاضر । ৩

تَثنِيه مؤنثْ حاضِرْ । 8 — تثنيه متكلم ( مذكر و مؤنث ) । ৫

এই পনেরটি ফেয়েলের একত্রিত নকশাকে سلسلة الافعال (ক্রিয়ামালা) বলে। এখানে আমরা ছয় প্রকার ফেয়েলের নকশা বা সিলসিলা পেশ করছি। প্রতিটি সিলসিলায় পনেরটি صيغه বা শব্দরূপ থাকবে। এই নকশা ও সিলসিলা সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ করে নাও।

আরেকটা কথা এই যে, আমরা এখানে শুধু ميزان এর সিলসিলা পেশ করবো। সেটার উপর ভিত্তি করে তুমি বিভিন্ন موزون এর সিলসিলা তৈরী করতে পারবে।

আশা করি বিষয়টি তোমার জন্য কঠিন হবে না। কেননা الطـريق إلى العربيه কিতাবে এই নকশা ও সিলসিলা তুমি মোটামুটি মুখস্থ করে এসেছো।

## ماضي مثبت معروف

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| فَعَلَ / فَعَلَتْ | সে করেছে বা করল। | واحد | مذكر / مؤنث | غائب |
| فَعَلْتَ / فَعَلْتِ | তুমি করেছ বা করলে। | واحد | مذكر / مؤنث | حاضر |
| فَعَلْتُ | আমি করেছি বা করলাম | واحد | مذكر / مؤنث | متكلم |
| فَعَلُوا / فَعَلْنَ | তারা (সকলে) করেছে বা করল। | جمع | مذكر / مؤنث | غائب |
| فَعَلْتُمْ / فَعَلْتُنَّ | তোমরা (সকলে) করেছ বা করলে। | جمع | مذكر / مؤنث | حاضر |
| فَعَلْنَا | আমরা (সকলে) করেছি বা করলাম | جمع | مذكر / مؤنث | متكلم |
| فَعَلاَ / فَعَلَتَا | তারা (দু'জন) করেছে বা করল। | تثنية | مذكر / مؤنث | غائب |
| فَعَلْتُمَا / فَعَلْتُمَا | তোমরা (দু'জন) করেছ বা করলে। | تثنية | مذكر / مؤنث | حاضر |
| فَعَلْنَا | আমরা (দু'জন) করেছি বা করলাম | تثنية | مذكر / مؤنث | متكلم |

# ما هو أصل الفعل ؟

## ফেয়েলের মূল কি ?

ছারফশাস্ত্রের বিশারদগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, مصدر হলো সকল ফেয়েলের মূল। অর্থাৎ مصدر থেকেই فعل তৈরী হয়েছে। তবে প্রতিটি مصدر থেকে একটিমাত্র فعل তৈরী করা হয়েছে। আর সেটা হলো ماضي معروف এর واحد مذكر غائب এর صيغه অর্থাৎ - فَعَلَ - اَفْعَلَ - فَعَّلَ - تَفَعَّلَ - اِفْتَعَلَ - اِسْتَفْعَلَ - فَاعَلَ - اِنْفَعَلَ - فَعْلَلَ - تَفَعْلَلَ ইত্যাদি।

এই একটি মাত্র ফেয়েলের শেষে فاعل এর লিংগ, বচন ও পুরুষের বিভিন্ন আলামত যোগ করে ফেয়েলের মোট পনেরটি صيغة বা শব্দরূপ তৈরী করা হয়েছে।

মোটকথা مصدر থেকে তৈরী فعل মূলত একটি, কিন্তু ফায়েলের লিংগ, বচন ও পুরুষ হচ্ছে বিভিন্ন, যার করণে ফেয়েলের মোট পনেরটি صيغة বা শব্দরূপ হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ فَعَلَتْ সম্পর্কে চিন্তা করো; এখানে মূল ফেয়েল হচ্ছে فعل তার শেষে تْ সাকিন যোগ করা হয়েছে। এটা ফায়েলের واحد مؤنث غائب (এক বচন, স্ত্রীলিংগ ও নামপুরুষ) হওয়ার আলামত।

তদ্রূপ فَعَلْتَ এখানে মূল ফেয়েল হলো فَعَل । শেষ হরফটিকে সাকিন করে تَ মাফতূহ যোগ করা হয়েছে। এটা ফায়েলের واحد مذكر حاضر (একবচন, পুংলিংগ ও মধ্যম পুরুষ) হওয়ার আলামত।

তদ্রূপ فَعَلُوا ও فَعَلْنَ এই صيغة দুটি দেখো; মূল ফেয়েল হচ্ছে فعل তার শেষে ফায়েলের লিংগ, বচন ও পুরুষের আলামত রূপে و এবং ن যোগ করা হয়েছে। এ দুটি যথাক্রমে ফায়েলের جمع مذكر غائب এবং جمع مؤنث غائب হওয়ার আলামত। অন্যান্য ছীগাগুলো সম্পর্কেও একই কথা।

এভাবে ماضي معروف واحد مذكر কেও مضارع এবং ماضي مجهول أمر غائب ( অর্থাৎ فعل ) এর মাঝে পরিবর্তন ঘটিয়ে তৈরী করা হয়েছে। আর

কে তৈরী করা হয়েছে مضارع এর মাঝে পরিবর্তন ঘটিয়ে । مضارع مجهول তৈরী করা হয়েছে مضارع معروف এর মাঝে পরিবর্তন ঘটিয়ে। তাহলে খোলাসা কথা এই দাঁড়ালো যে, مصدر থেকে ماضي معروف واحد مذكر غائب – এই একটিমাত্র فعل তৈরী হয়েছে। অতঃপর তার মাঝে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটিয়ে ماضي مجهول ও مضارع معروف এর প্রথম فعل টি তৈরী করা হয়েছে। অতঃপর সেগুলোর শেষে فاعل এর বিভিন্ন আলামত যুক্ত করে অন্যান্য صيغة তৈরী করা হয়েছে। তদ্রূপ আমরের বিভিন্ন ছীগাহ তৈরী করা হয়েছে মোযারের বিভিন্ন ছীগাহ থেকে।

## মূলকথা

১। ফেয়েল মোট তিন প্রকার। ماضي - مضارع - أمر

প্রতিটি আবার দুই প্রকার। যথা –

১। ماضي معروف ২। ماضي مجهول ৩। مضارع معروف

৪। مضارع مجهول ৫। أمر معروف ৬। أمر مجهول

২। ফেয়েলের মূল হলো মাছদার , আর মূল ফেয়েল মাত্র একটি, অর্থাৎ ماضي معروف واحد مذكر غائب । অতঃপর তার মাঝে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটিয়ে مضارع معروف ও ماضي مجهول তৈরী করা হয়। আবার مضارع معروف থেকে مضارع مجهول তৈরী করা হয় এবং مضارع থেকে أمر তৈরী করা হয়।

## প্রশ্নমালা

১। তিন প্রকার ফেয়েল কি কি ?

২। ফেয়েলের এই তিন প্রকার কোন হিসাবে ?

৩। কাল হিসাবে ফেয়েল কত প্রকার ও কি কি ?

৪। فاعل এর উল্লেখ অনুল্লেখ হিসাবে فعل কত প্রকার ও কি কি ?

৫। معروف ও مجهول কাকে বলে এবং ফেয়েলের এই প্রকার কোন হিসাবে?

৬। কাল ও কর্তা হিসাবে فعل গুলোর নাম বলো।

৭। সমস্ত ফেয়েলের মূল কি ?

৮। مصدر থেকে কয়টি فعل তৈরী করা হয় ?

৯। أمر - مضارع - ماضي এই তিন প্রকার ফেয়েলের কোনটি مصدر থেকে তৈরী করা হয় ?

১০। ماضي معروف ও ماضي مجهول এর কোনটি مصدر থেকে তৈরী করা হয় ?

১১। ماضي معروف এর পনেরটি صيغه এর কোনটি مصدر থেকে তৈরী করা হয়।

১২। ماضي معروف এর অন্যান্য صيغه কিভাবে তৈরী করা হয় ?

১৩। ماضي معروف واحد مذكر এর শেষে কি যোগ করে ماضي معروف এর অন্যান্য صيغه তৈরী করা হয় ?

১৪। ماضي معروف واحد مذكر غائب এর শেষে فاعل এর বিভিন্ন আলামত কেন যোগ করা হয়?

১৫। ماضي مجهول واحد مذكر غائب কোথেকে তৈরী করা হয় ?

১৬। مضارع معروف কোথেকে তৈরী করা হয় ?

১৭। مضارع مجهول কোথেকে তৈরী করা হয় ?

১৮। أمر কোথেকে তৈরী করা হয় ?

তুমি যদি ইলমের জন্য তোমার সর্বস্ব দান করো তাহলে ইলম তোমাকে সামান্য কিছু দান করবে। আর ইলম বড় গায়রতওয়ালা, তাই ইলম কারো দুয়ারে আসে না, বরং ইলমের দুয়ারে সবাইকে আসতে হয়।

– ইমাম মালিক (রহঃ)

# عَلاَمَاتُ الفَاعِلِ فِي صِيَغِ المَاضِي

## মাযীর বিভিন্ন ছীগায় ফায়েলের আলামত

একথা তুমি জেনে এসেছো যে,.واحد مذكر غائب ماضي معروف এর শেষে فاعل এর লিংগ, বচন ও পুরুষের বিভিন্ন আলামত যুক্ত হয় এবং এভাবে ماضي معروف এর মোট পনেরটি صيغه তৈরী হয়। এখন আমরা এখানে সেই আলামতগুলো তোমার সামনে তুলে ধরবো।

| | |
|---|---|
| فَعَلَ (واحد مذكر غائب) | এই ফেয়েলের মাঝে বিদ্যমান هو যমীর হলো فاعل – এখানের ফায়েলের লিংগ, বচন ও পুরুষের কোন আলামত নেই। |
| فَعَلَتْ (واحد مؤنث غائب) | ت সাকিন হলো ফায়েল مؤنث হওয়ার আলামত। এই ফেয়েলের মাঝে বিদ্যমান هي যমীর হলো فاعل |
| فَعَلْتَ (واحد مذكر حاضر) | লামকে সাকিন করে মাফতূহ ت যোগ করা হয়েছে। এটা فاعل এর যামীর এবং ফায়েল واحد مذكر حاضر হওয়ার আলামত। |
| فَعَلْتِ (واحد مؤنث حاضر) | লামকে সাকিন করে মাকসূর ت যোগ করা হয়েছে। এটা فاعل এর যামীর এবং ফায়েল واحد مذكر حاضر হওয়ার আলামত। |
| فَعَلْتُ (واحد متكلم) | লামকে সাকিন করে মাযমূম তা যোগ করা হয়েছে। এটা فاعل এর যামীর |

এবং ফায়েল واحد متكلم হওয়ার আলামত।

فَعَلُوْا (جمع مذكر غائب) লামকে মাযমূম করে ওয়াও যোগ করা হয়েছে। এটা فاعل এর যামীর এবং ফায়েল جمع مذكر غائب হওয়ার আলামত।

فَعَلْنَ (جمع مؤنث غائب) লামকে সাকিন করে মাফতূহ নূন যোগ করা হয়েছে। এটা فاعل এর যামীর এবং ফায়েল جمع مؤنث غائب হওয়ার আলামত।

فَعَلْتُمْ (جمع مذكر حاضر) লামকে সাকিন করে تم যোগ করা হয়েছে। এটা فاعل এর যামীর এবং ফায়েল جمع مذكرحاضر হওয়ার আলামত।

فَعَلْتُنَّ (جمع مؤنث حاضر) লামকে সাকিন করে تن যোগ করা হয়েছে। এটা فاعل এর যামীর এবং ফায়েল جمع مؤنث حاضر হওয়ার আলামত।

فَعَلْنَا (جمع متكلم) লামকে সাকিন করে نا যোগ করা হয়েছে। এটা فاعل এর যামীর এবং ফায়েল جمع متكلم হওয়ার আলামত।

فَعَلَا (تثنية مذكر غائب) লামকে মাফতূহ করে আলিফ যোগ করা হয়েছে। এটা فاعل এর যামীর এবং ফায়েল تثنيه مذكر غائب হওয়ার

আলামত।

فَعَلَتَا (تثنية مؤنث غائب) লামকে মাফতূহ্ করে تَا যোগ করা হয়েছে। এটা فاعل এর যামীর এবং ফায়েল تثنية مؤنث غائب হওয়ার আলামত।

فَعَلْتُمَا (تثنية مذكر و مؤنث حاضر) লামকে সাকিন করে تما যোগ করা হয়েছে। এটা فاعل এর যামীর এবং ফায়েল تثنيه مذكر و مؤنث حاضر হওয়ার আলামত্। (সুতরাং تما হচ্ছে দু'টি ছীগার আলামত।)

فَعَلْنَا (تثنية متكلم) লামকে সাকিন করে نا যোগ করা হয়েছে। এটা فاعل এর যামীর এবং
فاعل তাসনিয়া মুতাকাল্লিম হওয়ার আলামত।

## অনুশীলনী

১। অতি দ্রুত বলে যাও।

## নমুনা

فَعَلَ (সে করেছে বা করল।) ফায়েলের লিংগ, বচন ও পুরুষের কোন আলামত নেই। ফেয়েলের মাঝে বিদ্যমান هو যামীর হচ্ছে ফায়েল।

فَعَلَتْ (সে করেছে বা করল।) সাকিন তা হলো ফায়েল واحد مؤنث غائب হওয়ার আলামত। ফেয়েলের মাঝে বিদ্যমান هي যামীর হচ্ছে ফায়েল।

فَعَلْتَ (তুমি করেছো বা করলে।) মাফতু ت হলো ফায়েল واحد مذكر حاضر হওয়ার আলামত এবং ফায়েলের যামীর।

فَعَلْتُ - فَعَلُوا - فَعَلْتِ - فَعَلَتْ - فَعَلَا - فَعَلْنَ - فَعَلْتُنَّ - فَعَلْتَا -
فَعَلْنَا - فَعَلْتُمْ- فَعَلْتُمَا

২। فاعل এর লিংগ, বচন ও পুরুষের আলামত ও যামীরগুলোর পরিচয় অতি দ্রুত বলে যাও।

تُ - نَ - و - نَ - تَ - نَا - تُمْ - تِ - تُنَّ - نَا - تُمَا - ا - تَا

৩। অনুশীলন – ১ এর নমুনা হিসাবে অতি দ্রুত বলে যাও।

ذَهَبُوا - قُلْتُمْ- شَكَرْنَا - تَعَلَّمَ - سَافَرْتُنَّ - اِبْتَسَمَتْ - سَمِعْنَ - تَصَدَّقَا
رَجَعْتِ - صَلَّيْتُ - أَخْرَجَتَا

৪। নীচের প্রতিটি মাছদার থেকে প্রথমে ماضي معروف واحد مذكر غائب -এর ফেয়েল তৈরী করো, অতঃপর ماضي معروف এর পূর্ণ ক্রিয়ামালা মুখস্থ করো।

الذَّهَابُ - الكِتَابَةُ - النَّصْرُ - الفَتْحُ - الضَرْبُ - النُّزول - الشُّكْر - المَعْرِفَةُ -
السُّؤَالُ - السَّمْعُ - الشُّرْبُ - الإِكْرامُ - التَّعلِيمُ - التَّصَدُّقُ - الاِقْتِرابُ

তুমি যদি তিনটি কাজ করো – মোতালাআ করে সবকে বসো, উস্তাদের প্রতিটি কথা পূর্ণ মনোযোগের সাথে শোনো এবং সবকের তাকরার করো তাহলে আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, ইনশাআল্লাহ তুমি ইলম হাছিল করতে পারবে।

– হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ)

# كيف يبنى الماضي المجهول؟

## মাযী মাজহূল বানানোর নিয়ম

ماضي معروف ও مجهول এর পরিচয় তুমি আগেই জেনেছো এবং معروف ماضي مجهول এর سلسله الافعال বা ক্রিয়ামালাও তোমার মুখস্থ হয়েছে। এবার তৈরী করার নিয়ম শোনো।

ماضي مجهول واحد مذكر صيغه থেকে এর ماضي معروف واحد مذكر غائب غائب এর صيغه তৈরী হবে। নিয়ম এই –

فعل এর প্রথম হরফে যাম্মা এবং দ্বিতীয় হরফে কাসরা দাও। এখন কি হলো? فعل থেকে فعل হলো। এটাই হলো ماضي مجهول واحد مذكر غائب এর صيغه

এখন ماضي مجهول এর অন্যান্য صيغه তৈরী করতে হলে فعل এর শেষে نائب الفاعل এর বিভিন্ন আলামত ও যামীর যোগ করো, যেমন ماضي معروف واحد مذكر غائب এর শেষে যোগ করেছিলে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত নকশাটি দেখলেই বিষয়টি তুমি বুঝতে পারবে।

## سلسلة الماضي المثبت المجهول

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| فُعِلَ<br>فُعِلَتْ | তাকে করা হয়েছে বা করা হল। | واحد | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| فُعِلْتَ<br>فُعِلْتِ | তোমাকে করা হয়েছে বা করা হল। | واحد | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| فُعِلْتُ | আমাকে করা হয়েছে বা করা হল। | واحد | مذكر<br>مؤنث | متكلم |
| فُعِلُوا<br>فُعِلْنَ | তাদের (সকল)-কে করা হয়েছে বা করা হল। | جمع | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| فُعِلْتُمْ<br>فُعِلْتُنَّ | তোমাদের (সকল)-কে করা হয়েছে বা করা হল। | جمع | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| فُعِلْنَا | আমাদের (সকল)-কে করা হয়েছে বা করা হল। | جمع | مذكر<br>مؤنث | متكلم |
| فُعِلَا<br>فُعِلَتَا | তাদের (দু'জন)-কে করা হয়েছে বা করা হল। | تثنية | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| فُعِلْتُمَا<br>فُعِلْتُمَا | তোমাদের (দু'জন)-কে করা হয়েছে বা করা হল। | تثنية | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| فُعِلْنَا | আমাদের (দু'জন)-কে করা হয়েছে বা করা হল। | تثنية | مذكر<br>مؤنث | متكلم |

## অনুশীলনী

১। নীচের ক্রিয়ামালাতে ফেয়েলের শেষে যুক্ত আলামতগুলো দ্রুত বলে যাও।

فُعِلَ - فُعِلَتْ - فُعِلْتَ - فُعِلْتِ - فُعِلْتُ

فُعِلُوا - فُعِلْنَ - فُعِلْتُمْ - فُعِلْتُنَّ - فُعِلْنا

فُعِلَا - فُعِلَتَا - فُعِلْتُمَا - فُعِلْتُمَا - فُعِلْنَا

২। নীচে ফেয়েলগুলোর শেষে যুক্ত আলামতগুলো দ্রুত বলে যাও।

نُصِرُوا - سُئِلْتَ - قُتِلَتْ - أُخِذْتُمْ - نُصِرْتُنَّ - قُطِعَا - سُئِلَتَا - ظُلِمْنَا

৩। প্রথমে ماضي معروف واحد مذكر غائب থেকে ماضي مجهول واحد مذكر غائب তৈরী করো। অতঃপর ماضي مجهول এর পূর্ণ ক্রিয়ামালা মুখস্থ করো।

نَصَرَ - قَتَلَ - تَرَكَ - سَأَلَ - ظَلَمَ - بَعَثَ - مَنَعَ - حَمِدَ - حَفِظَ - ضَرَبَ - أَكْرَمَ - عَلَّمَ -

### একটি জরুরী কথা

مفعول به দাবী করা না করা হিসাবে ফেয়েল দুই প্রকার- لازم ও متعدي

لازم ঐ ফেয়েলকে বলে যা নিজের فاعل কে নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, কোন مفعول به দাবী করে না। যেমন -

ذَهَبَ مَاجِدٌ - جَلَسَ أَخُوه - سَقَطَ الْحَبْرُ - غَرَبَتِ الشمسُ

বাংলায় এগুলোকে আমরা অকর্মক ক্রিয়া বলতে পারি।

متعدي ঐ ফেয়েলকে বলে যা নিজের فاعل কে নিয়ে সন্তুষ্ট নয়, বরং এক বা একাধিক مفعول به দাবী করে। যেমন -

قَرَأَ خالِدٌ كتابًا - أَلْبَسَتْ فاطِمَةُ وَلَدَها لِباسًا - شَرِبَ راشِدٌ ماءً

বাংলায় এগুলোকে আমরা সকর্মক ক্রিয়া বলতে পারি।

মনে রেখো , مجهول এর ফেয়েল শুধু متعدي থেকে তৈরী হয়, لازم থেকে তৈরী হয় না।

৪। নীচের ফেয়েলগুলোর পরিচয় দ্রুত বলে যাও।

## নমুনা

ذَهَبْتُمْ ماضي معروف جمع مذكر حاضر

قُتِلَا ماضي مجهول تثنيه مذكر غائب

نُصِرَتْ - جَمَعْتُ - قَرَأْتُنَّ - مَا شَرِبُوا - ما سَمِعْنَ - ظُلِمْنا - ما مُنِعْتُمْ
تَعَلَّمْتُمْ - سَلَّمْنَا - ما سَافَرُوَا - ما أَكَلْنا - ظُلِمْتُما - جُمِعُوا - ما ذُبِحَتْ

## প্রশ্নমালা

১। ماضي مجهول واحد مذكر غائب এর ফেয়েল কোন ফেয়েল থেকে তৈরী করা হয় ?

২। ماضي معروف واحد مذكر غائب থেকে ماضي مجهول এর কোন ছীগা তৈরী করা হয় ?

৩। ماضي مجهول এর অন্যান্য صيغه কিভাবে তৈরী করা হয় ?

৪। ماضي مجهول বানানোর নিয়ম কি ?

৫। কোন ফেয়েল সংখ্যায় বেশী, مجهول না معروف ? এবং কেন ?

৬। فعل معروف কি শুধু مصدر متعدي থেকে তৈরী হয় ?

৭। فعل معروف কি শুধু مصدر لازم থেকে তৈরী হয় ?

৮। فعل مجهول কি শুধু فعل متعدي থেকে তৈরী হয় ?

৯। نصرتم এই ছীগায় تم যামীরটি কি فاعل এর না مفعول এর ?

১০। نصرتم এই ছীগায় تم যামীরটি فاعل এর না مفعول به এর ? পরিভাষায় এটাকে কি বলে ?

১১। ماضي معروف ও ماضي مجهول এর বিভিন্ন ছীগার আলামত কি ভিন্ন না অভিন্ন ?

# كيف يُبْنَى الفِعْلُ المُضَارِعُ ؟

## ফেয়েলে মুযারে বানানোর নিয়ম

আগেই তুমি জেনেছো যে, فعل ماضي অতীতকাল প্রকাশ করে আর فعل مضارع বর্তমানকাল বা ভবিষ্যৎকাল প্রকাশ করে। অর্থাৎ অবস্থা ভেদে একই ফেয়েল কখনো বর্তমান কাল বোঝায় আবার কখনো ভবিষ্যৎ কাল বোঝায় , যেমন– يَقْرَأُ راشِدٌ الآن (রাশেদ এখন পড়ছে। ) এবং يَقْرَأُ راشِدٌ بعدَ قليلٍ (রাশেদ একটু পরে পড়বে। )

এখন আমরা فعل مضارع বানানোর নিয়ম আলোচনা করবো। তুমি জানো যে, فعل مضارع معروف এর ছীগা واحد مذكر غائب ماضي معروف থেকে তৈরী হয়। এবার শোনো কিভাবে তা তৈরী হয় ?

واحد مذكر غائب ماضي معروف এর ছীগা فعل এর প্রথম হরফকে সাকিন করো অতঃপর শুরুতে أتين এই চার হরফের কোন একটি হরফ যোগ করো এবং শেষ হরফে ضمه দাও। এখন مضارع معروف এর ফেয়েল হয়ে গেলো।

أتين এই চার হরফকে أحرف المضارعة বলে। হরফগুলো প্রয়োগের নিয়ম এই–

ي আসে চার ছীগার শুরুতে। যথা –

১। واحد مذكر غائب　২। تثنيه مذكر غائب

৩। جمع مذكر غائب　৪। جمع مؤنث غائب

ت আসে আট ছীগার শুরুতে। যথা –

১। واحد مؤنث غائب　২। واحد مذكر حاضر　৩। واحد مؤنث حاضر

৪। واحد مؤنث غائب　৫। جمع مذكر حاضر　৬। جمع مؤنث حاضرا

৭। تثنيه مذكر حاضر　৮। تثنية مؤنث حاضر

أ হরফটি আসে একটি ছীগার শুরুতে, অর্থাৎ – ( مذكر و مؤنث ) واحد متكلم

ن হরফটি আসে শুধু – تثنيه متكلم ও جمع متكلم এর শুরুতে।

# سلسلة المضارع

## মুযারে-এর ক্রিয়ামালা

ماضي معروف ও ماضي مجهول এর ক্রিয়ামালায় যেমন পনেরটি করে صيغه ছিলো তেমনি مضارع معروف ও مضارع مجهول এর ক্রিয়ামালায়ও পনেরটি করে صيغه রয়েছে। واحد এর পাঁচটি, جمع এর পাঁচটি, এবং تثنيه এর পাঁচটি।

নীচে প্রথমে আমরা مضارع معروف এর ক্রিয়ামালা এবং তারপর مضارع مجهول এর ক্রিয়ামালা পেশ করছি। তবে ماضي معروف ও ماضي مجهول এর মত مضارع এর ক্ষেত্রেও শুধু ميزان এর سلسلة الأفعال পেশ করা হবে। সেটার উপর ভিত্তি করে তুমি বিভিন্ন موزون এর سلسله المضارع তৈরী করে নিতে পারবে।

---

তালিবুল ইলমের কর্তব্য হলো–

○ কলবকে সমস্ত মন্দ স্বভাব থেকে পাক পবিত্র করা। কেননা কলব হচ্ছে ইলমের ভাণ্ডার।

○ চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করে, এমন সকল সম্পর্ক কর্তন করা। কেননা চিন্তার একাগ্রতা ছাড়া ইলম অর্জন করা সম্ভব নয়।

○ রোগী নিজেকে যেভাবে চিকিৎসকের হাতে অর্পণ করে সেভাবে নিজেকে উস্তাদের হাতে অর্পণ করা এবং বিনয়ের সাথে তাঁর কথা মেনে চলা।

–আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহঃ)

## سلسلة المضارع المعروف

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| يَفْعَلُ<br>تَفْعَلُ | সে করবে, করছে, করে | واحد | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| تَفْعَلُ<br>تَفْعَلِيْنَ | তুমি করবে, করছো, করো | واحد | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| اَفْعَلُ | আমি করবো, করছি, করি | واحد | مذكر<br>مؤنث | متكلم |
| يَفْعَلُون<br>يَفْعَلْنَ | তারা (সকলে) করবে, করছে, করে। | جمع | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| تَفْعَلُونَ<br>تَفْعَلْنَ | তোমরা (সকলে) করবে, করছো, করো | جمع | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| نَفْعَلُ | আমরা (সকলে) করবো, করছি, করি | جمع | مذكر<br>مؤنث | متكلم |
| يَفْعَلانِ<br>تَفْعَلانِ | তারা (দু'জন) করবে, করছে, করে | تثنية | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| تَفْعَلانِ<br>تَفْعَلانِ | তোমরা (দু'জন) করবে, করছো, করো | تثنية | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| نَفْعَلُ | আমরা (দু'জন) করবো, করছি, করি | تثنية | مذكر<br>مؤنث | متكلم |

## অনুশীলনী

১। প্রতিটি ছীগার পরিচয় দ্রুত বলে যাও।

### নমুনা

نَفْعَلُ (আমরা দু'জন বা আমরা সকলে করবো, করছি, করি।)

تثنيه مذكر و مؤنث متكلم এবং جمع مذكر و مؤنث متكلم

يَفْعَلُون جمع مذكر غائب (তারা সকলে করবে, করছে, করে।)

تَفْعَلُ - يَفْعَلْنَ - أَفْعَلُ - تَفْعَلِينَ - تَفْعَلانِ - يَفْعلان - تَفْعَلْنَ

২। নীচের موزون গুলোর سلسلة الافعال মুখস্থ করো।

يَكتُب - ينصُر - يجلِس - يفتَح - يذهب - يَعرِف - يشرَب - يَسْمَعُ - يَسْأَلُ

يَذبَحُ - يقتُل - يخرُج - يُرْسِلُ - يُعَلِّمُ - يَسْتَعْمِلُ - يَتَصَدَّقُ

৩। অতিদ্রুত ছীগাগুলোর পরিচয় বলে যাও।

يَنْصُرن - نَسْمع - تَشْرَبون - تَقْرَئْنَ - تَكْتُبُ - تَسْأَلْنَ - يَضْربون - أَنصر -

يَفتَح - تَغْسِلون - تَعْرِفين - يَذْهَبْنَ - يَضْحَكانِ - تَغسِلان - يَسْمَعون -

يُرْسِلان - يُعَلِّمون - تَنَوَّرَتْ - يُسافِرْنَ - تَقْتَرِبُ - يُجاهِدون

৪। প্রতিটি শিরোনামের বিপরীতে مضارع معروف এর পাঁচটি করে صيغه বলো।

| | | |
|---|---|---|
| ৩। تثنيه مذكر حاضر | ২। واحد متكلم | ১। جمع مذكر حاضر |
| ৬। تثنيه مؤنث غائب | ৫। جمع مؤنث غائب | ৪। جمع متكلم |
| ৯। واحد مؤنث حاضر | ৮। تثنيه حاضر | ৭। جمع مذكر غائب |

৫। নীচের প্রতিটি ميزان এর একটি করে موزون বলো এবং তার পরিচয় বলো।

### নমুনা

فَعَلْتَ صَدَقْتَ (তুমি সত্য বলেছো বা বললে) ماضي مثبت معروف

واحد مذكر حاضر

فُعِلَتْ نُصِرَتْ (তাকে সাহায্য করা হয়েছে বা করা হলো।)

ماضي مثبت مجهول واحد مؤنث غائب

يَفْعَلْنَ يَسْأَلْنَ (তারা প্রশ্ন করবে বা করছে বা করে।)

مضارع مثبت معروف جمع مؤنث غائب

فَعَلْتُ - فُعِلُوا - نَفْعَلُ - فَعَلْتُمْ - يُفْعلانِ - فُعِلْتُنَّ - تَفْعَلْنَ - فَعَلْنَا

# كيف يبنى المضارع المجهول

## মুযারে মাজহূল বানানোর নিয়ম

مضارع مجهول বানানো খুবই সহজ। এটা তৈরী হবে مضارع معروف থেকে।

প্রথমে علامة مضارع কে ضمه দান করো এবং শেষ হরফের আগের হরফটিকে فتحه দান করো। ব্যস, مضارع مجهول হয়ে গেলো। যেমন –

يَنْصُرُ থেকে يُنْصَرُ

يَضْرِبُ থেকে يُضْرَبُ

يَحْفَظُ থেকে يُحْفَظُ ইত্যাদি।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় مضارع مجهول এর পূর্ণ سلسلة الأفعال পেশ করা হলো। ভালোভাবে মুখস্থ করে নাও। মনে রাখতে হবে, لازم থেকে সাধারণত فعل مجهول তৈরী হয় না। বরং فعل معروف থেকে তৈরী হয়।

আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করে দেখো, مضارع معروف এর আইন কালিমায় বিভিন্নহরকত হয় যেমন, يَنْصُرُ، يَفْتَحُ، يَضْرِبُ কিন্তু مضارع مجهول এর আইন কালিমা শুধু মাফতূহ হয়। যেমন يُنْصَرُ، يُضْرَبُ، يُفْتَحُ ও يُحْفَظُ

দ্বীনের খেদমতের নিয়তে বাংলা ভাষা চর্চা করা এবং বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত পারদর্শী হওয়া প্রত্যেক তালিবে ইলমের অবশ্য কর্তব্য।

তবে অবশ্যই তা উস্তাদের তত্ত্বাবধানে করতে হবে। অন্যথায় কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণের আশংকা রয়েছে।

## سلسلة المضارع المجهول

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| يُفْعَلُ<br>تُفْعَلُ | তাকে করা হবে, হচ্ছে, হয় | واحد | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| تُفْعَلُ<br>تُفْعَلِينَ | তোমাকে করা হবে, হচ্ছে, হয় | واحد | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| أُفْعَلُ | আমাকে করা হবে, হচ্ছে, হয় | واحد | مذكر<br>مؤنث | متكلم |
| يُفْعَلُونَ<br>يُفْعَلْنَ | তাদের (সকল)-কে করা হবে, হচ্ছে, হয় | جمع | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| تُفْعَلُونَ<br>تُفْعَلْنَ | তোমাদের (সকল)-কে করা হবে, হচ্ছে, হয় | جمع | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| نُفْعَلُ | আমাদের (সকল)-কে করা হবে, হচ্ছে, হয় | جمع | مذكر<br>مؤنث | متكلم |
| يُفْعَلَانِ<br>تُفْعَلَانِ | তাদের (দু' জন)-কে করা হবে, হচ্ছে, হয় | تثنية | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| تُفْعَلَانِ<br>تُفْعَلَانِ | তোমাদের (দু' জন)-কে করা হবে, হচ্ছে, হয় | تثنية | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| نُفْعَلُ | আমাদের (দু' জন)-কে করা হবে হচ্ছে হয় | تثنية | مذكر<br>مؤنث | متكلم |

## অনুশীলনী

১। প্রতিটি ছীগার পরিচয় দ্রুত বলে যাও।

### নমুনা

يُفْعَلُ (তাকে করা হবে বা করা হচ্ছে বা করা হয়।) مضارع مجهول واحد مذكر غائب

فَعَلُوا (তারা করেছে বা করলো।) ماضي معروف جمع مذكر غائب

يَفْعَلْنَ (তারা করবে বা করছে বা করে।) مضارع معروف جمع مؤنث غائب

فُعِلْتُ (আমাকে করা হয়েছে বা হলো।) ماضي مجهول واحد متكلم

يَفْعَلْنَ - فُعِلْتُمْ - تَفْعَلِيْنَ - أُفْعَلُ - تَفْعَلُ - فَعَلْتُنَّ - تَفْعَلْنَ - تُفْعَلانِ

২। নীচের ফেয়েলগুলোর পূর্ণ ক্রিয়ামালা মুখস্থ করো।

يُنْصَرُ - يُسْأَلُ - يُعْبَدُ - يُعْرَفُ - يُفْتَحُ - يُحْمَدُ - يُضْرَبُ - يُشْكَرُ - يُقْطَعُ
يُظْلَمُ - يُرْسَلُ - يُعَلَّمُ - يُسْتَعْمَلُ

৩। অতিদ্রুত নীচের ফেয়েলগুলোর পরিচয় বলো।

### নমুনা

يُنْصَرُ (তাকে সাহায্য করা হবে বা করা হচ্ছে বা করা হয়।) مضارع مجهول واحد مذكر غائب

تُسْأَلُونَ - يَعْرِفَانِ - تَغْسِلُ - يَحْفَظْنَ - يُشْرَبُ - نَحْمَدُ - تَضْرِبَانِ - يُعْبَدُ
يَشْكُرُوْنَ - يُرْسَلْنَ - تَعْلَمِيْنَ - تُسْتَعْمَلُ

৪। প্রতিটি ميزان এর একটি করে موزون বলো এবং তার পরিচয় পেশ করো।

### নমুনা

يَفْعَلُوْنَ يَفْتَحُوْنَ (তারা খুলবে বা খুলছে বা খোলে।) مضارع مثبت

معروف جمع مذكر غائب

( তাদের দু'জনকে হত্যা করা হয়েছে বা করা হলো। ) قُتِلَا فُعِلَا

ماضي مثبت مجهول تثنيه مذكر غائب

( আমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে বা করা হচ্ছে বা করা হয়। ) نُسْأَلُ نُفْعَلُ

مضارع مثبت مجهول جمع و تثنية متكلم

فُعِلَا - أَفْعَلُ - فُعِلُوا - يُفْعَلُ - فَعَلْتُمْ - نَفْعَلُ - فَعَلَتْ - تُفْعَلُونَ -
يُفْعَلَانِ - فَعَلْنَ - فَعَلْنَا - تُفْعَلُ

## প্রশ্নমালা

১। مضارع معروف কে কোন ফেয়েল হতে এবং مضارع مجهول কে কোন ফেয়েল হতে তৈরী করা হয় ?

২। مضارع معروف তৈরী করার নিয়ম বলো।

৩। مضارع معروف তৈরী করতে হলে ماضي معروف واحد مذكر غائب এর কোন হরফকে সাকিন করতে হবে ?

৪। أَحْرُفُ الْمُضَارَعَةِ কি কি ?

৫। এই হরফগুলোর কোনটি সর্বাধিক এবং কোনটি সর্বনিম্ন পরিমাণে ব্যবহৃত হয় ?

৬। ي কয়টি صيغه এর শুরুতে ব্যবহৃত হয় এবং সেগুলো কি কি ?

৭। ن কোন صيغه এর শুরুতে ব্যবহৃত হয় ?

৮। ت কয়টি صيغه এর শুরুতে ব্যবহৃত হয় এবং সেগুলো কি কি ?

৯। أ কোন صيغه এর শুরুতে ব্যবহৃত হয় ?

১০। مضارع এর কোন কোন فعل একাধিক ছীগার জন্য ব্যবহৃত হয় ?

১১। مضارع এর কোন কোন فعل দু'টি ছীগার জন্য ব্যবহৃত হয় ?

১২। مضارع এর কোন فعل টি মোট তিনটি صيغه এর জন্য ব্যবহৃত হয়?

১৩। مضارع-এর কোন فعل টি মোট চার ছীগার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং সেগুলো কি কি ?

১৪। مضارع এর কোন কোন ফেয়েলের শেষে فاعل এর কোন আলামত যোগ হয় না ?

১৫। مضارع এর কোন কোন ফেয়েলের শেষে فاعل এর আলামত যোগ হয় ?

১৬। نُونُ الاعرابِ কাকে বলে এবং তা কোন কোন ফেয়েলের শেষে যুক্ত হয় ?

১৭। نون الاعراب কখন মাফতূহ এবং কখন মাকসূর হয় ?

১৮। يفعلن ও تفعلن এ দু'টি صيغه এর نون এর পরিচয় কি ?

১৯। يفعلون এখানে واو কিসের আলামত ? এটা ইসম না হরফ ?

২০। يفعلان এখানে الف কিসের আলামত ? এটা হরফ না ইসম ?

২১। تفعلين এখানে ي কিসের আলামত ? এটা হরফ না ইসম ?

২২। مضارع مجهول বানানোর নিয়ম কি এবং معروف ও مجهول এর আলামতে মুযারের মাঝে পার্থক্য কি ?

২৩। مضارع এর معروف ও مجهول এর ছীগা দু'টির মাঝে কয়টি পার্থক্য ও কি কি ?

উস্তাদ পরম্পরায় ছাহাবা কেরামের মাধ্যমে একজন তালিবে ইলমের সিলসিলা যুক্ত হয়েছে রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এবং তাঁর মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সঙ্গে। সুতরাং অন্য কোন পরিচয় এবং অন্য কোন সনদের প্রযোজন নেই একজন তালিবে ইলমের। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তার রিযিকের এবং তার ইজ্জতের যিম্মাদার।

# أَحْوالُ عَيْنِ الماضِي وَ المُضارِعِ

## মাযী ও মুযারের আইন কালিমার হরকতের অবস্থা

ماضي ও مضارع তৈরী করার নিয়ম তুমি শিখেছো, তাতে একটা বিষয় নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো যে, ماضي معروف এর আইন কালিমা কখনো মাফতূহ, কখনো মাকসূর এবং কখনো মাযমূম হয়ে থাকে। যেমন –

كَتَبَ ( عَلٰى وَزْنِ ) فَعَلَ

سَمِعَ ( عَلٰى وَزْنِ ) فَعِلَ

كَثُرَ ( عَلٰى وَزْنِ ) فَعُلَ

তদ্রূপ مضارع معروف এর আইন কালিমাও কখনো মাফতূহ, কখনো মাকসূর, এবং কখনো মাযমূম হয়ে থাকে। যেমন –

يَفْتَحُ ( عَلٰى وَزْنِ ) يَفْعَلُ

يَضْرِبُ (عَلٰى وَزْنِ ) يَفْعِلُ

يَنْصُرُ ( عَلٰى وَزْنِ ) يَفْعُلُ

তবে ماضي مجهول এর আইন কালিমা একই অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ সর্বদা مجرور হয়। যেমন –

نُصِرَ و سُمِعَ ( على وزن ) فُعِلَ

তদ্রূপ مضارع مجهول এর আইন কালিমা একই অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ সর্বদা مفتوح হয়। যেমন –

يُنْصَرُ و يُسْمَعُ و يُفْتَحُ و يُضْرَبُ ( على وزن ) يُفْعَلُ

# فعل ماضي بعيد

## দূর অতীতকালীন ক্রিয়া

ক্রিয়াটি দূর অতীতকালে ঘটেছে, একথা বোঝানোর জন্য ماضي এর শুরুতে كنت - كانت - كان ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। তবে ماضي এর ছীগাটি যেরূপ হবে الكون মাছদার থেকে নির্গত ছীগাটিও অনুরূপ হবে। যেমন –

| | |
|---|---|
| كَانَ ضَرَبَ - كَانَتْ ضَرَبَتْ | সে প্রহার করেছিলো। |
| كُنْتَ ضَرَبْتَ - كُنْتِ ضَرَبْتِ | তুমি প্রহার করেছিলে। |
| كُنْتُ ضَرَبْتُ | আমি প্রহার করেছিলাম। |
| كَانُوا ضَرَبُوا - كُنَّ ضَرَبْنَ | তারা (সকলে) প্রহার করেছিলো। |
| كُنْتُمْ ضَرَبْتُمْ - كُنْتُنَّ ضَرَبْتُنَّ | তোমরা (সকলে) প্রহার করেছিলে। |
| كُنَّا ضَرَبْنَا | আমরা (সকলে) প্রহার করেছিলাম |
| كَانَا ضَرَبَا - كَانَتَا ضَرَبَتَا | তারা (দু'জন) প্রহার করেছিলো। |
| كُنْتُمَا ضَرَبْتُمَا - كنتما ضَرَبْتُمَا | তোমরা (দু'জন) প্রহার করেছিলে। |

বিভিন্ন ফেয়েল থেকে ماضي بعيد معروف এর পূর্ণ ক্রিয়ামালা মুখস্থ করো।

নীচে فعل ماضي بعيد مجهول এর ক্রিয়ামালা মুখস্থ করো।

| | |
|---|---|
| كَانَ ضُرِبَ - كَانَتْ ضُرِبَتْ | তাকে প্রহার করা হয়েছিল। |

মোম যেমন সারা রাত গলে গলে শেষ হয়ে যায়, তোমার আমার জীবনও তেমনি শেষ হয়ে চলেছে। এ সময় তুমি কখনো আর ফিরে পাবে না। কিন্তু ইলমের জন্য যে মেহনত ও সাধনা করবে তার সুফল তোমার হাতে থেকে যাবে।

–হযরত হাসান বাছরী (রহঃ)

# فعل ماضي استمراري

## ঘটমান অতীত ক্রিয়া

ماضي استمراري একথা বোঝায় যে, ফেয়েলটি অতীতকালে বারবার ঘটতো বা ঘটছিলো। مضارع এর ফেয়েলগুলোর শুরুতে - كان - كانت - كنت - كنت ইত্যাদি ফেয়েল যোগ করলে فعل ماضي استمراري তৈরী হয়। তবে আশা করি একথা তুমি অবশ্যই বুঝতে পেরেছো যে, الكون মাছদার থেকে নির্গত ফেয়েলটির লিংগ ও বচন পরবর্তী مضارع এর অনুরূপ হবে। যেমন -

كانَ يَضْرِبُ - كانَتْ تَضْرِبُ সে প্রহার করতো।

বিভিন্ন ফেয়েল থেকে ماضي استمراري معروف و مجهول এর পূর্ণ ক্রিয়ামালা মুখস্থ করো।

### অনুশীলনী

১। নীচের ফেয়েলগুলোর অর্থ দ্রুত বলে যাও।

كنتُمْ ذَهَبْتُم - كانَ يُعْرَفُ - كُنَّ سَأَلْنَ - كنتُ أُنْصَرُ - كانا يَعْرِفَانِ

كُنَّا شَرِبْنَا - كانُوا سُئِلُوا - كانَتْ مُنِعَتْ - كنتُنَّ تَسْمَعْنَ - كُنْتَ تَحْمَدُ

২। দ্রুত আরবীতে বলে যাও।

আমাকে প্রশ্ন করা হতো । তুমি খেলা করতে । তারা (সকলে) সাহায্য করতো। সে পড়তো । তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিলো । তুমি চিনতে না । তোমরা সফর করতে । আমাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে। তারা পান করবে। তোমাদেরকে হেফাজত করা হবে।

৩। নীচের ফেয়েলগুলোর শুরুতে كان - كانت ইত্যাদি ফেয়েল যোগ করো এবং ছীগাগুলোর পরিচয় বলো।

... شَرِبَتْ ... يَشْكُرُون ... يُظْلَم ... مُنِعْنَ ... يَسْأَلْنَ ...أُرْسِلُوا ... يَنَامُ

## নমুনা

كنتَ شَرِبْتَ । তুমি পান করেছিলে ماضي بعيد معروف واحد مذكر حاضر

## প্রশ্নমালা

১। ماضي استمراري কাকে বলে ?

২। ماضي بعيد কাকে বলে ?

৩। ماضي مطلق ও ماضي بعيد এর মাঝে অর্থগত পার্থক্য কি ? এবং গঠনগত পার্থক্য কি ?

৪। বাংলায় ماضي استمراري এর তরজমা কি হবে ?

৫। যে ماضي একথা বোঝায় যে, فعل টি অতীতকালে বারংবার ঘটেছে তাকে কি বলে ?

৬। যে ماضي শুধু একথা বোঝায় যে, فعل টি অতীতকালে ঘটেছে তাকে কি বলে ?

৭। যে ماضي একথা বোঝায় যে, فعل টি দূর অতীতকালে ঘটেছে তাকে কি বলে ?

৮। ماضي بعيد কোন কোন فعل এর সমন্বয়ে ঘটিত ?

৯। ماضي استمراري কোন কোন فعل এর সমন্বয়ে ঘটিত ?

১০। ماضي بعيد তৈরী করতে হলে কার শুরুতে كانت - كان ইত্যাদি যোগ করতে হয় ?

১১। ماضي استمراري তৈরী করতে হলে কার শুরুতে كانت - كان ইত্যাদি যোগ করতে হয় ?

১২। ماضي بعيد ও ماضي استمراي এর উভয় ফেয়েলের মাঝে কোন কোন বিষয়ে অভিন্নতা জরুরী ?

# إعراب الفعل المضارع

## ফেয়েলে মোযারের অন্ত্য পরিবর্তন

কয়েকটি হরফ فعل مضارع এর শেষে পরিবর্তন ঘটায় একথা তুমি الطريق إلى العربيه কিতাবে পড়েছো। যেমন لَمْ হরফটি فعل مضارع এর শুরুতে এসে তার শেষে জযম দান করে এবং نُوْنُ الاعـرابِ যুক্ত সাতটি صيغه থেকে نون الاعـرابِ ফেলে দেয় , কিন্তু نُوْنُ الجَمْعِ المُؤَنَّثِ কে বহাল রাখে। তদ্রূপ লাম-কালিমা হরফে ইল্লত হলে লাম-কালিমাকে ফেলে দেয়।

এটা তো হলো আকৃতিগত পরিবর্তন। لم হরফটি فعل مضارع এর মাঝে অর্থগত পরিবর্তনও করে থাকে। অর্থাৎ مضارع কে ماضي منفي তে রূপান্তরিত করে।

সুতরাং لم يَفْعَلْ অর্থ হলো ما فَعَلَ

এসব কথা তুমি الطريق إلى العربيه কিতাবে পড়ে এসেছো এবং لم যুক্ত فعل مضارع এর ক্রিয়ামালা বা سلسلة الأفعال মুখস্থ করে এসেছো। তবু এখানে আবার আমরা উক্ত سلسلة الأفعال পেশ করছি। আরো ভালো ভাবে মুখস্থ করে নাও।

## سلسلة الأفعال المنفية بلم المعروفة

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| لَمْ يَفْعَلْ<br>لَمْ تَفْعَلْ | সে করেনি। | واحد | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| لَمْ تَفْعَلْ<br>لَمْ تَفْعَلِي | তুমি করনি। | واحد | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| لَمْ أَفْعَلْ | আমি করিনি। | واحد | مذكر<br>مؤنث | متكلم |
| لَمْ يَفْعَلُوا<br>لَمْ يَفْعَلْنَ | তারা (সকলে) করেনি। | جمع | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| لَمْ تَفْعَلُوا<br>لَمْ تَفْعَلْنَ | তোমরা (সকলে) করনি। | جمع | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| لَمْ نَفْعَلْ | আমরা (সকলে) করিনি। | جمع | مذكر<br>مؤنث | متكلم |
| لَمْ يَفْعَلَا<br>لَمْ تَفْعَلَا | তারা (দু'জন) করেনি। | تثنية | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| لَمْ تَفْعَلَا<br>لَمْ تَفْعَلَا | তোমরা (দু'জন) করনি। | تثنية | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| لَمْ نَفْعَلْ | আমরা (দু'জন) করিনি। | تثنية | مذكر<br>مؤنث | متكلم |

## سلسلة الأفعال المنفية بلم المجهولة

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| لَمْ يُفْعَلْ<br>لَمْ تُفْعَلْ | তাকে করা হয়নি। | واحد | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| لَمْ تُفْعَلْ<br>لَمْ تُفْعَلِي | তোমাকে করা হয়নি। | واحد | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| لَمْ أُفْعَلْ | আমাকে করা হয়নি। | واحد | مذكر<br>مؤنث | متكلم |
| لَمْ يُفْعَلُوا<br>لَمْ يُفْعَلْنَ | তাদের (সকলে)-কে করা হয়নি। | جمع | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| لَمْ تُفْعَلُوا<br>لَمْ تُفْعَلْنَ | তোমাদের (সকলে)-কে করা হয়নি | جمع | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| لَمْ نُفْعَلْ | আমাদের (সকলে)-কে করা হয়নি। | جمع | مذكر<br>مؤنث | متكلم |
| لَمْ يُفْعَلا<br>لَمْ تُفْعَلا | তাদের (দু'জন)-কে করা হয়নি। | تثنية | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| لَمْ تُفْعَلا<br>لَمْ تُفْعَلا | তোমাদের (দু'জন)-কে করা হয়নি। | تثنية | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| لَمْ نُفْعَلْ | আমাদের (দু'জন)-কে করা হয়নি। | تثنية | مذكر<br>مؤنث | متكلم |

## অনুশীলনী

১। নীচের موزون গুলোর سلسلة الأفعال মুখস্থ করো।

| | | | |
|---|---|---|---|
| لَمْ يَنْصُرْ | لم يُنْصَرْ | لم يَمْنَعْ | لم يُمْنَعْ |
| لم يَضْرِبْ | لم يُضْرَبْ | لم يَسْأَلْ | لم يُسْأَلْ |
| لم يُرْسِلْ | لم يُرْسَلْ | لم يُعَلِّمْ | لم يُعَلَّمْ |
| لم يَذْهَبْ | | لم يَرْجِعْ | |
| لم يَبْتَسِمْ | | لم يَنْصَرِفْ | |
| لم يَجْلِسْ | | لم يَكْثُرْ | |

৩। নীচের ফেয়েলগুলোর পরিচয় দ্রুত বলে যাও।

لم يُسْأَلُوا - لم تَضْرِبْ - لم يَفْهَمُوا - لم يُقْطَعْنَ - لم تُغْسَلْ - لم نَعْرِفْ
لم يَذْهَبُوا - لم يَمْنَعَا - لم تُفْتَحْ - لم تَجْلِسا - لم يُرْسَلْنَ - لم تَقْتَرِبِيْ
لم يَتَعَلَّمْ - لم يَتَعَلَّمُوا - لم نَسْتَقْبِلْ.

### নমুনা

لم يُسْأَلُوا (তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়নি।) الماضي المنفي بلم في المضارع المجهول جمع مذكر غائب

لم تَضْرِبْ ( সে মারেনি। ) الماضي المنفي بلم في المضارع المعروف واحد مؤنث غائب

( তুমি মারোনি। ) الماضي المنفي بلم في المضارع المعروف واحد مذكر حاضر

৪। উপরের প্রতিটি ফেয়েলকে الماضي المنفي بما এ রূপান্তরিত করো।

৫। নীচের প্রতিটি ফেয়েলকে الماضي المنفي بلم في المضارع এ রূপান্তরিত করো।

ما شُرِبَ - ما سَأَلْتُمْ - ما نُصِرُوا - ما قُتِلْنَا - ما حَمِدُوا - ما ذَهَبْنَ - ما قَرَأْتُ

ما مُنِعَا - ما فَهِمْتُمَا - ما شَكَرْتُمَا - ما كَذَبْنا - ما تَعَلَّمْنَا - ما أُطْعِمْتُمْ
مَا اسْتَعْمَلْنَ - ما ابْتَسَمَتْ - ما سَافَرْنا

৪। নীচের ফেয়েলগুলোর পরিচয় অতিদ্রুত বলো।

ضُرِبُوْا - قَتَلا - جَلَسْتُمْ - لا يُنْصَرُ - ما فُتِحُوْا - لم يَسْمَعْنَ - يُفْتَحُ
شَرِبْتُمْ - يَشْكُرُوْنَ - مُنِعْتُمْ - لم يُنْصَرْنَ - ما نَظَّفُوا - تَعَلَّمْتُنَّ - أَطْعَمْتُمَا
ظُلِمُوْا - لا يَظْلِمُونَ - كانُوا يَفْهَمُونَ - كُنْتُمْ قَرَأْتُمْ - كُنَّا نُنْصَرُ -
يُسْأَلُوْنَ - تَرَكَتْ - لم يَكْذِبْنَ

## প্রশ্নমালা

১। لم হরফটি مضارع এর মাঝে কয় ধরনের পরিবর্তন ঘটায় ?

২। لم হরফটি مضارع এর শেষে আকৃতিগত কি পরিবর্তন ঘটায় ?

৩। لم হরফটি مضارع এর শেষ হতে কোন نون ফেলে দেয় এবং কোন نون বহাল রাখে ?

৪। لم হরফটি مضارع শেষ থেকে কয়টি نون ফেলে দেয় ?

৫। لم হরফটি مضارع এর মাঝে অর্থগত কি পরিবর্তন করে ?

৬। ما سَمِعْتُ এর বিকল্প আরবী ফেয়েলটি কি হবে?

৭। لم تَفْهَمْنَ এর বিকল্প আরবী ফেয়েলটি কি হবে ?

# النَّفْيُ المُؤَكَّدُ بِلَنْ في المُسْتَقْبَلِ

لن হরফটি مضارع এর শুরুতে এসে তার শেষে পাঁচ স্থানে ضمه এর পরিবর্তে فتحه দান করে এবং সাতটি স্থানে نون الاعراب ফেলে দেয়। কিন্তু جمع مؤنث এর দুটি নূন বহাল থাকে। এসব কথা الطريق إلى العربية কিতাবে পড়ে এসেছো।

এটা হলো لن অব্যয়ের কারণে مضارع এর আকৃতিগত পরিবর্তন। অর্থগত পরিবর্তন এই যে, لن হরফটি مضارع কে مستقبل এর জন্য খাছ করে দেয় এবং مثبت কে منفي তে রূপান্তরিত করে এবং نفي এর অর্থ জোরদার করে। এসব বিষয়ও তুমি الطريق إلى العربيه কিতাবে পড়ে এসেছো। তাছাড়া النَّفْيُ المُؤَكَّدُ بِلَنْ في المُسْتَقْبَلِ এর سلسلة الافعال বা ক্রিয়ামালাও মুখস্থ করে এসেছো। এখানে নতুন করে النَّفْيُ المُؤَكَّدُ بِلَنْ في المُسْتَقْبَلِ المعروفِ وَ المجهولِ এর নকশা দেয়া হলো। ভালোভাবে মুখস্থ করে নাও।

لن অব্যয়টি مضارع এর যে পাঁচ ছিগার শেষে ضمة এর পরিবর্তে ফাতহা দেয় সেগুলো এই–

১। واحد مذكر غائب ২। واحد مؤنث غائب

৩। واحد مذكر حاضر ৪। واحد متكلم

৫। جمع متكلم

لن অব্যয়টি مضارع এর যে সাতটি صيغة থেকে نون الإعراب ফেলে দেয়–

جمع مذكر এর দুই ছীগাহ।

তাছনিয়ার ছীগাহ।

واحد مؤنث حاضر এর ছীগাহ।

## النفي المؤكد بلن في المستقبل المعروف

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| لَنْ يَفْعَلَ<br>لَنْ تَفْعَلَ | সে কিছুতেই করবে না | واحد | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| لَنْ تَفْعَلَ<br>لَنْ تَفْعَلِى | তুমি কিছুতেই করবে না | واحد | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| لَنْ أفْعَلَ | আমি কিছুতেই করবো না | واحد | مذكر<br>مؤنث | متكلم |
| لَنْ يَفْعَلوا<br>لَنْ يَفْعَلْنَ | তারা (সকলে) কিছুতেই করবে না | جمع | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| لَنْ تَفْعَلُوا<br>لَنْ تَفْعَلْنَ | তোমরা (সকলে) কিছুতেই করবে না | جمع | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| لَنْ نَفْعَلَ | আমরা (সকলে) কিছুতেই করবোনা | جمع | مذكر<br>مؤنث | متكلم |
| لَنْ يَفْعَلا<br>لَنْ تَفْعَلا | তারা (দু' জন) কিছুতেই করবে না | تثنية | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| لَنْ تَفْعَلا<br>لَنْ تَفْعَلا | তোমরা (দু' জন) কিছুতেই করবে না | تثنية | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| لَنْ نَفْعَلَ | আমরা (দু' জন) কিছুতেই করবোনা | تثنية | مذكر<br>مؤنث | متكلم |

## النفي المؤكد بلن في المستقبل المجهول

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| لَنْ يُفْعَلَ | তাকে কিছুতেই করা হবে না। | واحد | مذكر | غائب |
| لَنْ تُفْعَلَ | | | مؤنث | |
| لَنْ تُفْعَلَ | তোমাকে কিছুতেই করা হবে না। | واحد | مذكر | حاضر |
| لَنْ تُفْعَلِى | | | مؤنث | |
| لَنْ أُفْعَلَ | আমাকে কিছুতেই করা হবে না। | واحد | مذكر / مؤنث | متكلم |
| لَنْ يُفْعَلُوا | তাদের (সকল)-কে কিছুতেই করা হবে না। | جمع | مذكر | غائب |
| لَنْ يُفْعَلْنَ | | | مؤنث | |
| لَنْ تُفْعَلُوا | তোমাদের (সকল)-কে কিছুতেই করা হবে না। | جمع | مذكر | حاضر |
| لَنْ تُفْعَلْنَ | | | مؤنث | |
| لَنْ نُفْعَلَ | আমাদের (সকল)-কে কিছুতেই করা হবে না। | جمع | مذكر / مؤنث | متكلم |
| لَنْ يُفْعَلَا | তাদের (দু'জন)-কে কিছুতেই করা হবে না। | تثنية | مذكر | غائب |
| لَنْ تُفْعَلَا | | | مؤنث | |
| لَنْ تُفْعَلَا | তোমাদের (দু'জন)-কে কিছুতেই করা হবে না। | تثنية | مذكر | حاضر |
| لَنْ تُفْعَلَا | | | مؤنث | |
| لَنْ نُفْعَلَا | আমাদের (দু'জন)-কে কিছুতেই করা হবে না। | تثنية | مذكر / مؤنث | متكلم |

## অনুশীলনী

১। নীচের فعل গুলোর পরিচয় দ্রুত বলে যাও।

لن يَفْهَمُوا - لن يَقْطَعْنَ - لن تُغْسَلَ - لن نَعْرِفَ - لن يَذْهَبُوا - لن أُسْأَلَ
لن يُمْنَعَا - لن تُفْتَحَ - لن تَجْلِسَا - لن يُطْعَمُوا - لن تَسْتَعْمِلْنَ -

২। নীচের ফেয়েলগুলোকে النفي المؤكد بلن في المستقبل এ রূপান্তরিত করো।

لا يَشْرَبُونَ - لا يَغْتَسِلنَ - نُتْرَكُ - يُسافِرَانِ - لا تُظْلَمُونَ - تَكْتُبِيْنَ - أَغْسِلُ
يَفْتَرِبُونَ - تُنَظِّفانِ - أَسْتَعْمِلُ - تَشْرَبِيْنَ - تُنْصَرْنَ - تُذْبَحُونَ

## প্রশ্নমালা

১। لن হরফটি فعل مضارع এর মাঝে কয় ধরনের পবির্তন করে ?

২। لن হরফটি مضارع এর শেষে আকৃতিগত কি কি পরিবর্তন করে ?

৩। এই হরফটি মুযারের কোন কোন صيغه এর শেষে ضمه এর পরিবর্তে فتحه দান করে ?

৪। لن হরফটি مضارع কোন কোন صيغه থেকে نون الاعراب ফেলে দেয় ?

৫। কোন দুটি নূন لن যুক্ত হওয়ার পরও مضارع এর শেষে বহাল থাকে ?

৬। فعل مضارع কোন কোন কালের অর্থ প্রদান করে এবং لن যুক্ত হওয়ার পর কোন অর্থটি বাদ পড়ে ?

৭। لن যুক্ত হওয়ার পর فعل مضارع কোন কালের জন্য নির্ধারিত হয়ে যায়?

৮। لن ও لا উভয় হরফ نفي এর অর্থ দেয়, কিন্তু উভয়ের মাঝে পার্থক্য কি ?

# بيـان نـون التـوكيـد

## নূনে তাকীদ প্রসংগ

যে নূন مـضـارع ، أمـر ، نـهـي এই তিন ফেয়েলের শেষে যুক্ত হয়ে ফেয়েলের অর্থকে জোরদার করে তাকে نُوْنُ التَّـوْكِـيْدِ বলে। এই নূন দুই প্রকার

نُون التـوكيـدِ الخَفِيْفَةُ ও نـونُ التـوكيـدِ الثَّقِيْلَةُ

مشـدد নূনকে ثـقـيـلـه এবং سـاكـن নূনকে خـفـيـفـه বলে।

مضـارع ، أمـر ، نـهـي এর সকল ছীগার শেষে نون ثقيله যুক্ত হয়ে থাকে, কিন্তু نون خفيـفـة কখনো তাছনিয়ার চার ছীগা এবং জমা মুআন্নাছের দুই ছীগার শেষে যুক্ত হয় না।

لام التوكيد المفتوحة শুরুতে مضارع এর শেষে نون ثقيلة যুক্ত করতে হলে যোগ করো। يـفـعـل – تـفـعـل – تـفـعـل – أفـعـل – نـفـعـل এই পাঁচ ছীগার শেষে فتحه যোগ করো এবং – يـفعـلون – تـفـعـلـون – يـفـعـلان – تـفـعـلان – تـفـعـلان – تـفـعـلـيـن এই সাত ছীগা থেকে نون الاعـراب ফেলে দাও এবং جمع مؤنث এর দুই ছীগায় نون ثـقـيـلـه এর পূর্বে الف যোগ করো, যাতে দু'টি নূন একত্র হওয়ার কারণে জটিলতা সৃষ্টি না হয়।

মনে রাখতে হবে যে, চার তাছনিয়া এবং জমা মুআন্নাছের দুই ছীগায় نون ثقيله সর্বদা مكسور হয়, আর অন্যান্য ছীগায় مفتوح হয়।

নীচে سِلْسِلَةُ الْمُسْتَقْبَلِ مَعَ لامِ التوكيدِ و نونِ التَّوْكِيْدِ দেয়া হলো। এই ক্রিয়ামালাগুলো এসো আরবী শিখিতে তুমি পড়ো নি। এগুলো তোমার জন্য একেবারে নতুন। তাই খুব ভালো ভাবে মুখস্থ করে নাও।

ইল্‌ম হাছিল করার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহকে রাযী খুশী করা। সুতরাং যদি এমন হয় যে, তুমি সবকিছু পেয়েছো কিন্তু আল্লাহকে পাওনি, তাহলে মনে রেখো, তুমি কিছুই পাওনি।

– হযরত শামছুল হক (ছদর ছাহেব রহঃ)

## سلسلة المستقبل المعروف مع لام التوكيد و النون الثقيلة

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| لَيَفْعَلَنَّ<br>لَتَفْعَلَنَّ | অতি অবশ্যই সে করবে | واحد | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| لَتَفْعَلَنَّ<br>لَتَفْعَلِنَّ | অতি অবশ্যই তুমি করবে | واحد | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| لَأَفْعَلَنَّ | অতি অবশ্যই আমি করব | واحد | مذكر<br>مؤنث | متكلم |
| لَيَفْعَلُنَّ<br>لَيَفْعَلْنَانِّ | অতি অবশ্যই তারা (সকলে) করবে | جمع | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| لَتَفْعَلُنَّ<br>لَتَفْعَلْنَانِّ | অতি অবশ্যই তোমরা (সকলে) করবে | جمع | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| لَنَفْعَلَنَّ | অতি অবশ্যই আমরা (সকলে) করব | جمع | مذكر<br>مؤنث | متكلم |
| لَيَفْعَلَانِّ<br>لَتَفْعَلَانِّ | অতি অবশ্যই তারা (দু'জন) করবে | تثنية | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| لَتَفْعَلَانِّ<br>لَتَفْعَلَانِّ | অতি অবশ্যই তোমরা (দু'জন) করবে | تثنية | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| لَنَفْعَلَنَّ | অতি অবশ্যই আমরা (দু'জন) করব | تثنية | مذكر<br>مؤنث | متكلم |

## سلسلة المستقبل المجهول مع لام التوكيد و النون الثقيلة

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| لَيُفْعَلَنَّ<br>لَتُفْعَلَنَّ | অতি অবশ্যই তাকে করা হবে। | واحد | مذكر / مؤنث | غائب |
| لَتُفْعَلَنَّ<br>لَتُفْعَلِنَّ | অতি অবশ্যই তোমাকে করা হবে। | واحد | مذكر / مؤنث | حاضر |
| لَأُفْعَلَنَّ | অতি অবশ্যই আমাকে করা হবে। | واحد | مذكر / مؤنث | متكلم |
| لَيُفْعَلُنَّ<br>لَيُفْعَلْنَانِّ | অতি অবশ্যই তাদের (সকল)-কে করা হবে। | جمع | مذكر / مؤنث | غائب |
| لَتُفْعَلُنَّ<br>لَتُفْعَلْنَانِّ | অতি অবশ্যই তোমাদের (সকল)-কে করা হবে। | جمع | مذكر / مؤنث | حاضر |
| لَنُفْعَلَنَّ | অতি অবশ্যই আমাদের (সকল)-কে করা হবে। | جمع | مذكر / مؤنث | متكلم |
| لَيُفْعَلَانِّ<br>لَتُفْعَلَانِّ | অতি অবশ্যই তাদের (দু'জন)-কে করা হবে। | تثنية | مذكر / مؤنث | غائب |
| لَتُفْعَلَانِّ<br>لَتُفْعَلَانِّ | অতি অবশ্যই তোমাদের (দু'জন)-কে করা হবে। | تثنية | مذكر / مؤنث | حاضر |
| لَنُفْعَلَنَّ | অতি অবশ্যই আমাদের (দু'জন)-কে করা হবে। | تثنية | مذكر / مؤنث | متكلم |

## অনুশীলনী

১। নীচে প্রদত্ত صيغه এর لام التوكيد مع النون الثقيله গুলোর ميزان দ্রুত বলে যাও।

واحد متكلم معروف - واحد مذكر مجهول - جمع مذكر غائب مجهول
جمع مؤنث حاضر مجهول - تثنيه مؤنث حاضر معروف - واحد متكلم
تثنيه مذكر غائب مجهول - جمع متكلم معروف - تثنيه مذكر حاضر
جمع مذكر حاضر - واحد مؤنث حاضر مجهول

২। উপরের প্রতিটি صيغة এর পাঁচটি করে موزون অর্থসহ বলো।

৩। নীচের موزون গুলোর পরিচয় অর্থসহ দ্রুত বলো।

لَيَموتُنَّ - لَتُسْأَلِنَّ - لَأَذْبَحَنَّ - لَيُخْرَجَنَّ - لَيَتَعَلَّمْنَانِّ - لَتُجاهِدُنَّ

৪। আরবীতে বলো।

আমরা অতি অবশ্যই সাহায্য করবো । তাদেরকে অতি অবশ্যই তলব করা হবে। তোমাদের দুজনকে অতি অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে । তাকে অতি অবশ্যই পাঠানো হবে । তোমরা কিছুতেই মুছবে না। তারা দু'জন সাঁতার কেটেছে। তোমাকে অতি অবশ্যই খাওয়ানো হবে । আমরা অতি অবশ্যই শিখবো । তারা অতি অবশ্যই সফর করবে । সে অতি অবশ্যই সত্য বলবে ।

৫। নীচের ছীগাগুলোর ميزان অতিদ্রুত বলে যাও।

( ক ) ماضي مطلق معروف ، جمع مذكر غائب

( খ ) مضارع مجهول ، تثنيه مؤنث غائب

( গ ) الماضي المنفي بلم ، في المضارع المعروف ، واحد مؤنث حاضر

( ঘ ) لام التوكيد مع النون الثقيله في المستقبل المجهول ، جمع مؤنث حاضر

( ঙ ) النفي المؤكد بلن في المستقبل المعروف ، تثنيه مذكر غائب

( চ ) لام التوكيد مع النون الثقيلة في المستقبل المعروف، تثنيه مؤنث حاضر

ماضي استمراري مجهول ، جمع مؤنث حاضر ( ছ )

مضارع منفي مجهول ، جمع مذكر غائب ( জ )

৬। উপরের প্রতিটি صيغة এর পাঁচটি করে موزون দ্রুত অর্থসহ বলে যাও।

৭। নীচের প্রতিটি موزون এর পরিচয় অর্থসহ অতিদ্রুত বলে যাও।

شَرِبُوا - لايَلْبَسُوْنَ - لَمْ تَفْهَمُوا - عُرِفُوا - لَاَفْهَمَنَّ - سُئِلَتْ - لَيَسْتَعْمِلُنَّ
لَتُبْعَثُنَّ - ما رَبِحَتْ - عَبَدُوا - سَبَحْتُم - لَيُقْتَلَانِّ - لَيَتَصَدَّقْنَانِّ -
كانُوا يُعْرَفُونَ - ما كُنتم تُحِبُّونَ - كُنَّا لا نَفْهَمُ - كانَا يَعْبُدانِ - لَتُنْصَرَنَّ -
لن يُمْنَعْنَ - ما كنتُ أَسْأَلُ - لم تَنْزِلَا - لَتَتَعَلَّمْنانِّ - ظُلِمُوا - كانوا كَتَبُوا -
لَيُجاهِدُنَّ - لم تَبْتَسِمِيْ - لَيُطْعِمْنَانِّ - لاتُكَلِّمْنَ

৮। আরবী বলো।

আমরা অতি অবশ্যই ফিরবো । তোমরা দু'জন জুলুম করো নি । তারা কিছুতেই বসবে না । তোমরা অতি অবশ্যই বুঝবে । তুমি পড়তে । আমাকে অতি অবশ্যই সাহায্য করা হবে । তোমরা দু'জন ক্রয় করো নি । তাদেরকে অবশ্যই শেখানো হবে ।

## প্রশ্নমালা

১। مضارع এর শেষে نون التوكيد যোগ করতে হলে তার শুরুতে কি যোগ করা শর্ত ?

২। نون التوكيد কত প্রকার ও কি কি ?

৩। نون خفيفه ও نون ثقيله কাকে বলে ?

৪। نون التوكيد কোন কোন فعل এর শেষে যুক্ত হয় ?

৫। مضارع ছাড়া আর কোথায় نون التوكيد যুক্ত হয় ?

৬। أمر ছাড়া আর কোথায় نون التوكيد যুক্ত হয় ?

৭। نهي ছাড়া আর কোথায় نون التوكيد যুক্ত হয় ?

৮। نون التوكيد এর পূর্বে কয়টি ছীগায় فتحه যুক্ত হয় এবং সেগুলো কি কি ?

৯। واحد এর কোন ছীগায় نون ثقيله এর পূর্বে كسره হয় ?

১০। واحد مؤنث حاضر এর ক্ষেত্রে نون ثقيله এর পূর্বে কোন হরকত হবে ?

১১। جمع مذكر এর দুই ছীগায় نون ثقيله এর পূর্বে কোন হরকত হবে ?

১২। نون ثقيله এর পূর্বে কোন কোন ছীগায় الف থাকে ?

১৩। تثنيه এর صيغه গুলোতে نون ثقيله এর পূর্ববর্তী الف টি কি যুক্ত হয়েছে না আগে থেকেই ছিলো ?

১৪। جمع مؤنث এর দুই ছীগায় نون ثقيله এর পূর্বে الف যোগ করার কারণ কি?

১৫। نون ثقيله কখন মাফতূহ এবং কখন মাকসূর হয় ?

১৬। مضارع এর শেষে نون ثقيله যোগ করার পূর্ণ নিয়ম বলো ?

১৭। কোন কোন صيغه এর শেষে نون خفيفه যুক্ত হয় বলো ।

১৮। কোন কোন صيغة এর শেষে نون خفيفة যুক্ত হয় না বল।

যারা মিথ্যা কথা বলে তাদের যেহেন দুর্বল হয়ে যায়, স্মৃতিশক্তি কমে যায়। ইলম হাছিল করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

–বোরহানুদ্দীন মিরগীনানী (রহঃ)

# بَيَانُ الأَمْرِ

## আদেশ-ক্রিয়া

একথা তুমি জানো যে, আদেশবাচক ক্রিয়াকে فعل الامر বলে।

আর فعلُ الامرِ দু' প্রকার, যথা– فِعلُ الأمرِ المعروفُ ও فِعْلُ الأمرِ المجهولُ

فعلُ الأمرِ المعروفُ আবার দু' প্রকার। أمر غائب و متكلم - أمر حاضر معروف

## كيف يبنى الأمر الحاضر المعروف

### আমরে হাযের মারূফ বানানোর নিয়ম

أمر حاضر معروف এর صيغه মোট ছয়টি। যথা –

(ক) واحد مذكر حاضر (খ) واحد مؤنث حاضر (গ) جمع مذكر حاضر

(ঘ) جمع مؤنث حاضر (ঙ) تثنيه مذكر حاضر (চ) تثنيه مؤنث حاضر

এখন أمر حاضر معروف এর যে صيغه তুমি বানাতে চাও مضارع এর ঠিক ঐ ছীগার শুরু থেকে علامةُ المضارِع ফেলে দাও এবং শুরুতে همزة الوصل যোগ করো এবং نونُ الإعرابِ ফেলে দাও। আর نونُ الإعرابِ না থাকলে লাম-কলিমাকে সাকিন করো। কিন্তু লাম-কালিমা হরফে ইল্লত হলে তা ফেলে দাও।

مضارع এর আইন-কালিমা مضموم হলে همزةُ الوصل সর্বদা مضموم হবে। অন্যথায় مكسور হবে। যেমন, تَنصُرُ থেকে أُنْصُرْ এবং تَفتَحُ থেকে إِفتَحْ এবং تَجْلِسُ থেকে إِجْلِسْ

علامة المضارع এর পরবর্তী হরফটি সাকিন না হলে همزة الوصل যোগ করার প্রয়োজন নেই। যেমন تَعِدُ থেকে عِدْ

# كيف يُبْنَى الأَمْرُ الغائِبُ وَ المُتَكَلِّمُ

## أَمْرِ غَـائِبْ و مُتَكَلِّمْ বানানোর নিয়ম

مضارع غائب و متكلم এর শুরুতে لَامُ الاَمْرِ যোগ করো এবং نُوْنُ الإِعْرَابِ থাকলে তাও ফেলে দাও। লাম-কালিমাকে সাকিন করো কিন্তু লাম-কালিমা হরফে ইল্লত হলে ফেলে দাও।

নীচে আমরা أَمْرِ غَائِبْ و مُتَكَلِّمْ এবং أَمْرِ حَاضِر এর পূর্ণ সিলসিলা বা ক্রিয়ামালা পেশ করছি। ভালো ভাবে তা মুখস্থ করে নাও।

امر غائب و متكلم এর তরজমা বাংলায় সাধারণতঃ এভাবে করা হয়। সে বা তারা যেন করে। আমি বা আমরা যেন করি। সে বা তারা করুক। তার বা তাদের করা উচিত। আমার বা আমাদের করা উচিত।

যারা খুশু-খুযু এবং ইহতিমামের সাথে নামায আদায় করে আল্লাহ তাদেরকে ইলম দান করেন। হযরত আলী ইবনুল হাসান (রাঃ) যখন অযু করতেন তখন তাঁর চেহারা (ভয়ে) ফেকাশে হয়ে যেতো।

একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, অযুর সময় আপনার এমন অবস্থা হয় কেন?

তিনি বললেন, তোমরা কি জানো, এখন আমি কোন মহান সত্তার সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি?!

–আল্লামা ইবনুল জাওযী (রহঃ)

## سلسلة الأمر المعروف

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| لِيَفْعَلْ<br>لِتَفْعَلْ | সে যেন করে | واحد | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| اِفْعَلْ<br>اِفْعَلِيْ | তুমি করো | واحد | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| لِأَفْعَلْ | আমি যেন করি | واحد | مذكر<br>مؤنث | متكلم |
| لِيَفْعَلُوا<br>لِيَفْعَلْنَ | তারা (সকলে) যেন করে | جمع | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| اِفْعَلُوا<br>اِفْعَلْنَ | তোমরা (সকলে) করো। | جمع | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| لِنَفْعَلْ | আমরা (সকলে) যেন করি | جمع | مذكر<br>مؤنث | متكلم |
| لِيَفْعَلَا<br>لِتَفْعَلَا | তারা (দু'জন) যেন করে | تثنية | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| اِفْعَلَا<br>اِفْعَلَا | তোমরা (দু'জন) যেন করো | تثنية | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| لِنَفْعَلْ | আমরা (দু'জন) যেন করি | تثنية | مذكر<br>مؤنث | متكلم |

# كيف يُبْنَى الأَمْرُ المَجْهولُ

## আমরে মাজহূল বনানোর নিয়ম

لَامُ الأَمْرِ এর সকল ছীগা مضارع এর শুরুতে أمرِ مَجْهُول যোগ করে তৈরী করা হয়। نُوْنُ الإعرابِ থাকলে তা পড়ে যাবে। نون الإعراب না থাকলে লাম-কালিমা সাকিন হবে। পক্ষান্তরে লাম-কালিমা হরফে ইল্লত হলে তা পড়ে যাবে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় أمر مجهول এর পূর্ণ سلسله বা ক্রিয়ামালা পেশ করছি ; ভালো ভাবে মুখস্থ করে নাও।

أمر مجهول এর তরজমা বাংলায় এভাবে করা হয়। তাকে করা হোক। তাকে যেন করা হয়। তাকে করা উচিত।

## سلسلة الأمر المجهول

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| لِيُفْعَلْ / لِتُفْعَلْ | তাকে করা হোক | واحد | مذكر / مؤنث | غائب |
| لِتُفْعَلْ / لِتُفْعَلِيْ | তোমাকে করা হোক | واحد | مذكر / مؤنث | حاضر |
| لأُفْعَلْ | আমাকে করা হোক | واحد | مذكر / مؤنث | متكلم |
| لِيُفْعَلُوا / لِيُفْعَلْنَ | তাদের (সকল)-কে করা হোক | جمع | مذكر / مؤنث | غائب |
| لِتُفْعَلُوا / لِتُفْعَلْنَ | তোমাদের (সকল)-কে করা হোক | جمع | مذكر / مؤنث | حاضر |
| لِنُفْعَلْ | আমাদের (সকল)-কে করা হোক | جمع | مذكر / مؤنث | متكلم |
| لِيُفْعَلا / لِتُفْعَلا | তাদের (দু' জন)-কে করা হোক | تثنية | مذكر / مؤنث | غائب |
| لِتُفْعَلا / لِتُفْعَلا | তোমাদের (দু' জন)-কে করা হোক | تثنية | مذكر / مؤنث | حاضر |
| لِنُفْعَلْ | আমাদের (দু' জন)-কে করা হোক | تثنية | مذكر / مؤنث | متكلم |

## অনুশীলনী

১। নীচে আমরের ميزان গুলোর পরিচয় অর্থসহ দ্রুত বলে যাও।

**اِفْعَلُوا - لِيَفْعَلْنَ - لِيَفْعَلا - اِفْعَلِيْ - اِفْعَلْنَ - اِفْعَلا - لِأُفْعَلْ - لِيُفْعَلُوا**
**لِتَفْعَلْ - لِتُفْعَلِي - لِتَفْعَلا**

১। উপরের প্রতিটি وزن এর বিপরীতে পাঁচটি করে موزون অর্থসহ দ্রুত বলে যাও।

৩। নীচের প্রতিটি ফেয়েলের পরিচয় অর্থসহ দ্রুত বলে যাও।

**غَرَبَتْ - أُرْقُدُوا - لَأَسْمَعَنَّ - لِيَفْهَمْنَ - لن تَشْرَبُوا - كانوا يُسْأَلُونَ - كنتُم مُنِعْتُمْ - لَيُحْفَظُنَّ - لَيَجْمَعَانِّ - لِيُسَافِرُوا - لِنَتَعَلَّمْ - ما نَوَّرُوا - لِيَمْسَحُوا لَيَسْتَعْمِلُنَّ - لَيَنْزِلْنَانِّ - نَمْنَعُ - أُخْرِجَا - لِيَلْبَسُوا - لِيَدْعُ - اِمْشِ**

৪। আরবী বলো।

আমাদের বোঝা উচিৎ । তারা যেন সাহায্য করে । আমাদেরকে কিছুতেই বাধা দেয়া হবে না । তোমরা জমা করবে। তারা অতি অবশ্যই ত্যাগ করবে। তোমাদেরকে পাঠানো হোক । তারা দু'জন যেন ফিরে আসে । তোমরা দু'জন অতি অবশ্যই সফর করবে । তারা সাদকা করে নি । তারা দু'জন যেন সাদকা করে। আমাদেরকে মানা করা হতো। তারা অতি অবশ্যই কাটবে। তোমরা দু'জন খেয়েছিলে। আমরা বুঝতাম।

৫। নীচের প্রতিটি শিরোনামের জন্য একটি করে ফেয়েল অতিদ্রুত বলে যাও।

( ক ) أمر حاضر معروف ، جمع مؤنث

( খ ) أمر حاضرمجهول ، جمع مذكر

( গ ) الماضي المنفي بلم في المضارع المعروف ، واحد مؤنث حاضر

( ঘ ) أمر حاضر مجهول ، تثنيه مؤنث و مذكر

لام التوكيد مع النون الثقيلة في المستقبل المجهول ، تثنيه مذكر غائب ( ঙ )

ماضي استمراري معروف ، جمع متكلم ( চ )

لام التوكيد مع النون الخفيفه في المستقبل المعروف ، جمع مذكر حاضر ( ছ )

## প্রশ্নমালা

১। أمر معروف এর কয়টি ছীগা لام الامر ছাড়া তৈরী হয় ?

২। أمر এর কয়টি ছীগা لام الامر যোগে তৈরী হয় ?

৩। فعل أمر কোন ফেয়েল থেকে তৈরী করা হয় ?

৪। কোন فعل এর শুরুতে لام الامر যোগ করা হয় ?

৫। فعل مضارع এর শুরুতে لام الامر এসে তাতে কি কি পরিবর্তন ঘটায়?

৬। أمر مجهول এর কয়টি ফেয়েল لام الامر যোগ করে তৈরী করা হয় ?

৭। আমলের ক্ষেত্রে لام الامر এর অনুরূপ হরফ কোনটি ?

৮। أمر حاضر معروف বানানোর নিয়ম কি ?

৯। فعل مضارع এর কোন صيغه থেকে أمر حاضر معروف তৈরী করা হয় ?

১০। কখন أمر حاضر معروف এর শুরুতে همزه الوصل যোগ করা হয় ?

১১। أمر حاضرمعروف এর শুরুতে همزه الوصل কখন কোন হরকতবিশিষ্ট হয় ?

১২। أمر حاضر معروف এর শুরুতে همزه الوصل কেন যোগ করা হয় ?

১৩। قل এখানে শুরুতে همزه الوصل যোগ করার প্রয়োজন নেই কেন ?

# بَيَانُ نونِ التَّوْكيدِ مَعَ الاَمْرِ وَ النَّهْيِ

একথা তুমি নিশ্চয় জেনে এসেছো যে, فعل مضارع এর শেষে যেমন نون التوكيد যুক্ত হয় তেমনি أمر ও نهي এর শেষেও نُون التوكيدِ যুক্ত হয়ে থাকে।

কিন্তু এখানে আমরা নূনে তাকীদযুক্ত سلسلة الامرِ ও سلسلة النهي পেশ করব না, কেননা এর ব্যবহার খুবই কম, সুতরাং তা মশক করার প্রয়োজন নেই। শুধু জেনে রাখো , যাতে কখনো প্রয়োজন হলে কাজে আসে।

## অনুশীলনী

১। নীছের ميزان গুলোর পরিচয় দ্রুত বলে যাও।

لِيَفْعَلَنَّ - اِفْعَلُنَّ - لِتُفْعَلُنَّ - لِاَفْعَلَنَّ - لِيَفْعَلانِّ - لَتَفْعَلَنَّ - لِيَفْعَلْنَانِّ

২। উপরের প্রতিটি ميزان এর অনুরূপ পাঁচটি করে موزون অর্থসহ বলে যাও।

৩। নীচের প্রতিটি صيغه এর পরিচয় অর্থসহ দ্রুত বলে যাও।

لَأَمْنَعَنَّ - لِيَقْتُلُنَّ - اُنْصُرْنَ - اِسْمَعِنَّ - لَيُسْأَلْنَانِّ - لِنُتْرَكَنَّ - لن يَقْتَرِبْنَ -
لم تَتَعَلَّمْ - لَأَذْبَحَنَّ - لَتُسْأَلُنَّ - لم تُسافِرَا - كنتُمْ تُجاهِدُوْنَ - لَيَصْدُقُنَّ

৪। নীচের প্রতিটি শিরোনামের জন্য একটি করে موزون অর্থসহ বলে যাও।

( ক ) ماضي استمراري معروف ، جمع مذكر حاضر

( খ ) الماضي المنفي بلم في المضارع المجهول ، تثنيه مؤنث غائب

( গ ) لام التوكيد مع النون الثقيله في المضارع المعروف ، واحد مؤنث حاضر

( ঘ ) النفي المؤكد بلن في المستقبل المجهول ، جمع مؤنث حاضر

( ঙ ) أمر حاضر معروف مع النون الثقيله ، جمع مذكر

( চ ) أمر مجهول ، جمع مؤنث غائب

৫। আরবীতে বলো।

তোমরা অবশ্যই তাকে সাহায্য করবে । তাকে অবশ্যই ব্যবহার করা হবে । তুমি পড়ে গিয়েছিলে । আমাদেরকে অবশ্যই একত্র করা হবে। তোমরা দু'জন বুঝতে না । তাদের দু'জনকে প্রশ্ন করা হোক । তোমরা দু'জন অতি অবশ্যই নিকটবর্তী হবে। তাদেরকে হত্যা করা হোক। তোমরা অতি অবশ্যই শিখবে।

যিনি আমাকে একটি হরফ শিক্ষা দান করেছেন আমি তার ক্রীতদাস। ইচ্ছা হলে তিনি আমাকে বিক্রি করতে পারেন, ইচ্ছা হলে আযাদ করতে পারেন।

– হযরত আলী (রাঃ)

# بَيانُ النَّهْيِ

## নিষেধ-ক্রিয়া প্রসংগ

فعل النهي বানানোর নিয়ম এই যে, مضارع এর শুরুতে لا النَّاهِيَةُ যোগ করো এবং শেষে যাম্মা থাকলে সাকিন করো। আর نون الإعراب থাকলে তা ফেলে দাও। তবে جمع المؤنث এর نون বহাল থাকবে। কোন ফেয়েলের শেষে واو বা ياء থাকলে তা পড়ে যাবে। যেমন, يَنْسٰى থেকে لا يَنْسَ ( সে যেন না ভুলে )

الطريق إلى العربيه কিতাবেই তুমি سلسلة أفعال النهي পড়ে এসেছো। এখানে পুনরায় আমরা তা পেশ করছি। ভালো ভাবে মুখস্থ করে নাও।

نهي حاضر معروف এর বাংলা তরজমা হলো তুমি বা তোমরা করো না।

অন্যান্য نهي এর তরজমা এরকম হয়। সে বা তারা না করুক। সে বা তারা যেন না করে। তারা বা তাদের না করা উচিত।

তাকে বা তাদেরকে যেন না করা হয়। তাকে বা তাদেরকে না করা উচিত। তাকে বা তাদেরকে না করা হোক। ইত্যাদি।

قال الله تعالى :

و من يتوكل على الله فهو حسبه *

যে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।

## سلسلة النهي المعروف

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| لا يَفْعَلْ / لا تَفْعَلْ | সে যেন না করে | واحد | مذكر / مؤنث | غائب |
| لا تَفْعَلْ / لا تَفْعَلِي | তুমি করোনা | واحد | مذكر / مؤنث | حاضر |
| لا أَفْعَلْ | আমি যেন না করি | واحد | مذكر / مؤنث | متكلم |
| لا يَفْعَلُوا / لا يَفْعَلْنَ | তারা (সকলে) যেন না করে। | جمع | مذكر / مؤنث | غائب |
| لا تَفْعَلُوا / لا تَفْعَلْنَ | তোমরা (সকলে) করোনা | جمع | مذكر / مؤنث | حاضر |
| لا نَفْعَلْ | আমরা (সকলে) যেন না করি | جمع | مذكر / مؤنث | متكلم |
| لا يَفْعَلا / لا تَفْعَلا | তারা (দু'জন) যেন না করে। | تثنية | مذكر / مؤنث | غائب |
| لا تَفْعَلا / لا تَفْعَلا | তোমরা (দু'জন) করোনা | تثنية | مذكر / مؤنث | حاضر |
| لا نَفْعَلْ | আমরা (দু'জন) যেন না করি। | تثنية | مذكر / مؤنث | متكلم |

## سلسلة النهي المجهول

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| لا يُفْعَلْ<br>لا تُفْعَلْ | তাকে না করা হোক | واحد | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| لا تُفْعَلْ<br>لا تُفْعَلِي | তোমাকে না করা হোক | واحد | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| لا أُفْعَلْ | আমাকে না করা হোক | واحد | مذكر<br>مؤنث | متكلم |
| لا يُفْعَلُوا<br>لا يُفْعَلْنَ | তাদের (সকল)-কে না করা হোক | جمع | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| لا تُفْعَلُوا<br>لا تُفْعَلْنَ | তোমাদের (সকল)-কে না করা হোক | جمع | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| لا نُفْعَلْ | আমাদের (সকল)-কে না করা হোক | جمع | مذكر<br>مؤنث | متكلم |
| لا يُفْعَلَا<br>لا تُفْعَلَا | তাদের (দু'জন)-কে না করা হোক | تثنية | مذكر<br>مؤنث | غائب |
| لا تُفْعَلَا<br>لا تُفْعَلَا | তোমাদের (দু'জন)-কে না করা হোক | تثنية | مذكر<br>مؤنث | حاضر |
| لا نُفْعَلْ | আমাদের (দু'জন)-কে না করা হোক | تثنية | مذكر<br>مؤنث | متكلم |

أمر এর মত نهي এর শেষেও نون خفيفه ও نون ثقيله যুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে সেগুলোর سلسله الافعال ক্রিয়ামালা পেশ করা হলো না , তবে আশা করি প্রয়োজনের সময় তোমরা নিজেরাই তা বুঝতে পারবে।

তুমি যদি বিনয় অর্জন করো এবং অহংকার বর্জন করো তাহলে তোমার কলবের দিকে আল্লাহর পক্ষ হতে ইলমের স্রোত প্রবাহিত হবে।

–ইমাম নববী (রহঃ)

# بحث أوزان الاسم

## ইসমের মীযান বা পরিমাপ প্রসংগ

এতক্ষণ তোমরা বিভিন্ন فعل তৈরীর নিয়ম এবং সেগুলোর ميزان মুখস্থ করেছো এখন আমরা বিভিন্ন اسم এর ميزان সম্পর্কে আলোচনা করবো।

ইসমের পরিচয় তো তুমি জেনে এসেছো, আরেকবার তা দেখে নাও।

علم الصرف এর পরিভাষায় اشتقاق ( বা শব্দ নির্গতি ) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর অর্থ হলো , একটি মূল শব্দ থেকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে অন্য একটি শব্দ নির্গত হওয়া। যেমন النصر মাছদারটি থেকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে نصر ফেয়েলটি নির্গত হয়েছে। তদ্রূপ ناصر ইসমটি নির্গত হয়েছে।

এই اشتقاق ( বা নির্গতি ) হিসাবে اسم তিন প্রকার , যথা -

مصدر - مشتق - جامد

مصدر ঐ ইসমকে বলে যার থেকে فعل ও বিভিন্ন اسم নির্গত হয়। (মাছদার অন্য কোন শব্দ থেকে নির্গত হয় নি বরং বিভিন্ন হরফ যোগ করে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।)

এজন্য মাছদার হলো মূল এবং তার থেকে নির্গত ফেয়েল ও ইসমগুলো হলো তার শাখা-প্রশাখা।

مشتق ( اسم ) ঐ ইসমকে বলে যা مصدر থেকে বিভিন্ন ওজনে নির্গত হয়। যেমন علم থেকে عالم ও معلوم শব্দ দু'টি নির্গত হয়েছে।

جامد ঐ ইসমকে বলে যা নিজেও অন্য শব্দ থেকে নির্গত হয় নি এবং তার থেকেও অন্য কোন শব্দ নির্গত হয় নি। যেমন انسان، فرس، رجل

# أوزان المصدر

رباعي ও ثلاثي مزيد এর প্রতিটি বাবের মাছদারগুলো অভিন্ন ওজনে এবং একই মাপে এসে থাকে, ফলে মাছদার দেখেই বোঝা যায় যে, এটা কোন বাবের মাছদার। কিন্তু ثلاثي مجرد এর أبواب এর মাছদার গুলোর ميزان বা শব্দ-মাপ নেই। বরং একেক মাছদার একেক ميزان অনুসারে এসে থাকে। ফলে মাছদার দেখে বোঝা যায় না যে, এটা কোন বাবের মাছদার। তাই প্রতি মাছদারের বাব আলাদা মুখস্থ করতে হয়। ثلاثي مجرد এর মাছদারগুলোর ميزان বা শব্দ-মাপ প্রায় পঞ্চাশটি। তবে এখানে আমরা শুধু বহুল ব্যবহৃত ميزان বা শব্দ-মাপগুলো পেশ করছি।

এগুলো ভালো ভাবে মুখস্থ করে নাও।

| | |
|---|---|
| فَعْلٌ | نصر - ضرب - فتح - سمع - فهم - قطع |
| فِعْلٌ | فسق - ضحك - حفظ |
| فُعْلٌ | شكر - شرب - حسن - قرب - بعد |
| فَعْلَةٌ | رحمة - توبة - نشأة |
| فِعْلَةٌ | خطبة |
| فُعْلَةٌ | خطبة - قدرة - سرعة - نصرة |
| فَعَلٌ | فرح - طلب - ندم - أسف |
| فَعَلَةٌ | غلبة |
| فَعِلَةٌ | سرقة |
| فَعَالٌ | ذهاب - سماع - نجاح |

| | |
|---|---|
| فِعَالٌ | قيام - صيام - نيام - صياح |
| فُعَالٌ | صراخ |
| فَعَالَةٌ | خطابة - زهادة - ندامة - جرائة |
| فِعالَةٌ | حكاية - سباحة - دراية |
| فُعُولٌ | جلوس - سكوت - سقوط - غروب |
| مَفْعَلٌ | مدخل - مجلس |
| مَفْعِلٌ | مرجع |
| مَفْعِلَةٌ | محمدة - مغفرة - معصية |
| فِعْلَانٌ | حرمان - عصيان - رضوان |
| فُعْلَانٌ | غفران - كفران - عدوان |
| فَعَلان | جريان - سيلان |
| فَعْلُولَةٌ | قيلولة |

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

যে ইলম আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হাছিল করা কর্তব্য সেই ইলম কেউ যদি দুনিয়ার কোন কিছু লাভ করার জন্য হাছিল করে তাহলে কেয়ামতের দিন সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। (অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ পাঁচশ' বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়।)

# بَيـانُ الاسْمِ المُشْـتَقِّ

ফেয়েল থেকে নির্গত ইসম মোট ছয় প্রকার। যথা–

اسمُ الفـاعِـلِ – اسمُ المفـعولِ – اسمُ التَّـفْـضِـيـلِ – اسمُ الآلَـةِ – اسمُ الظَّـرْفِ الصِّـفَـةُ المُشَـبَّـهَـةُ

# اسم الفاعل

اسم الفاعل হলো فعل থেকে নির্গত ঐ ইসম যা উক্ত ফেয়েলের فاعل কে বোঝায় যেমন –

نَصَرَ خالِدٌ ماجِدًا، فَخَالِدٌ نَاصِرٌ

এখানে نَاصِرٌ ইসমটি نَصَرَ থেকে নির্গত হয়েছে এবং তা نَصَرَ এর فاعِل কে বুঝিয়েছে।

ثلاثي مجرد এর اسم الفاعل এর سلسلة الأوزان নিম্নরূপ –

| واحد مذكر و مؤنث | تثنية مذكر و مؤنث | جمع مذكر و مؤنث |
|---|---|---|
| فَـاعِـلٌ – فَـاعِـلَـةٌ | فَـاعِـلَانِ – فَـاعِـلَـتَـانِ | فَـاعِلُوْنَ – فَـاعِـلَاتٌ |

## অনুশীলনী

১। নীচের মাছদারগুলো থেকে اسم الفاعل এর سلسلة الأوزان মুখস্থ করো।

النَّصْرُ – السُّؤَالُ – الصِّدْقُ – القَطْعُ – الذَّبْحُ – الصَّوْمُ – البَيْعُ – الرُّجُوعُ
التَّوْبَةُ – السُّقُوْطُ – النُّزُولُ – السِّبَاحَةُ – الغَسْلُ – الكِتَـابَةُ – القِرَاءَةُ

এখানে একটি জরুরী বিষয় মনে রাখতে হবে যে, আরবীতে ইসমুল ফায়েল যেমন এক ওজনে তৈরী হচ্ছে বাংলায় তার তরজমা কিন্তু একরকম করা যায় না। একেক ক্ষেত্রে একেক রকম করতে হয়। কেননা বাংলা ইসমুল ফায়েলের একক কোন রূপ নেই।

তবে সাধারণতঃ 'কারী' যোগ করে বাংলা ইসমুল ফায়েল তৈরী করা হয়। যেমন – পাঠকারী, শ্রবণকারী, প্রশ্নকারী ইত্যাদি। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে

একক শব্দ ব্যবহৃত হয়, যেমন– পাঠক, শ্রোতা, লেখক ইত্যাদি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এভাবে বলতে হয় سَاقِطٌ অর্থ – এমন একজন (পুরুষ বা নারী) যে পড়ে যায়। কখনো এভাবে বলতে হয়, جَالِسٌ অর্থ – একজন বসে থাকা মানুষ।

উপরের আলোচনার আলোকে নীচের اسم الفاعل গুলোর অর্থ বলো।

نَازِلٌ - جَالِسُوْنَ - صَادِقَتَانِ - كَاتِبَاتٌ - سَاقِطَانِ - صَائِمَاتٌ - تَائِبَةٌ
سَابِحَانِ - فَاتِحَاتٌ - مَاسِحُوْنَ

৩। আরবী বলো।।

এমন একজন পুরুষ যে মোছে। কয়েকজন হত্যাকারী নারী। দুজন বাধাদানকারী পুরুষ। এমন দুজন নারী যারা ধোয়। কয়েকজন খেলোয়াড়। পড়ে যাওয়া ( দিরহাম )

দ্বীনের ইলম হাছিল করতে এসে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না। ইনশাআল্লাহ অবশ্যই সে লাভবান হবে। দুনিয়াতেও লাভবান হবে, আখেরাতেও লাভবান হবে।

কিন্তু তুমি যদি ইলমের হক আদায় না করো, সময়ের কদর না করো এবং মেহনত না করো।

সর্বোপরি তুমি যদি আল্লাহর হুকুম মত এবং নবীর সুন্নত তরীকা মত জীবন না গড়ো তাহলে দোষ কার বলো ?!

# اسم المفعول

اسم المفعول হলো فعل থেকে নির্গত ঐ ইসম যা উক্ত ফেয়েলের মাফউলে বিহীকে বোঝায়। যেমন –

نَصَرَ خَالِدٌ مَاجِدًا ، فَمَاجِدٌ مَنْصُورٌ

এখানে مَنْصُورٌ শব্দটি نَصَرَ ফেয়েলের مفعول به কে বোঝাচ্ছে।

ثلاثي مجرد এর اسم المفعول এর سلسلة الأوزان নিম্নরূপ –

| جمع مذكر و مؤنث | تثنيه مذكر و مؤنث | واحد مذكر و مؤنث |
|---|---|---|
| مَفْعُولُوْنَ - مَفْعُولاَتٌ | مَفْعُولاَنِ - مَفْعُولَتَانِ | مَفْعُوْلٌ - مَفْعُولَةٌ |

তবে মনে রাখতে হবে যে, اسم المفعول শুধু فعل متعدي থেকেই তৈরী হয়, فعل لازم থেকে তৈরী হয় না। কেননা فعل متعدي সর্বদা مفعول به দাবী করে, কিন্তু فعل لازم কখনো مفعول به দাবী করে না।

আরবীতে اسم المفعول এর নিজস্ব ميزان রয়েছে। বাংলায় তেমন একক শব্দ-মাপ নেই। তাই اسم المفعول এর তরজমা বিভিন্ন ভাবে করতে হয়। তবে সাধারণতঃ 'কৃত' শব্দটি যোগ করে اسم المفعول এর তরজমা করা হয়। যেমন, مَمْنُوعٌ বাধা দানকৃত। مَسْرُوْقٌ চুরিকৃত। مَحْفُوظٌ হেফাজতকৃত। ইত্যাদি। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এক শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন–مَقْتُولٌ নিহত। مَأْخُوذٌ ধৃত। مَضْرُوبٌ প্রহৃত। ইত্যাদি।

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এভাবে বলতে হয়। مَغْسُولٌ যা ধোয়া হয়েছে। مَأْكُولٌ যা খাওয়া হয়েছে।

আবার ক্ষেত্রবিশেষে বাংলা মাছদারকেও اسم المفعول এর অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন ثَوْبٌ مَغْسُولٌ ধোয়া কপড়। خِطَابٌ مَكْتُوبٌ بِالْخَطِّ الْجَمِيلِ সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা চিঠি। ইত্যাদি।

## অনুশীলনী

১। নীচের মাছদারগুলো থেকে اسم المفعول এর سلسلة الأوزان মুখস্থ করো।

النصر - الغسل - الذبح - السؤال - القتل - المنع - الأخذ - القطع

২। নীচের اسم المفعول গুলোর অর্থ বলো।

ممنوعون - مقتولة - منصورات - مأخوذان - مسؤول - مذبوحتان

৩। নীচের বাংলা ইসমুল মাফউলগুলোর আরবী বলো।

এমন একজন পুরুষ যাকে হত্যা করা হয়েছে। এমন কয়েকজন নারী যাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছে। দুজন সাহায্যকৃত পুরুষ। একজন পরিচিতা নারী। ধরা পড়া চোর। রান্না করা গোশত।

## প্রশ্নমালা

১। اسم الفاعل কাকে বলে ?

২। যে ইসম فعل থেকে নির্গত হয়ে উক্ত ফেয়েলের فاعل কে বোঝায় তাকে কি বলে ?

৩। كاتب শব্দটি যে اسم الفاعل তা ব্যাখ্যা করে বোঝাও।

৪। اسم المفعول এর পরিচয় বলো ?

৫। যে ইসম فعل থেকে নির্গত হয়ে উক্ত ফেয়েলের مفعول به কে বোঝায় তাকে কি বলে ?

৬। সংখ্যায় اسم الفاعل বেশী না اسم المفعول তা বুঝিয়ে বলো।

৭। مظلوم শব্দটি اسم المفعول তা বুঝিয়ে বলো।

৮। اسم المفعول কোন ধরনের ফেয়েল থেকে নির্গত হয় ?

৯। لازم ও متعدي উভয় প্রকার ফেয়েল থেকে اسم الفاعل নির্গত হয় কিন্তু اسم المفعول শুধু فعل متعدي থেকে তৈরী হয়, এর কারণ কি ?

# الصفة المشبهة

الصفة المشبهة ঐ ইসমকে বলে যা فعل لازم থেকে তৈরী হয় এবং এমন ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় যার মাঝে কোন وَصْف স্থায়ী রূপে বিদ্যমান থাকে।

الصفة المشبهة ও اسم الفاعل উভয়ে ঐ ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় যার মাঝে একটি وصف বিদ্যমান রয়েছে। যেমন –

ضارب ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যার মাঝে ضرب এর وصف বিদ্যমান রয়েছে। এটা হলো اسم الفاعل

পক্ষান্তরে جميل বলা হয় এমন ব্যক্তি বা বস্তুকে যার মাঝে جَمَال এর وصف রয়েছে।

তবে উভয়ের মাঝে একটা বড় পার্থক্য রয়েছে। তা এই যে, اسم الفاعل এর وصف অস্থায়ী ও সাময়িক হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে الصفة المشبهة এর وصف স্থায়ী হয়ে থাকে। যেমন, কোন ব্যক্তিকে سامع ঐ সময় বলা হবে যখন শ্রবণ কর্মটি তার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে বা হচ্ছে বা হবে। অর্থাৎ গুণটি যখন তার সাথে সময়সাপেক্ষ ভাবে যুক্ত হবে। পক্ষান্তরে سميع বলা হবে এই হিসাবে যে, সে শ্রবণগুণ ও শ্রবণ যোগ্যতার অধিকারী এবং ঐগুণ3যোগ্যতা তার মাঝে স্থায়ী রূপে বিদ্যমান।

الصفة المشبهة এর ২৮টি ميزان বা শব্দমাপ রয়েছে। এখানে বহুল প্রচলিত কয়েকটি ميزان পেশ করা হচ্ছে।

فَعْلٌ - فِعْلٌ - فُعْلٌ - فَعَلٌ - فَعِلٌ - أَفْعَلُ - فَعْلان - فَاعِلٌ
فَعِيلٌ - فَعُولٌ - فُعَالٌ - فِعَالٌ - فَعَالٌ - فَعَّالٌ - فَعْلاءُ

মনে রাখতে হবে যে, যে সকল فعل রং বা শারীরিক খুঁৎ প্রকাশ করে সেগুলোর الصفة المشبهة সর্বদা أَفْعَلُ ও فَعْلاءُ এই ওজনে এসে থাকে। যেমন–

أَحْمَرُ - أَبْيَضُ - أَسْوَدُ - أَعْمٰى - أَصَمُّ - حَمْرَاءُ - بَيْضَاءُ - عَمْيَاءُ - صَمَّاءُ

## অনুশীলনী

১। فَعِيلٌ ওজনে পাঁচটি الصفة المشبهة বলো।

فَعُوْلٌ ওজনে তিনটি الصفة المشبهة বলো।

فَاعِلٌ ওজনে একটি الصفة المشبهة বলো।

فَعْلان এর তিনটি موزون বলো।

২। নীচের الصفة المشبهة গুলোর ميزان বলো।

صَبُوْرٌ - كَسْلانٌ - سَوْداءُ - أَخْضَرُ

## প্রশ্নমালা

১। الصفة المشبهة এর পরিচয় বলো।

২। الصفة المشبهة কোন ধরনের فعل থেকে তৈরী করা হয় এবং তা কি অর্থ বোঝায়?

৩। اسم الفاعل ও الصفة المشبهة এর মাঝে সম্মিলিত বিষয়টি কি? এবং উভয়ের মাঝে পার্থক্য কি?

৪। صادق শব্দটি কখন اسم الفاعل এবং কখন الصفة المشبهة হবে?

৫। جميل শব্দটি اسم الفاعل নয় কেন?

৬। صابر শব্দটি اسم الفاعل কিন্তু صبور শব্দটি الصفة المشبهة কেন, বলো?

৭। الصفة المشبهة কখন أفعل ও فعلاء এর ওজনে আসে?

৮। রং ও শারীরিক খুঁৎ বিষয়ক الصفة المشبهة গুলো কোন ওজনে এসে থাকে?

# اسم التفضيل

যে ইসম একথা বোঝায় যে, কারো মাঝে কোন গুণ অন্যের তুলনায় বেশী পরিমাণে রয়েছে তাকে اسم التفضيل বলে। যেমন –

رَاشِدٌ أَجْمَلُ مِنْ خَالِدٍ

এখানে أجمل শব্দটি اسم التفضيل কেননা শব্দটি একথা প্রকাশ করছে যে, جمال গুণটি খালেদের তুলনায় রাশেদের মাঝে বেশী পরিমাণে রয়েছে।

নীচে اسم التفضيل এর سلسله الأوزان দেয়া হলো। ভালোভাবে মুখস্থ করে নাও।

أَفْعَلُ - أَفْعَلانِ - أَفْعَلُونَ و أَفَاعِلُ

فُعْلَى - فُعْلَيَانِ - فُعْلَيَاتٌ و فُعَلٌ

তবে মনে রাখতে হবে যে, اسم التفضيل শুধু ثلاثي مجرد থেকেই তৈরী হয়। অন্যান্য বাব থেকে এভাবে اسم التفضيل তৈরী হয় না। সেজন্য ভিন্ন নিয়ম রয়েছে।

## অনুশীলনী

১। নীচের موزن بـه গুলোর পরিচয় বলো।

فُعْلَى - أَفْعَلُونَ - فُعْلَيَانِ - فُعَلٌ - أَفَاعِلُ - أَفْعَلُ - فُعْلَيَاتٌ - أَفْعَلانِ

২। উপরের প্রতিটি ميزان এর একটি করে موزون অর্থসহ বলে যাও।

৩। নীচের فعل ماضي গুলো থেকে اسم التفضيل এর পূর্ণ سلسله মুখস্থ করো।

سَمِعَ - فَرِحَ - كَرُمَ - جَمُلَ - بَخِلَ - حَفِظَ - سَأَلَ

# اِسْمُ الظَّرْفِ

যে ইসম কোন فِعل থেকে নির্গত হয় এবং উক্ত ফেয়েল ঘটার স্থান বা কাল বোঝায় তাকে اسم الظرف বলে। যেমন مَدْخَلٌ শব্দটি دَخَلَ ফেয়েল থেকে নির্গত

হয়েছে এবং তা دُخُولٌ এর সময় বা স্থান বুঝিয়েছে।

مضارع এর আইন-কালিমা مضموم বা مفتوح হলে اسم الظرف হবে مَفْعَلٌ ওজনে। যেমন–

مَسْمَعٌ থেকে يسمَع এবং مَقْتَلٌ থেকে يَقْتُل এবং مَدْخَلٌ থেকে يدخُل

পক্ষান্তরে مضارع এর আইন-কালিমা مكسور হলে اسم الظرف হবে مَفْعِلٌ ওজনে

যেমন, يجلس থেকে مَجْلِسٌ

নীচে اسم الظرف এর سلسلة الأوزان দেয়া হলো। ভালোভাবে মুখস্থ করে নাও।

কোন কোন ক্ষেত্রে مضارع এর আইন-কালিমা مضموم হওয়া সত্ত্বেও তার اسم الظرف নিয়মের বাইরে مَفْعِلٌ এর ওজনে এসে থাকে। যেমন –

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| مَسْجِدٌ | থেকে | يسجُد | مَسْكِنٌ | থেকে | يسكُن |
| مَغْرِبٌ | থেকে | يغرُب | مَشْرِقٌ | থেকে | يشرُق |
| مَطْلِعٌ | থেকে | يطلُع | مَنْبِتٌ | থেকে | ينبُت |

# اسم الآلـه

যে اسم কোন فعل থেকে নির্গত হয় এবং উক্ত ফেয়েল ঘটার বা ঘটানোর উপায় ও উপকরণ বোঝায় তাকে اسم الآلـه বলে। যেমন –

مفتـاح শব্দটি يفتح থেকে নির্গত হয়েছে এবং খোলার উপকরণ বোঝাচ্ছে।

اسم الآلـه এর ميزان মোট তিনটি। যথা –

| | | |
|---|---|---|
| مِفْعَلٌ | مِفْعَلَةٌ | مِفْعَالٌ |
| مِفْعَلاَنِ | مِفْعَلَتَانِ | مِفْعَالاَنِ |
| مَفَاعِلُ | مَفَاعِلُ | مَفَاعِيْلُ |

তালিবে ইলমের জীবন সাত বছর বা ষোল বছরের নয়, তালিবে ইলমের জীবন হলো মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। এজন্যই ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) মৃত্যু-শয্যায়ও ইলমের আলোচনায় নিমগ্ন ছিলেন।

# القسم الثاني

## (দ্বিতীয় পর্ব)



# بَيانُ الأبوابِ

## أبوابُ الثُّلاثِي المُجَرَّدِ

ইতিপূর্বে তুমি জেনে এসেছো যে, মূল হরফ ও অতিরিক্ত হরফ হিসাবে যাবতীয় فعل মোট চার প্রকার। যথা –

| | | |
|---|---|---|
| ثلاثي مجرد | مثاله | خَرَجَ |
| ثلاثي مزيد فيه | مثاله | أَخْرَجَ |
| رباعي مجرد | مثاله | دَحْرَجَ |
| رباعي مزيد فيه | مثاله | تَدَحْرَجَ |

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, مصدر থেকে فعل তৈরী করার বিভিন্ন নিয়ম রয়েছে। প্রতিটি নিয়মকে বলা হয় باب

ثلاثي مجرد এর মাছদারগুলো থেকে فعل তৈরী করার জন্য মোট ছয়টি باب বা নিয়ম রয়েছে। এখানে আমরা ثلاثي مجرد এর أبواب সম্পর্কে আলোচনা করবো।

তুমি জানো যে, ثلاثي مجرد এর ماضي ও مضارع উভয়ের ميزان তিনটি। মাযীর তিনটি এবং মোযারের তিনটি। মাযীর তিনটি ওজন এই –

فَعَلَ فَعِلَ فَعُلَ

মোযারের তিনটি ওজন এই –

يَفْعُلُ يَفْعِلُ يَفْعَلُ

দেখো, ماضي ও مضارع এর আইন-কালিমায় শুধু পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ ফাতহা কিংবা কাসরা কিংবা যাম্মা হয়েছে। পক্ষান্তরে ফা-কালিমা ও লাম-কালিমা সর্বাবস্থায় অভিন্ন রয়েছে। অর্থাৎ মাযীর ফা ও লাম-কালিমা সর্বাবস্থায় মাফতূহ হয়েছে। পক্ষান্তরে মুযারের ফা-কালিমা সর্বাবস্থায় সাকিন

এবং লাম-কালিমা মাযমূম হয়েছে।

আবার দেখো, ماضي ও مضارع এর আইন-কালিমার হরকত কখনো অভিন্ন হয়, যেমন–

فَتَحَ يَفْتَحُ　　كَرُمَ يَكْرُمُ　　حَسِبَ يَحْسِبُ

কখনো আবার ভিন্ন হয়। যেমন –

ضَرَبَ يَضْرِبُ　　نَصَرَ يَنْصُرُ　　سَمِعَ يَسْمَعُ

এভাবে ماضي ও مضارع এর আইন-কালিমার হরকত হিসাবে ثلاثي مجرد এর মোট ছয়টি বাব হয়।

অবশ্য ثلاثي مجرد এর কোন مصدر দেখে বোঝার উপায় নেই যে, তার ফেয়েল গুলো কোন باب থেকে আসবে। বরং প্রতিটি মাছদারের বাব আলাদা ভাবে জেনে নিতে হবে এবং সেই হিসাবে উক্ত মাছদার থেকে ফেয়েল তৈরী করতে হবে।

ثلاثي مزيد ও رباعي এর মাছদারগুলো কিন্তু দেখেই সেগুলোর বাব বোঝা যায়।

নীচে ثلاثي مجرد এর প্রতিটি বাবের ميزان ও موزون এবং কিছু মাছদার দেয়া হলো।

الباب الأول

نَصَرَ - يَنْصُرُ - اُنْصُرْ

عَلٰى وَزْنِ

فَعَلَ - يَفْعُلُ - اُفْعُلْ

بعض مصادر هذا الباب

مصادر متعدية

( ١ ) القَتْلُ - الطَّلَبُ - التَّرْكُ - الخَلْقُ

مصادر لازمة

( ٢ ) الخُروج - القُعُود - السُّقوط

الباب الثاني

ضَرَبَ - يَضْرِبُ - إضْرِبْ

عَلٰى وَزْنِ

فَعَلَ - يَفْعِلُ - إفْعِلْ

بعض مصادر هذا الباب

مصادر متعدية

( ١ ) المعرِفَةُ - الغَسْلُ - الحَمْلُ - الحَبْسُ

مصادر لازمة

( ١ ) الرُّجوع - الجُلوسُ - النُّزول

الباب الثالث

سَمِعَ - يَسْمَعُ - إسْمَعْ

عَلٰى وَزْنِ

فَعِلَ - يَفْعَلُ - إفْعَلْ

بعض مصادر هذا الباب

مصادر متعدية

( ١ ) الحِفْظُ - الحَمْدُ - الرَّحْمَةُ

مصادر لازمة

( ١ ) الضِّحْكُ - الفَرَحُ - العَطَشُ

الباب الرابع

فَتَحَ - يَفْتَحُ - إفْتَحْ

عَلٰى وَزْنِ

فَعَلَ - يَفْعَلُ - إفْعَلْ

بعض مصادر هذا الباب

مصادر متعدية

( ١ ) السُّؤالُ - الرَّفْعُ - الجَرْحُ - المَنْعُ - المَسْحُ

مصادر لازمة

( ١ ) السِّباحَةُ - النَّجاحُ - الذَّهابُ

## বিশেষ দ্রষ্টব্য

পূর্ববর্তী চারটি বাবের لازم ও متعدي উভয় প্রকার মাছদার রয়েছে এবং প্রতিটি বাবের মাছদার-সংখ্যাও প্রচুর।

পক্ষান্তরে নীচের দু'টি বাবের মাছদার সংখ্যা খুবই অল্প। বিশেষতঃ শেষ বাব থেকে মাত্র দু' একটি মাছদার এসে থাকে।

الباب الخامس

كَرُمَ - يَكْرُمُ - اُكْرُمْ

عَلٰى وَزْنِ

فَعُلَ - يَفْعُلُ - اُفْعُلْ

بعض مصادر هذا الباب

এই বাবের সকল মাছদার লাযিম।

القُرْبُ - البُعْدُ - الكَثْرَةُ

الباب السادس

حَسِبَ - يَحْسِبُ - اِحْسِبْ

عَلٰى وَزْنِ

فَعِلَ - يَفْعِلُ - اِفْعِلْ

النَّعْمَةُ ও الحُسْبَانُ মাছদার দুটিকে যদিও বাবে حسب থেকে গণ্য করা হচ্ছে কিন্তু সেগুলোর ব্যবহার বাবে سمع থেকেই দেখা যায়। সুতরাং মাছদার দু'টির সিলসিলা এই বাব থেকে মুখস্থ করা ঠিক নয়।

অবশ্য الوِراثَةُ، الوَرَعُ ইত্যাদি মাছদার বাবে حسب থেকে ব্যবহৃত হয়।

উপরের প্রথম চার বাবের মাছদারগুলো থেকে পরবর্তী পৃষ্ঠার প্রতি بحث এর سلسلة الأفعال মুখস্থ বলো। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, لازم مصدر থেকে কোন فعل مجهول এবং اسم مفعول তৈরী হয় না।

الماضي المطلق المعروف و المجهول

المضارع المعروف و المجهول

المنفي بلم المعروف و المجهول

المنفي بلن في المستقبل المعروف و المجهول

لام التوكيد مع نون التوكيد في المستقبل المعروف و المجهول

الأمر المعروف و المجهول

النهي المعروف و المجهول

اسم الفاعل و اسم المفعول و اسم الظرف و اسم التفضيل و اسم الآلة

## অনুশীলনী

১। নীচের ফেয়েলগুলোর অর্থসহ পরিচয় বলো।

اُنْصُروا - فَهِموا - لن يَفْتَحْنَ - كانَا يَعْرِفَانِ - كُنَّ لايَشْرَبْنَ - ماكُنتم تَمْنَعُونَ - لَتَسْألُنَّ - مِسْماعٌ - مَلاعِبُ - أَفْهَمُ - لِيُقْتَلْنَ - لايَفْرَحُوا - لاتَتْرُكْنَ - مَحْبُوسَاتٌ - يَمْنَعانِ - لِاَذْبَحَنَّ - لَيَصْدُقْنانٍّ

২। দ্রুত আরবী বলো।

আমরা শুনেছি। সে অতি অবশ্যই বুঝবে। তোমরা কিছুতেই মিথ্যা বলো না। তাদেরকে বাধা দেয়া হতো না। তোমাদেরকে সাহায্য করা হয়েছে। যা পান করা হয়। এমন কয়েক জন পুরুষ যাদেরকে তলব করা হয়। বের হওয়ার স্থান সমূহ। তারা দুজন অতি অবশ্যই পালাবে। আমি মুছবো না। তোমাদেরকে আটক করা হোক। তোমাদেরকে অতি অবশ্যই আটক করা হবে। তাদেরকে হত্যা করা হবে না।

৩। নীচের প্রতিটি শিরোনামের জন্য পাঁচটি করে ছীগাহ বলে যাও।

(١) الماضي المنفي بلم، جمع مذكر حاضر

(٢) المضارع المجهول، تثنية مؤنث غائب

(٣) الماضي البعيد، واحد مؤنث حاضر

(٤) النهي المعروف، جمع مذكر غائب

(٥) النفي المؤكد بلن في المستقبل المعروف، تثنية مذكر حاضر

(٦) لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المعروف، جمع مؤنث غائب

## প্রশ্নমালা

১। ثلاثي مجرد এর ছয়টি বাব হয়েছে কোন হিসাবে।

২। ছয়টি বাবের ماضي ও مضارع এর ফা-কালিমা ও লাম-কালিমার অবস্থা বলো।

৩। ثلاثي এর ছয় বাবের ماضي ও مضارع এর কোন কালিমার হরকত পরিবর্তনশীল।

৪। ছয় বাবের কোন কোন বাবে ماضي ও مضارع এর আইন কালিমার হরকত ভিন্ন বা অভিন্ন ?

৫। ثلاثي مجرد এর কোন বাবের সকল মাছদার লাযিম।

৬। ছয় বাবের কোন কোন বাবের মাছদার সংখ্যা অতি অল্প।

যারা গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে তারাই ইলম হাছিল করতে পারে। কেননা ইলম হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে দান করা এক নূর। আর আল্লাহর নূর কোন নাফরমানকে দান করা হয় না।

– ইমাম ওয়াকী (রহঃ)

# بيان الأفعال المعتلة في الثلاثي المجرد

الطريق إلى العربية কিতাবে তুমি বাবে نصر - ضرب - سمع এর দ্বিতীয় নিয়ম হিসাবে السَّوْقُ - البَيْعُ - الخَوْفُ এই মাছদারগুলো পড়েছো এবং এগুলোর কিছু কিছু سلسلة الأفعال মুখস্থ করেছো।

এখানে আমরা ঐ সিলসিলাগুলো পুনরায় পেশ করছি। ভালো ভাবে মুখস্থ করে নাও।

দেখো, এই মাছদারগুলোর আইন-কালিমায় হরফে ইল্লত রয়েছে। যে শব্দের আইন-কালিমায় হরফে ইল্লত হয় ছারফ শাস্ত্রের পরিভাষায় তাকে أجوف বলে। সুতরাং এ ধরনের মাছদার এবং তা থেকে নির্গত যাবতীয় اسم ও فعل হচ্ছে أجوف ১

السَّوْقُ (أَجْوَفُ الوَاوِ) টেনে নেয়া, বাবে নাছারা

## سِلْسِلَةُ الماضي المطلقِ المعروفِ

سَاقَ - سَاقَتْ - سُقْتَ - سُقْتِ - سُقْتُ

سَاقُوا - سُقْنَ - سُقْتُمْ - سُقْتُنَّ - سُقْنَا

سَاقَا - سَاقَتَا - سُقْتُمَا - سُقْتُمَا - سُقْنَا

---

১. مادة বা মূল হরফে حرف علة না থাকলে ঐ শব্দকে صحيح বলে। যেমন نَصَرَ - قَاتَلَ - اِخْشَوْشَنَ - اِغْتَسَلَ মাদ্দা বা মূল হরফে حرف علة থাকলে ঐ শব্দকে مُعْتَلٌ বলে। যেমন, وَجَدَ - وَجَبَ - قَالَ - بَاعَ - صَلَّى - اِشْتَرٰى

হরফে ইল্লত ফা-কালিমায় হলে তাকে مِثَال বলে। আইন-কালিমায় হলে তাকে أَجْوَفُ বলে। আর লাম-কালিমায় হলে তাকে نَاقِص বলে। আর মূল হরফের মধ্যে এক জিনসের দুই হরফ হলে তাকে مُضَاعَفٌ বলে। যেমন, أَحَبَّ - عَدَّ মূলতঃ ছিলো- عَدَدَ ও أَحْبَبَ

মাদ্দা বা মূল হরফে হামযা হলে তাকে مهموز বলে। যেমন- سَأَلَ - أَمَرَ - قَرَأَ

## سلسلةُ الماضي المطلقِ المجهولِ

سِيقَ - سِيقَتْ - سُقْتَ - سُقْتِ - سُقْتُ

سِيقُوا - سُقْنَ - سُقْتُمْ - سُقْتُنَّ - سُقْنَا

سِيقَا - سِيقَتَا - سُقْتُمَا - سُقْتُمَا - سُقْنَا

## سلسلةُ المضارِعِ المعروف

يَسُوْقُ - تَسُوْقُ - تَسُوْقُ - تَسُوقِيْنَ - أَسُوْقُ

يَسُوْقُوْنَ - يَسُقْنَ - تَسُوْقُوْنَ - تَسُقْنَ - نَسُوْقُ

يَسُوقَانِ - تَسُوْقَانِ - تَسُوْقَانِ - تَسُوقَانِ - نَسُوْقُ

## سلسلةُ المضارِعِ المجهولِ

يُسَاقُ - تُسَاقُ - تُسَاقُ - تُسَاقِيْنَ - أُسَاقُ

يُسَاقُوْنَ - يُسَقْنَ - تُسَاقُوْنَ - تُسَقْنَ - نُسَاقُ

يُسَاقَانِ - تُسَاقَانِ - تُسَاقَانِ - تُسَاقَانِ - نُسَاقُ

## سلسلةُ الماضي المَنفِيِّ بِلَمْ في المضارِعِ المعروفِ

لَمْ يَسُقْ - لم تَسُقْ - لم تَسُقْ - لم تَسُوْقِيْ - لم أَسُقْ

لم يَسُوْقُوا - لم يَسُقْنَ - لم تَسُوْقُوا - لم تَسُقْنَ - لم نَسُقْ

لم يَسُوْقَا - لم تَسُوْقَا - لم تَسُوْقَا - لم تَسُوقَا - لم نَسُقْ

## سلسلةُ الماضي المنفِيِّ بِلَمْ في المضارِعِ المجهولِ

لم يُسَقْ - لم تُسَقْ - لم تُسَقْ - لم تُسَاقِيْ - لم أُسَقْ

لم يُسَاقُوا - لم يُسَقْنَ - لم تُسَاقُوا - لم تُسَقْنَ - لم نُسَقْ

لم يُسَاقَا - لم تُسَاقَا - لم تُسَاقَا - لم تُسَاقَا - لم نُسَقْ

## سلسلةُ النَّفْيِ المُؤَكَّدِ بِلَنْ في المُسْتَقْبَلِ المعروفِ

لن يَسُوْقَ - لن تَسُوْقَ - لن تَسُوْقَ - لن تَسُوقِيْ - لن أَسُوْقَ

لن يَسُوْقُوا - لن يَسُقْنَ - لن تَسُوْقُوا - لن تَسُقْنَ - لن نَسُوْقَ

لن يَسُوْقَا - لن تَسُوْقَا - لن تَسُوْقَا - لن تَسُوْقَا - لن نَسُوْقَ

## سلسلةُ النَّفْيِ المُؤَكَّدِ بِلَنْ في المُسْتَقْبَلِ المجهولِ

لن يُسَاقَ - لن تُسَاقَ - لن تُسَاقَ - لن تُسَاقِيْ - لن أُسَاقَ

لن يُسَاقُوا - لن يُسَقْنَ - لن تُسَاقُوا - لن تُسَقْنَ - لن نُسَاقَ

لن يُساقَا - لن تُسَاقَا - لن تُسَاقَا - لن تُسَاقَا - لن نُسَاقَ

## سلسلةُ لامِ التَّوْكيدِ مَعَ النونِ الثَّقِيْلَةِ في المضارِعِ المعروفِ

لَيَسُوْقَنَّ - لَتَسُوْقَنَّ - لَتَسُوْقَنَّ - لَتَسُوقِنَّ - لَأَسُوْقَنَّ

لَيَسُوْقُنَّ - لَيَسُقْنانِّ - لَتَسُوْقُنَّ - لَتَسُقْنانِّ - لَنَسُوقَنَّ

لَيَسُوْقَانِّ - لَتَسُوْقَانِّ - لَتَسُوقَانِّ - لَتَسُوْقَانِّ - لَنَسُوْقَنَّ

## سلسلةُ لامِ التَّوْكيدِ مَعَ النونِ الثَّقِيلَةِ في المضارِعِ المجهولِ

لَيُسَاقَنَّ - لَتُسَاقَنَّ - لَتُساقَنَّ - لَتُساقِنَّ - لَأُسَاقَنَّ

لَيُسَاقُنَّ - لَيُسَقْنَانِّ - لَتُسَاقُنَّ - لَتُسَقْنَانِّ - لَنُسَاقَنَّ

لَيُسَاقَانِّ - لَتُسَاقَانِّ - لَتُساقَانِّ - لَتُسَاقَانِّ - لَنُسَاقَنَّ

## سلسلةُ الأمرِ المعروفِ •

لِيَسُقْ - لِتَسُقْ - سُقْ - سُوْقِيْ - لِأَسُقْ

لِيَسُوْقُوْا - لِيَسُقْنَ - سُوْقُوا - سُقْنَ - لِنَسُقْ

لِيَسُوْقَا - لِتَسُوْقَا - لِتَسُوقَا - لِتَسُوقَا - لِنَسُقْ

## سلسلةُ الأمرِ المجهولِ

لِيُسَقْ - لِتُسَقْ - لِتُسَقْ - لِتُسَاقِيْ - لِأُسَقْ
لِيُسَاقُوا - لِيُسَقْنَ - لِتُسَاقُوا - لِتُسَقْنَ - لِنُسَقْ
لِيُسَاقَا - لِتُسَاقَا - لِتُسَاقَا - لِتُسَاقَا - لِنُسَقْ

## سلسلةُ النَّهْيِ المعروفِ

لا يَسُقْ - لا تَسُقْ - لا نَسُقْ - لا تَسُوقِيْ - لا أَسُقْ
لا يَسُوْقُوا - لا يَسُقْنَ - لا تَسُوْقُوا - لا تَسُقْنَ - لا نَسُقْ
لا يَسُوْقَا - لا تَسُوْقَا - لا تَسُوْقَا - لا تَسُوْقَا - لا نَسُقْ

## سلسلةُ النَّهْيِ المجهولِ

لا يُسَقْ - لا تُسَقْ - لا تُسَقْ - لا تُسَاقِيْ - لا أُسَقْ
لا يُسَاقُوْا - لا يُسَقْنَ - لا تُسَاقُوْا - لا تُسَقْنَ - لا نُسَقْ
لا يُساقَا - لا تُسَاقَا - لا تُسَاقَا - لا تُسَاقَا - لا نُسَقْ

## سلسلةُ اسْمِ الفاعِلِ

سَائِقٌ - سَائِقَانِ - سَائِقُوْنَ - سَائِقَةٌ - سَائِقَتَانِ - سَائِقَاتٌ

## سلسلة اسم المفعول

مَسُوْقٌ - مَسُوقَانِ - مَسُوْقُوْنَ - مَسُوْقَةٌ - مَسُوْقَتَانِ - مَسُوقَاتٌ

البَيْعُ (أَجْوَفُ اليَاءِ) বিক্রি করা, বাবে যারাবা

## سلسلةُ الماضي المُطْلَقِ المعروفِ

بَاعَ - باعَتْ - بِعْتَ - بِعْتِ - بِعْتُ
باعُوْا - بِعْنَ - بِعْتُمْ - بِعْتُنَّ - بِعْنا
بَاعَا - بَاعَتَا - بِعْتُما - بِعْتُمَا - بِعْنا

## سلسلةُ الماضي المُطْلَقِ المجهولِ

بِيْعَ - بِيْعَتْ - بِعْتَ - بِعْتِ - بِعْتُ
بِيْعُوْا - بِعْنَ - بِعْتُمْ - بِعْتُنَّ - بِعْنَا
بِيْعَا - بِيْعَتَا - بِعْتُمَا - بِعْتُمَا - بِعْنَا

## سلسلة المضارع المعروف

يَبِيْعُ - تَبِيْعُ - تَبِيْعُ - تَبِيْعِيْنَ - أَبِيْعُ
يَبِيْعُوْنَ - يَبِعْنَ - تَبِيْعُوْنَ - تَبِعْنَ - نَبِيْعُ
يَبِيْعَانِ - تَبِيْعانِ - تَبِيْعَانِ - تَبِيْعَانِ - نَبِيْعُ

## سلسلةُ المضارِعِ المجهولِ

يُبَاعُ - تُبَاعُ - تُبَاعُ - تُبَاعِيْنَ - أُبَاعُ
يُبَاعُوْنَ - يُبَعْنَ - تُبَاعُوْنَ - تُبَعْنَ - نُبَاعُ
يُبَاعَانِ - تُبَاعَانِ - تُبَاعَانِ - تُبَاعَانِ - نُبَاعُ

## سلسلةُ الماضي المَنْفِيِّ بِلَمْ في المضارِعِ المعروفِ

لم يَبِعْ - لم تَبِعْ - لم تَبِعْ - لم تَبِيْعِيْ - لم أَبِعْ
لم يَبِيْعُوا - لم يَبِعْنَ - لم تَبِيْعُوا - لم تَبِعْنَ - لم نَبِعْ

لم يَبِيْعَا - لم تَبِيْعَا - لم تَبِيْعَا - لم تَبِيْعَا - لم نَبِعْ

## سلسلةُ الماضي المَنفِيِّ بِلَمْ في المضارِعِ المجهولِ

لم يُبَعْ - لم تُبَعْ - لم تُبَعْ - لم تُبَاعِيْ - لم أُبَعْ

لم يُبَاعُوا - لم يُبَعْنَ - لم تُبَاعُوا - لم تُبَعْنَ - لم نُبَعْ

لم يُبَاعَا - لم تُبَاعَا - لم تُبَاعَا - لم تُبَاعَا - لم نُبَعْ

## سلسلَةُ النَّفيِ المُؤكَّدِ بِلَنْ في المُسْتَقْبَلِ المعروفِ

لن يَبِيْعَ - لن تَبِيْعَ - لن تَبِيْعَ - لن تَبِيْعِيْ - لن أَبِيْعَ

لن يَبِيْعُوا - لن يَبِعْنَ - لن تَبِيْعُوا - لن تَبِعْنَ - لن نَبِيْعَ

لن يَبِيْعَا - لن تَبِيْعَا - لن تَبِيْعَا - لن تَبِيْعَا - لن نَبِيْعَ

## سلسلةُ النَّفيِ المُؤكَّدِ بِلَنْ في المُسْتَقْبَلِ المجهولِ

لن يُبَاعَ - لن تُبَاعَ - لن تُبَاعَ - لن تُبَاعِيْ - لن أُبَاعَ

لن يُبَاعُوا - لن يُبَعْنَ - لن تُبَاعُوا - لن تُبَعْنَ - لن نُبَاعَ

لن يُبَاعَا - لن تُبَاعَا - لن تُبَاعَا - لن تُبَاعَا - لن نُبَاعَ

## سلسلةُ لامِ التَّوْكِيدِ مَعَ النونِ الثَّقِيلَةِ في المضارِعِ المعروفِ

لَيَبِيْعَنَّ - لَتَبِيْعَنَّ - لَتَبِيْعَنَّ - لَتَبِيْعِنَّ - لَأَبِيْعَنَّ

لَيَبِيْعُنَّ - لَيَبِعْنَانِّ - لَتَبِيْعُنَّ - لَتَبِعْنَانِّ - لَنَبِيْعَنَّ

لَيَبِيْعَانِّ - لَتَبِيْعَانِّ - لَتَبِيْعَانِّ - لَتَبِيْعَانِّ - لَنَبِيْعَنَّ

## سلسلةُ لامِ التَّوْكِيدِ مَعَ النونِ الثَّقِيلَةِ في المضارِعِ المجهولِ

لَيُبَاعَنَّ - لَتُبَاعَنَّ - لَتُبَاعَنَّ - لَتُبَاعِنَّ - لَأُبَاعَنَّ

لَيُبَاعُنَّ - لَيُبَعْنَانِّ - لَتُبَاعُنَّ - لَتُبَعْنَانِّ - لَنُبَاعَنَّ

لَيُبَاعَانِّ - لَتُبَاعَانِّ - لَتُبَاعَانِّ - لَتُبَاعَانِّ - لَنُبَاعَنَّ

## سلسلة الأمر المعروف

لِيَبِعْ - لِتَبِعْ - بِعْ - بِيْعِيْ - لِأَبِعْ
لِيَبِيْعُوا - لِيَبِعْنَ - بِيْعُوا - بِعْنَ - لِنَبِعْ
لِيَبِيْعَا - لِتَبِيْعَا - بِيْعَا - بِيْعَا - لِنَبِعْ

## سِلسلةُ الأمرِ المجهولِ

لِيُبَعْ - لِتُبَعْ - لِتُبَعْ - لِتُبَاعِيْ - لِأُبَعْ
لِيُبَاعُوْا - لِيُبَعْنَ - لِتُبَاعُوْا - لِتُبَعْنَ - لِنُبَعْ
لِيُبَاعَا - لِتُبَاعَا - لِتُبَاعَا - لِتُبَاعَا - لِنُبَعْ

## سلسلةُ النهيِ المعروفِ

لا يَبِعْ - لا تَبِعْ - لا تَبِعْ - لا تَبِيْعِيْ - لا أَبِعْ
لا يَبِيْعُوا - لا يَبِعْنَ - لا تَبِيْعُوا - لا تَبِعْنَ - لا نَبِعْ
لا يَبِيْعَا - لا تَبِيْعَا - لا تَبِيْعَا - لا تَبِيْعَا - لا نَبِعْ

## سلسلةُ النهيِ المجهولِ

لا يُبَعْ - لا تُبَعْ - لا تُبَعْ - لا تُبَاعِيْ - لا أُبَعْ
لا يُبَاعُوْا - لا يُبَعْنَ - لا تُبَاعُوْا - لا تُبَعْنَ - لا نُبَعْ
لا يُبَاعَا - لا تُبَاعَا - لا تُبَاعَا - لا تُبَاعَا - لا نُبَعْ

## سلسلةُ اسمِ الفاعلِ

بَائِعٌ - بَائِعَانِ - بَائِعُونَ - بَائِعَةٌ - بَائِعَتَانِ - بَائِعَاتٌ

## سلسلةُ اسمِ المفعولِ

مَبِيْعٌ - مَبِيْعَانِ - مَبِيْعُونَ - مَبِيْعَةٌ - مَبِيْعَتَانِ - مَبِيْعاتٌ

الخَوْفُ (أَجْوَفُ الوَاوِ) ভয় করা, বাবে ছামিআ

## سلسلةُ الماضي المُطْلَقِ المعروفِ

خافَ - خافَتْ - خِفْتَ - خِفْتِ - خِفْتُ

خَافُوا - خِفْنَ - خِفْتُمْ - خِفْتُنَّ - خِفْنَا

خَافَا - خافَتَا - خِفْتُمَا - خِفْتُمَا - خِفْنَا

## سلسلةُ الماضي المُطْلَقِ المجهولِ

خِيْفَ - خِيْفَتْ - خِفْتَ - خِفْتِ - خِفْتُ

خِيْفُوا - خِفْنَ - خِفْتُمْ - خِفْتُنَّ - خِفْنَا

خِيْفَا - خِيْفَتَا - خِفْتُمَا - خِفْتُمَا - خِفْنَا

## سلسلةُ المضارعِ المعروفِ

يَخَافُ - تَخَافُ - تَخَافُ - تَخَافِيْنَ - أَخَافُ

يَخَافُوْنَ - يَخَفْنَ - تَخَافُوْنَ - تَخَفْنَ - نَخَافُ

يَخَافَانِ - تَخَافَانِ - تَخَافَانِ - تَخَافَانِ - نَخَافُ

## سلسلة المضارع المجهول

يُخَافُ - تُخَافُ - تُخَافُ - تُخَافِيْنَ - أُخَافُ

يُخَافُوْنَ - يُخَفْنَ - تُخَافُوْنَ - تُخَفْنَ - نُخَافُ

يُخَافَانِ - تُخَافَانِ - تُخَافَانِ - تُخَافَانِ - نُخَافُ

## سلسلةُ الماضي المَنْفِيِّ بِلَمْ في المُضارِعِ المعروفِ

لم يَخَفْ - لم تَخَفْ - لم تَخَفْ - لم تَخَافِيْ - لم أَخَفْ

لم يَخَافُوا - لم يَخَفْنَ - لم تَخَافُوا - لم تَخَفْنَ - لم نَخَفْ

لم يَخَافَا - لم تَخَافَا - لم تَخَافَا - لم تَخَافَا - لم نَخَفْ

## سلسْلَةُ الماضي المَنْفِيِّ بِلَمْ في المضارِعِ المجهولِ

لم يُخَفْ - لم تُخَفْ - لم تُخَفْ - لم تُخَافِيْ - لم أُخَفْ

لم يُخَافُوا - لم يُخَفْنَ - لم تُخَافُوا - لم تُخَفْنَ - لم نُخَفْ

لم يُخَافَا - لم تُخَافَا - لم تُخَافَا - لم تُخَافَا - لم نُخَفْ

## سلسلةُ النَّفْيِ المُؤَكَّدِ بِلَنْ في المُسْتَقْبَلِ المعروفِ

لن يَخافَ - لن تَخَافَ - لن تَخافَ - لن تَخافِيْ - لن أخَافَ

لن يَخَافُوا - لن يَخَفْنَ - لن تَخَافُوا - لن تَخَفْنَ - لن نَخافَ

لن يَخافَا - لن تَخافَا - لن تَخَافَا - لن تَخَافَا - لن نَخافَ

## سلسلةُ النَّفْيِ المُؤَكَّدِ بِلَنْ في المستَقْبَلِ المجهولِ

لن يُخَافَ - لن تُخافَ - لن تُخَافَ - لن تُخَافِيْ - لن أُخافَ

لن يُخَافُوا - لن يُخَفْنَ - لن تُخَافُوْا - لن تُخَفْنَ - لن نُخافَ

لن يُخَافَا - لَنْ تُخافَا - لن تُخَافَا - لن تُخَافَا - لن نُخافَ

## سِلْسلةُ لامِ التَّوْكيدِ مَعَ النونِ الثَّقِيلَةِ في المضارِعِ المعروفِ

لَيَخافَنَّ - لَتَخافَنَّ - لَتَخافَنَّ - لَتَخافِنَّ - لَأَخافَنَّ

لَيَخافُنَّ - لَيَخَفْنَانِّ - لَتَخَافُنَّ - لَتَخَفْنَانِّ - لَنخافَنَّ

لَيَخافَانِّ - لَتَخافَانِّ - لَتَخافَانِّ - لَتَخافَانِّ - لنخافن

## سلسلةُ لامِ التَّوْكيدِ مَعَ النونِ الثَّقِيلَةِ في المضارِعِ المجهولِ

لَيُخافَنَّ - لَتُخافَنَّ - لَتُخافَنَّ - لَتُخافِنَّ - لَأُخافَنَّ

لَيُخافُنَّ - لَيُخَفْنَانِّ - لَتُخافُنَّ - لَتُخَفْنانِّ - لَنُخافَنَّ

لَيُخافَانِّ - لَتُخافَانِّ - لَتُخافَانِّ - لَتُخافَانِّ - لَنُخَافَنَّ

## سلسلةُ الأمرِ المعروفِ

لِيَخَفْ - لِتَخَفْ - خَفْ - خَافِيْ - لِأَخَفْ

لِيَخافُوْا - لِيَخَفْنَ - خَافُوا - خَفْنَ - لِنَخَفْ

لِيَخافَا - لِتَخَافَا - خَافَا - خَافَا - لِنَخَفْ

## سلسلةُ الأمرِ المجهولِ

لِيُخَفْ - لِتُخَفْ - لِتُخَفْ - لِتُخَافِيْ - لِأُخَفْ

لِيُخَافُوْا - لِيُخَفْنَ - لِتُخَافُوا - لِتُخَفْنَ - لِنُخَفْ

لِيُخافَا - لِتُخَافَا - لِتُخَافَا - لِتُخَافَا - لِنُخَفْ

## سلسلةُ النَّهيِ المعروفِ

لا يَخَفْ - لا تَخَفْ - لا تَخَفْ - لا تَخَافِيْ - لا أَخَفْ

لا يَخَافُوا - لا يَخَفْنَ - لا تَخَافُوا - لا تَخَفْنَ - لا نَخَفْ

لا يَخَافَا - لا تَخَافَا - لا تَخَافَا - لا تَخَافَا - لا نَخَفْ

## سلسلةُ النهيِ المجهولِ

لا يُخَفْ - لا تُخَفْ - لا تُخَفْ - لا تُخَافِيْ - لا أُخَفْ

لا يُخَافُوا - لا يُخَفْنَ - لا تُخَافُوا - لا تُخَفْنَ - لا نُخَفْ

لا يُخافَا - لا تُخَافَا - لا تُخَافَا - لا تُخَافَا - لا نُخَفْ

## سلسلةُ اسمِ الفاعلِ

خَائِفٌ - خَائِفَانِ - خَائِفُوْنَ - خَائِفَةٌ - خَائِفَتَانِ - خَائِفَاتٌ

## سلسلة اسم المفعول

مَخُوْفٌ - مَخُوفَانِ - مَخُوْفُوْنَ - مَخُوفَةٌ - مَخُوفَتَانِ - مَخُوفَاتٌ

## অনুশীলনী

১। নীচের মাছদারগুলো থেকে উপরের অনুকরণে سلسلة الأفعال গুলো মুখস্থ করো।

الْقِيَامُ - الْعِيَادَةُ - الصَّيْدُ - النَّوْمُ - النَّيْلُ - الْخِيَاطَةُ - الْقِيَادَةُ

২। নীচের ফেয়েলগুলোর অর্থসহ পরিচয় বলো।

يَصُومونَ - لن تَنَالُوا - لم تَخِيْطِي - لَيَتُوبَنَّ - لايَصِيْدُوا - لايَصِيْدُوْنَ - لَيَصِيْدُنَّ - ما نِمْتُمْ - لَيُقَدْنَانِّ - لَنْ تَعُوْدُوا - لم يَصُوْمُوْا - لم يَقُمْنَ - سَاقُوا - جَاءَتَا - تَجِيْئَانِ

৩। দ্রুত আরবী বলো।

তারা অতি অবশ্যই অর্জন করবে। আমাদের দাঁড়ানো উচিত। তোমরা দু'জন সেলাই করো নি। তারা দু'জন শিকার করছে। তোমরা দু'জন বিক্রি করবে না। তোমরা দু'জন বিক্রি করো না। তোমরা দু'জন অতি অবশ্যই বিক্রি করবে। তারা ক্ষুধার্ত হয়েছে। আমরা অর্জন করেছি। সে অতি অবশ্যই রোযা রাখবে। তারা অতি অবশ্যই রোযা রাখবে।

৪। নীচের প্রতিটি শিরোনামের জন্য নিম্নোক্ত মাছদার থেকে একটি করে ফেয়েল বলো।

العَوْدُ - النَّوْمُ - الطَّيَرانُ

(١) النفي المؤكد بلن في المستقبل المعروف، جمع مذكر حاضر

(٢) الماضي المطلق المعروف، جمع متكلم

(٣) النهي المعروف، جمع مؤنث غائب

(٤) الأمر لمعروف، جمع مذكر غائب

# بيان التعليلات

## শব্দের নবরূপায়ণ

قَالَ ফেয়েলটি যেহেতু বাবে نصر এর মাছদার القول থেকে নির্গত সেহেতু এর মূল রূপ হলো (على وَزْنِ فَعَلَ) - قَوَلَ

তদ্রূপ بَاعَ ফেয়েলটি যেহেতু বাবে ضرب এর মাছদার البيع থেকে নির্গত সেহেতু এর মূল রূপ হলো (على وَزْنِ فَعَلَ) - بَيَعَ

অদ্রূপ خَافَ ফেয়েলটি যেহেতু বাবে سمع এর মাছদার الخوف থেকে নির্গত সেহেতু এর মূল রূপ হলো (على وزن فَعِلَ) - خَوِفَ

ছারফ শাস্ত্রের একটি নিয়ম এই যে, ফাতহার পরে মুতাহাররিক ওয়াও-ইয়া ألف হয়ে যায়।

দেখো, এখানে قَوَلَ - بَيَعَ - خَوِفَ এই তিনটি ফেয়েলে ফাতহার পরে واو এবং ياء মুতাহাররিক হয়েছে। তাই তা ألف দ্বারা বদল হয়ে - قال - باع خاف হয়েছে।

এবার তুমি طارا - نامت - صاموا এই তিনটি ফেয়েলের تعليل বা নবরূপায়ন বিশ্লেষণ করো।

يَقُوْلُ - يَبِيْعُ - يَخَافُ এই তিনটি ফেয়েল যেহেতু যথাক্রমে বাবে نصر - ضرب - سمع - এর مضارع সেহেতু এগুলোর ميزان হলো যথাক্রমে - يفعل - يفعل - يفعل এবং ফেয়েলগুলোর মূল রূপ হলো يَقْوُلُ - يَبْيِعُ - يَخْوَفُ

ছারফ শাস্ত্রের একটি নিয়ম এই যে, আইন-কালিমার ওয়াও-ইয়ার হারকাত পূর্বের সাকিন হরফে যায় এবং ঐ হারকাত ফাতহা হলে ওয়াও-ইয়া ألف হয়ে যায়।

এই নিয়ম হিসাবে এখানে يَقْوُلُ - يَبْيِعُ ফেয়েলদুটিতে ওয়াও-ইয়ার হারকাত পূর্বে গিয়ে يَقُوْلُ - يَبِيْعُ হয়েছে।

পক্ষান্তরে يَخْوَفُ তে واو এর হারকাত পূর্বের সাকিন হরফে গিয়ে يَخَوْفُ হয়েছে। এরপর হারকাতটি ফাতহা হওয়ার কারণে ওয়াও ألف হয়েছে। ফলে

يَخْوَفُ থেকে يَخَافُ হয়েছে।

এবার তুমি يَنَامون - يَخِيطون - يَصُومون এই ফেয়েলগুলোর تعليل বা নবরূপায়ণ বিশ্লেষণ করো।

يُخَافُ - يُبَاعُ - يُسَاقُ এই ফেয়েলগুলোর মূল রূপ ছিলো - يُبْيَعُ - يُسْوَقُ يُخْوَفُ নিয়ম হিসাবে ওয়াও-ইয়ার হারকাত পূর্বের সাকিন হরফে গেছে। আর ঐ হারকাতটি ফাতহা হওয়ার কারণে ওয়াও-ইয়া ألف হয়ে গেছে। এভাবে يُسْوَقُ থেকে يُسَاقُ এবং يُبْيَعُ থেকে يُبَاعُ এবং يُخْوَفُ থেকে يُخَافُ হয়েছে।

قُلْتُ - بِعْتُ - خِفْتَ এই (মারূফ) ফেয়েলগুলোর মূল রূপ হলো - قَوَلْتَ - بَيَعْتَ - خَوِفْتَ

ছারফ শাস্ত্রের একটা নিয়ম এই যে, ثلاثي مجرد এর আইন-কালিমার হরফে ইল্লত দুই সাকিনের মিলনে পড়ে গেলে ফা-কালিমায় কাসরা হয়। কিন্তু বাবে নাছারার ফা-কালিমায় যাম্মা হয়।

দেখো, এখানে নিয়ম হিসাবে, প্রথমে قَوَلْتَ - بَيَعْتَ - خَوِفْتَ থেকে قَالْتَ - بَاعْتَ - خَافْتَ - হয়েছে। অতঃপর দুই সাকিনের মিলনে ألف পড়ে গিয়ে قَلْتَ - بَعْتَ - خَفْتَ হয়েছে। অতঃপর (বর্তমান নিয়মে) ফা-কলিমায় কাসরা হয়ে بِعْتَ ও خِفْتَ হয়েছে। আর বাবে নাছারার ফা-কালিমায় যাম্মা হয়ে قُلْتَ হয়েছে।

এবার তুমি صُمْنَ - خِطْنَ - نِمْنَ এই ফেয়েলগুলোর تعليل বিশ্লেষণ করো।

سُوِقَ - بِيْعَ - خِيْفَ এই (মাজহূল) ফেয়েলগুলোর মূলরূপ ছিলো - سُوِقَ - بُيِعَ - خُوِفَ (على وزن فُعِلَ)

ছারফশাস্ত্রের একটা নিয়ম এই যে, أجوف এর ফা-কালিমা নিজের যাম্মাকে ফেলে ওয়াও-ইয়ার কাসরা গ্রহণ করে।

এই নিয়মে سُوِقَ থেকে سِوْقَ এবং بُيِعَ থেকে بِيْعَ এর خُوِفَ থেকে خِوْفَ হয়েছে। আরেকটা নিয়ম এই যে, কাসরার পরে ওয়াও সাধারণত ইয়া হয়ে যায়। ফলে سِوْقَ থেকে سِيْقَ এবং خِوْفَ থেকে خِيْفَ হয়েছে।

بِيْعَتْ، بِيْعُوا، بِيْعَا، بِيْعَتَا এবং سِيْقَتْ - سِيْقُوا - سِيْقَا - سِيْقَتَا এবং خِيْفَتْ، خِيْفُوا، خِيْفَا، خِيْفَتَا এই ফেয়েলগুলোর মধ্যে একই তালীল হয়েছে।

এবার তুমি (هٰؤلاءِ المَرْضٰى) قَدْ عِيْدُوا এবং صِيْدَ (أَسَدٌ) - نِيْلَتْ (دَرَجَةٌ) এই ফেয়েলগুলোর তালীল বিশ্লেষণ করো।

سُقْتَ - بِعْتَ - خِفْتَ মাজহূল অবস্থায় এই তিনটি ফেয়েলের মূল রূপ হলো سُوِقْتَ - بُيِعْتَ - خُوِفْتَ এগুলোর ওজন হলো فُعِلْتَ

أجوف এর ফা-কালিমায় ওয়াও-ইয়ার কাসরা স্থানান্তরের নিয়ম হিসাবে سُوِقْتَ থেকে سِوْقْتَ এবং بُيِعْتَ থেকে بِيْعْتَ এবং خُوِفْتَ থেকে خِوْفْتَ হয়েছে।

এরপর দুই সাকিনের মিলনে হরফে ইল্লত ওয়াও, ইয়া পড়ে গিয়ে - سِقْتَ - بِعْتَ - خِفْتَ হয়েছে। এরপর নাছারা বাবটি যাম্মা প্রধান হওয়ার কারণে ফা-কালিমায় পুনঃ যাম্মা প্রদান করা হয়েছে। ফলে سُقْتَ হয়েছে।

একটা জিনিস তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো যে, এখানে তালীল বা নবরূপায়ণের পর معروف ও مجهول এর ফেয়েল অভিন্ন রূপ ধারণ করেছে।

এবার তুমি صِدْنَا - قُدْتُمَا - خِفْنَا মাজহূল অবস্থায় এই ফেয়েলগুলোর রূপান্তর বিশ্লেষণ কর।

## প্রশ্নমালা

১। ফাতহার পর মুতাহাররিক ওয়াও-ইয়ার নিয়ম বলো।

২। قَامَتْ এর মূল রূপ ছিলো قَوَمَتْ এটা প্রমাণ করো। অতঃপর ফেয়েলটির রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

৩। ثلاثي مجرد এর ফা-কালিমায় কাসরা-যাম্মার নিয়ম বলো।

৪। ثلاثي مجرد এর আইন কালিমার হরফে ইল্লত দুই সাকিনের মিলনে পড়ে গেলে ফা-কালিমায় কখন কাসরাহ এবং কখন যাম্মাহ হয়?

৫। نِمْتُ عَلٰى اسمِ اللّٰهِ এখানে ফা-কালিমায় কাসরা হলো কেন ?

৬। كنتُ صِدْتُ أَسَدًا قَبْلَ سَنَةٍ এখানে প্রথম ফেয়েলের ফা-কালিমায় যাম্মা এবং দ্বিতীয় ফেয়েলের ফা-কালিমায় কাসরাহ্ হলো কেন ?

৭। هل عُـدْتُمْ أَخَـاكُمُ المَرِيْضَ؟ এ বাক্যে عُدْتُمْ ফেয়েলটির تعليل (বা রূপান্তর বিশ্লেষণ) করো।

৮। لايَنَامُوا ফেয়েলটির ميزان কি এবং সে হিসাবে এর মূল রূপ কি ?

৯। الحِرْصُ يَسُوْقُ المَرْأَ إلى النارِ এ বাক্যের يَسُوْقُ ফেয়েলটির تعليل (বা রূপান্তর বিশ্লেষণ) বরো।

১০। يَسِيْلُ الدمُ مِنْ صَدْرِ هذا المُجاهِدِ এ বাক্যের يسيل ফেয়েলটিতে কোন নিয়মের ভিত্তিতে তালীল হয়েছে ?

১১। إذا رَأَيتُمْ هِلالَ رَمَضَانَ فَصُومُوا لِلّٰهِ এ বাক্যে মীযান হিসাবে صوموا ফেয়েলটির মূল রূপ কি ?

১২। أمر حاضر এর শুরুতে همزة الوصل কেন যোগ করা হয়? উপরেরفعل الأمر টিতে همزة الوصل নেই কেন?

১৩। قُلْ سِيْرُوا في الأَرْضِ فَانْظُرُوا كيفَ كانَ عاقِبَةُ المُجْرِمِيْنَ আয়াতস্থ ফেয়েলদু'টির তালীল (বা রূপান্তর বিশ্লেষণ) করো।

১৪। إذا صَلَّيْتَ العِشاءَ فَنَمْ عَلٰى اسْمِ اللّٰهِ এ বাক্যের نم ফেয়েলটির তালীল করো।

১৪। মারূফ ও মাজহূল অবস্থায় سُقْنَ শব্দটির অর্থ বল এবং ميزان অনুসারে তার মূল রূপ নির্ধারণ কর।

১৫। أجوف এর ফা-কালিমার জাম্মা অপসারণের নিয়ম বল।

الطريق إلى العربية কিতাবে তোমরা বাবে نصـر - ضـرب - سمع - فـتـح এর তৃতীয় নিয়ম হিসাবে الدُّعاءُ - البُكَاءُ - البَقَاءُ - النهي মাছদারগুলো পড়েছো এবং এগুলোর কিছু কিছু سلسلة الأفعال মুখস্থ করেছো।

এখানে আমরা ঐ সিলসিলাগুলো পুনরায় পেশ করছি, ভালোভাবে তা মুখস্থ করে নাও।

দেখো, এই মাছদারগুলোর লাম-কালিমায় হরফে ইল্লত রয়েছে। কোন শব্দের লাম-কালিমায় হরফে ইল্লত হলে ছারফ শাস্ত্রের পরিভাষায় ঐ শব্দকে ناقص বলে।

সুতরাং এ ধরনের সমস্ত মাছদার এবং তা থেকে নির্গত যাবতীয় اسم ও فعل হচ্ছে ناقص

## الدُّعاءُ (نَاقِصُ الوَاوِ) ডাকা, বাবে নাছারা

## سلسلةُ الماضي المُطْلَقِ المعروفِ

دَعَا - دَعَتْ - دَعَوْتَ - دَعَوْتِ - دَعَوْتُ

دَعَوْا - دَعَوْنَ - دَعَوْتُم - دَعَوْتُنَّ - دَعَوْنَا

دَعَوَا - دَعَتَا - دَعَوْتُمَا - دَعَوْتُمَا - دَعَوْنَا

## سلسلة الماضي المطلق المجهول

دُعِيَ - دُعِيَتْ - دُعِيْتَ - دُعِيْتِ - دُعِيْتُ

دُعُوْا - دُعِيْنَ - دُعِيْتُمْ - دُعِيْتُنَّ - دُعِيْنَا

دُعِيَا - دُعِيَتَا - دُعِيْتُمَا - دُعِيْتُما - دُعِيْنَا

## سلسلةُ المضارعِ المعروفِ

يَدْعُوْ - تَدْعُوْ - تَدْعُوْ - تَدْعِيْنَ - أَدْعُو

يَدْعُوْنَ - يَدْعُوْنَ - تَدْعُوْنَ - تَدْعُوْنَ - نَدْعُوْ

يَدْعُوَانِ - تَدْعُوَانِ - تَدْعُوَانِ - تَدْعُوَانِ - نَدْعُو

## سلسلة المضارع المجهول

يُدْعٰى - تُدْعٰى - تُدْعٰى - تُدْعَيْنَ - أُدْعٰى

يُدْعَوْنَ - يُدْعَيْنَ - تُدْعَوْنَ - تُدْعَيْنَ - نُدْعٰى

يُدْعَيَانِ - تُدْعَيَانِ - تُدْعَيَانِ - تُدْعَيَانِ - نُدْعٰى

## سلسلةُ الماضي المَنْفِيِّ بِلَمْ في المضارِعِ المعروفِ

لم يَدْعُ - لم تَدْعُ - لم تَدْعُ - لم تَدْعِيْ - لم أَدْعُ

لم يَدْعُوا - لم يَدْعُوْنَ - لم تَدْعُوا - لم تَدْعُوْنَ - لم نَدْعُ

لم يَدْعُوَا - لم تَدْعُوَا - لم تَدْعُوَا - لم تَدْعُوا - لم نَدْعُ

## سلسلةُ الماضي المَنْفِيِّ بِلَمْ في المضارِعِ المجهولِ

لم يُدْعَ - لم تُدْعَ - لم تُدْعَ - لم تُدْعَيْ - لم أُدْعَ

لم يُدْعَوْا - لم يُدْعَيْنَ - لم تُدْعَوْا - لم تُدْعَيْنَ - لم نُدْعَ

لم يُدْعَيَا - لم تُدْعَيَا - لم تُدْعَيَا - لم تُدْعَيَا - لم نُدْعَ

## سلسلةُ النَّفْي المُؤَكَّدِ بِلَنْ في المستَقْبَلِ المعروفِ

لن يَدْعُوَ - لن تَدْعُوَ - لن تَدْعُوَ - لن تَدْعِيْ - لن أَدْعُوَ

لن يَدْعُوا - لن يَدْعُوْنَ - لن تَدْعُوا - لن تَدْعُوْنَ - لن نَدْعُوَ

لن يَدْعُوَا - لن تَدْعُوَا - لن تَدْعُوَا - لن تَدْعُوا - لن نَدْعُوَ

## سلسلة النفي المؤكد بلن في المستقبل المجهول

لن يُدْعٰى - لن تُدْعٰى - لن تُدْعٰى - لن تُدْعَي - لن أُدْعٰى

لن يُدْعَوْا - لن يُدْعَيْنَ - لن تُدْعَوْا - لن تُدْعَيْنَ - لن نُدْعٰى

لن يُدْعَيَا - لن تُدْعَيَا - لن تُدْعَيَا - لن تُدْعَيَا - لن نُدْعٰى

## سلسلةُ لامِ التوكيدِ مع النونِ الثقيلةِ في المضارعِ المعروفِ

لَيَدْعُوَنَّ - لَتَدْعُوَنَّ - لَتَدْعُوَنَّ - لَتَدْعِنَّ - لَأَدْعُوَنَّ

لَيَدْعُنَّ - لَيَدْعُوْنَانِّ - لَتَدْعُنَّ - لَتَدْعُوْنَانِّ - لَنَدْعُوَنَّ

لَيَدْعُوَانِّ - لَتَدْعُوَانِّ - لَتَدْعُوَانِّ - لَتَدْعُوَانِّ - لَنَدْعُوَنَّ

## سلسلةُ لامِ التوكيدِ مَعَ النونِ الثقيلةِ في المضارعِ المجهولِ

لَيُدْعَيَنَّ - لَتُدْعَيَنَّ - لَتُدْعَيَنَّ - لَتُدْعِيِنَّ - لَأُدْعَيَنَّ

لَيُدْعَوُنَّ - لَيُدْعَيْنَانِّ - لَتُدْعَوُنَّ - لَتُدْعَيْنَانِّ - لَنُدْعَيَنَّ

لَيُدْعَيَانِّ - لَتُدْعَيَانِّ - لَتُدْعَيَانِّ - لَتُدْعَيَانِّ - لَنُدْعَيَنَّ

## سلسلةُ الأمرِ المعروفِ

لِيَدْعُ - لِتَدْعُ - أُدْعُ - أُدْعِي - لِأَدْعُ

لِيَدْعُوا - لِيَدْعُوْنَ - أُدْعُوا - أُدْعُوْنَ - لِنَدْعُ

لِيَدْعُوَا - لِتَدْعُوَا - أُدْعُوَا - أُدْعُوا - لِنَدْعُ

## سلسلةُ الأمرِ المجهولِ

لِيُدْعَ - لِتُدْعَ - لِتُدْعَ - لِتُدْعَيْ - لِأُدْعَ

لِيُدْعَوْا - لِيُدْعَيْنَ - لِتُدْعَوْا - لِتُدْعَيْنَ - لِنُدْعَ

لِيُدْعَيَا - لِتُدْعَيَا - لِتُدْعَيَا - لِتُدْعَيَا - لِنُدْعَ

## سلسلةُ النهيِ المعروفِ

لا يَدْعُ - لا تَدْعُ - لا تَدْعُ - لا تَدْعِي - لا أَدْعُ

لا يَدْعُوا - لا يَدْعُوْنَ - لا تَدْعُوا - لا تَدْعُوْنَ - لا نَدْعُ

لا يَدْعُوَا - لا تَدْعُوَا - لا تَدْعُوَا - لا تَدْعُوَا - لا نَدْعُ

## سلسلةُ النهيِ المجهولِ

لا يُـدْعَ - لا تُــدْعَ - لا تُدْعَ - لا تُدْعَـيْ - لا أُدْعَ

لا يُدْعَوْا - لا يُدْعَيْنَ - لا تُدْعَوْا - لا تُدْعَيْنَ - لا نُدْعَ

لا يُدْعَيَا - لا تُدْعَيَا - لا تُدْعَيَا - لا تُدْعَيَا - لا نُدْعَ

## سلسلة اسم الفاعل

داعٍ - دَاعِيَانِ - دَاعُوْنَ - دَاعِيَةٌ - دَاعِيَتانِ - دَاعِيَاتٌ

## سلسلةُ اسمِ المفعولِ

مَدْعُوٌّ - مَدْعُوَّانِ - مَدْعُوُّوْنَ - مَدْعُوَّةٌ - مَدْعُوَّتانِ - مَدْعُوَّاتٌ

الرَّمْيُ (نَاقِصُ اليَاءِ) নিক্ষেপ করা, বাবে যারাবা

## سلسلةُ الماضي المطلقِ المعروفِ

رَمٰى - رَمَتْ - رَمَيْتَ - رَمَيْتِ - رَمَيْتُ

رَمَوْا - رَمَيْنَ - رَمَيْتُمْ - رَمَيْتُنَّ - رَمَيْنَا

رَمَيَا - رَمَتَا - رَمَيْتُمَا - رَمَيْتُمَا - رَمَيْنَا

## سلسلةُ الماضي المطلقِ المجهولِ

رُمِيَ - رُمِيَتْ - رُمِيْتَ - رُمِيْتِ - رُمِيْتُ

رُمُوْا - رُمِيْنَ - رُمِيْتُمْ - رُمِيْتُنَّ - رُمِيْنَا

رُمِيَا - رُمِيَتَا - رُمِيْتُمَا - رُمِيْتُمَا - رُمِيْنَا

## سلسلةُ المضارعِ المعروفِ

يَرْمِيْ - تَرْمِيْ - تَرْمِيْ - تَرْمِيْنَ - اَرْمِيْ

يَرْمُوْنَ - يَرْمِيْنَ - تَرْمُوْنَ - تَرْمِيْنَ - نَرْمِيْ

يَرْمِيَانِ - تَرْمِيَانِ - تَرْمِيَانِ - تَرْمِيَانِ - نَرْمِيْ

## سلسلةُ المضارعِ المجهولِ

يُرْمٰى - تُرْمٰى - تُرْمٰى - تُرْمَيْنَ - أُرْمٰى

يُرْمَوْنَ - يُرْمَيْنَ - تُرْمَوْنَ - تُرْمَيْنَ - نُرْمٰى

يُرْمَيَانِ - تُرْمَيَانِ - تُرْمَيَانِ - تُرْمَيَانِ - نُرْمٰى

## سلسلةُ الماضي المنفي بِلَمْ في المضارعِ المعروفِ

لم يَرْمِ - لم تَرْمِ - لم تَرْمِ - لم تَرْمِيْ - لم أَرْمِ

لم يَرْمُوا - لم يَرْمِيْنَ - لم تَرْمُوا - لم تَرْمِيْنَ - لم نَرْمِ

لم يَرْمِيَا - لم تَرْمِيَا - لم تَرْمِيَا - لم تَرْمِيَا - لم نَرْمِ

## سلسلةُ الماضي المنفيّ بِلَمْ في المضارعِ المجهولِ

لم يُرْمَ - لم تُرْمَ - لم تُرْمَ - لم تُرْمَيْ - لم أُرْمَ

لم يُرْمَوْا - لم يُرْمَيْنَ - لم تُرْمَوْا - لم تُرْمَيْنَ - لم نُرْمَ

لم يُرْمَيَا - لم تُرْمَيَا - لم تُرْمَيَا - لم تُرْمَيَا - لم نُرْمَ

## سلسلةُ النفيِ المُؤَكَّدِ بِلَنْ في المستَقْبَلِ المعروفِ

لن يَرْمِيَ - لن تَرْمِيَ - لن تَرْمِيَ - لن تَرْمِي - لن أَرْمِيَ

لن يَرْمُوْا - لن يَرْمِيْنَ - لن تَرْمُوا - لن تَرْمِيْنَ - لن نَرْمِيَ

لن يَرْمِيَا - لن تَرْمِيَا - لن تَرْمِيَا - لن تَرْمِيَا - لن نَرْمِيَ

## سلسلةُ النفيِ المُؤَكَّدِ بِلَنْ في المستَقْبَلِ المجهولِ

لن يُرْمٰى - لن تُرْمٰى - لن تُرْمٰى - لن تُرْمَيْ - لن أُرْمٰى

لن يُرْمَوْا - لن يُرْمَيْنَ - لن تُرْمَوْا - لن تُرْمَيْنَ - لن نُرْمَى

لن يُرْمَيَا - لن تُرْمَيَا - لن تُرْمَيَا - لن تُرْمَيَا - لن نُرْمَى

## سلسلةُ لامِ التَّوْكيدِ مَعَ النونِ الثَّقِيلَةِ في المضارِعِ المعروفِ

لَيَرْمِيَنَّ - لَتَرْمِيَنَّ - لَتَرْمِيَنَّ - لَتَرْمِنَّ - لَأَرْمِيَنَّ

لَيَرْمُنَّ - لَيَرْمِيْنَانِّ - لَتَرْمُنَّ - لَتَرْمِيْنَانِّ - لَنَرْمِيَنَّ

لَيَرْمِيَانِّ - لَتَرْمِيَانِّ - لَتَرْمِيَانِّ - لَتَرْمِيَانِّ - لَنَرْمِيَنَّ

## سلسلةُ لامِ التَّوْكيدِ مَعَ النونِ الثقيلَةِ في المضارِعِ المجهولِ

لَيُرْمَيَنَّ - لَتُرْمَيَنَّ - لَتُرْمَيَنَّ - لَتُرْمَيِنَّ - لَأُرْمَيَنَّ

لَيُرْمَوُنَّ - لَيُرْمَيْنَانِّ - لَتُرْمَوُنَّ - لَتُرْمَيْنَانِّ - لَنُرْمَيَنَّ

لَيُرْمَيَانِّ - لَتُرْمَيَانِّ - لَتُرْمَيَانِّ - لَتُرْمَيَانِّ - لَنُرْمَيَنَّ

## سلسلةُ الأَمْرِ المعروفِ

لِيَرْمِ - لِتَرْمِ - ارْمِ - ارْمِيْ - لِأَرْمِ

لِيَرْمُوْا - لِيَرْمِيَنَّ - ارْمُوا - ارْمِيْنَ - لِنَرْمِ

لِيَرْمِيَا - لِتَرْمِيَا - ارْمِيَا - ارْمِيَا - لِنَرْمِ

## سلسلةُ الأمرِ المجهولِ

لِيُرْمَ - لِتُرْمَ - لِتُرْمَ - لِتُرْمَيْ - لِأُرْمَ

لِيُرْمَوْا - لِيُرْمَيْنَ - لِتُرْمَوْا - لِتُرْمَيْنَ - لِنُرْمَ

لِيُرْمَيَا - لِتُرْمَيَا - لِتُرْمَيَا - لِتُرْمَيَا - لِنُرْمَ

## سلسلةُ النهيِ المعروفِ

لا يَرْمِ - لا تَرْمِ - لا تَرْمِ - لا تَرْمِيْ - لا أَرْمِ

لا يَرْمُوْا - لا يَرْمِيْنَ - لا تَرْمُوْا - لا تَرْمِيْنَ - لا نَرْمِ

لا يَرْمِيَا - لا تَرْمِيَا - لا تَرْمِيَا - لا تَرْمِيَا - لا نَرْمِ

## سلسلةُ النهيِ المجهولِ

لا يُرْمَ - لا تُرْمَ - لا تُرْمَ - لا تُرْمَيْ - لا أُرْمَ

لا يُرْمَوْا - لا يُرْمَيْنَ - لا تُرْمَوْا - لا تُرْمَيْنَ - لا نُرْمَ

لا يُرْمَيَا - لا تُرْمَيَا - لا تُرْمَيَا - لا تُرْمَيَا - لا نُرْمَ

## سلسلةُ اسْمِ الفاعِلِ

رَامٍ - رَامِيَانِ - رَامُوْنَ - رَامِيَةٌ - رَامِيَتَانِ - رَامِيَاتٌ

## سلسلةُ اسمِ المفعولِ

مَرْمِيٌّ - مَرْمِيَّانِ - مَرْمِيُّوْنَ - مَرْمِيَّةٌ - مَرْمِيَّتَانِ - مَرْمِيَّاتٌ

النِّسْيَانُ (نَاقِصُ اليَاءِ) ভুলে যাওয়া, বাবে ছামি'আ

## سلسلةُ الماضي المُطْلَقِ المعروفِ

نَسِيَ - نَسِيَتْ - نَسِيْتَ - نَسِيْتِ - نَسِيْتُ

نَسُوْا - نَسِيْنَ - نَسِيْتُمْ - نَسِيْتُنَّ - نَسِيْنَا

نَسِيَا - نَسِيَتَا - نَسِيْتُمَا - نَسِيْتُمَا - نَسِيْنَا

## سلسلةُ الماضي المُطْلَقِ المجهولِ

نُسِيَ - نُسِيَتْ - نُسِيْتَ - نُسِيْتِ - نُسِيْتُ

نُسُوْا - نُسِيْنَ - نُسِيْتُمْ - نُسِيْتُنَّ - نُسِيْنَا

نُسِيَا - نُسِيَتَا - نُسِيْتُمَا - نُسِيْتُمَا - نُسِيْنَا

## سلسلةُ المضارِعِ المعروفِ

يَنْسٰى - تَنْسٰى - تَنْسٰى - تَنْسَيْنَ - أَنْسٰى

يَنْسَوْنَ - يَنْسَيْنَ - تَنْسَوْنَ - تَنْسَيْنَ - نَنْسٰى
يَنْسَيَانِ - تَنْسَيَانِ - تَنْسَيَانِ - تَنْسَيَانِ - نَنْسٰى

## سلسلةُ المضارِعِ المجهولِ

يُنْسٰى - تُنْسٰى - تُنْسٰى - تُنْسَيْنَ - أُنْسٰى
يُنْسَوْنَ - يُنْسَيْنَ - تُنْسَوْنَ - تُنْسَيْنَ - نُنْسٰى
يُنْسَيَانِ - تُنْسَيَانِ - تُنْسَيَانِ - تُنْسَيَانِ - نُنْسٰى

## سلسلةُ الماضي المَنْفِيِّ بِلَمْ في المضارِعِ المعروفِ

لم يَنْسَ - لم تَنْسَ - لم تَنْسَ - لم تَنْسَيْ - لم أَنْسَ
لم يَنْسَوْا - لم يَنْسَيْنَ - لم تَنْسَوْا - لم تَنْسَيْنَ - لم نَنْسَ
لم يَنْسَيَا - لم تَنْسَيَا - لم تَنْسَيَا - لم تَنْسَيَا - لم نَنْسَ

## سلسلةُ الماضي المَنْفِيِّ بِلَمْ في المضارِعِ المجهولِ

لم يُنْسَ - لم تُنْسَ - لم تُنْسَ - لم تُنْسَيْ - لم أُنْسَ
لم يُنْسَوْا - لم يُنْسَيْنَ - لم تُنْسَوْا - لم تُنْسَيْنَ - لم نُنْسَ
لم يُنْسَيَا - لم تُنْسَيَا - لم تُنْسَيَا - لم تُنْسَيَا - لم نُنْسَ

## سلسلةُ النفيِ المُؤَكَّدِ بِلَنْ في المُسْتَقْبَلِ المعروف

لن يَنْسٰى - لن تَنْسٰى - لن تَنْسٰى - لن تَنْسَيْ - لن أَنْسٰى
لن يَنْسَوْا - لَنْ يَنْسَيْنَ - لن تَنْسَوْا - لن تَنْسَيْنَ - لن نَنْسٰى
لن يَنْسَيَا - لن تَنْسَيَا - لن تَنْسَيَا - لن تَنْسَيَا - لن نَنْسٰى

## سلسلة النفي المؤكد بلن في المستقبل المجهول

لن يُنْسٰى - لن تُنْسٰى - لن تُنْسٰى - لن تُنْسَيْ - لن أُنْسٰى
لن يُنْسَوْا - لن يُنْسَيْنَ - لن تُنْسَوْا - لن تُنْسَيْنَ - لن نُنْسٰى

لن يُنْسَيَا - لن تُنْسَيَا - لن تُنْسَيَا - لن تُنْسَيَا - لن نُنْسٰى

## سلسلةُ لامِ التوكيدِ مَعَ النونِ الثقيلةِ في المضارعِ المعروفِ

لَيَنْسَيَنَّ - لَتَنْسَيَنَّ - لَتَنْسَيَنَّ - لَتَنْسَيِنَّ - لَأَنْسَيَنَّ

لَيَنْسَوُنَّ - لَيَنْسَيْنانِّ - لَتَنْسَوُنَّ - لَتَنْسَيْنانِّ - لَنَنْسَيَنَّ

لَيَنْسَيَانِّ - لَتَنْسَيَانِّ - لَتَنْسَيَانِّ - لَتَنْسَيَانِّ - لَنَنْسَيَنَّ

## سلسلةُ لامِ التوكيدِ مَعَ النونِ الثقيلةِ في المضارعِ المجهولِ

لَيُنْسَيَنَّ - لَتُنْسَيَنَّ - لَتُنْسَيَنَّ - لَتُنْسَيِنَّ - لَأُنْسَيَنَّ

لَيُنْسَوُنَّ - لَيُنْسَيْنَانِّ - لَتُنْسَوُنَّ - لَتُنْسَيْنَانِّ - لَنُنْسَيَنَّ

لَيُنْسَيَانِّ - لَتُنْسَيَانِّ - لَتُنْسَيَانِّ - لَتُنْسَيَانِّ - لَنُنْسَيَنَّ

## سلسلةُ الأمرِ المعروفِ

لِيَنْسَ - لِتَنْسَ - اِنْسَ - اِنْسَيْ - لِأَنْسَ

لِيَنْسَوْا - لِيَنْسَيْنَ - اِنْسَوْا - اِنْسَيْنَ - لِنَنْسَ

لِيَنْسَيَا - لِتَنْسَيَا - اِنْسَيَا - اِنْسَيَا - لِنَنْسَ

## سلسلةُ الأمرِ المجهولِ

لِيُنْسَ - لِتُنْسَ - لِتُنْسَ - لِتُنْسَيْ - لِأُنْسَ

لِيُنْسَوْا - لِيُنْسَيْنَ - لِتُنْسَوْا - لِتُنْسَيْنَ - لِنُنْسَ

لِيُنْسَيَا - لِتُنْسَيَا - لِتُنْسَيَا - لِتُنْسَيَا - لِنُنْسَ

## سلسلةُ النهيِ المعروفِ

لا يَنْسَ - لا تَنْسَ - لا تَنْسَ - لا تَنْسَيْ - لا أَنْسَ

لا يَنْسَوْا - لا يَنْسَيْنَ - لا تَنْسَوْا - لا تَنْسَيْنَ - لا نَنْسَ

لا يَنْسَيَا - لا تَنْسَيَا - لا تَنْسَيَا - لا تَنْسَيَا - لا نَنْسَ

## سلسلةُ النهيِ المجهولِ

لا يُنْسَ - لا تُنْسَ - لا تُنْسَيْ - لا أُنْسَ

لا يُنْسَوْا - لا يُنْسَيْنَ - لا تُنْسَوْا - لا تُنْسَيْنَ - لا نُنْسَ

لا يُنْسَيَا - لا تُنْسَيَا - لا تُنْسَيَا - لا تُنْسَيَا - لا نُنْسَ

## سلسلةُ اسْمِ الفاعلِ

نَاسٍ - نَاسِيَانِ - نَاسُوْنَ - نَاسِيَةٌ - نَاسِيَتَانِ - نَاسِيَاتٌ

## سلسلةُ اسْمِ المفعولِ

مَنْسِيٌّ - مَنْسِيَّانِ - مَنْسِيُّوْنَ - مَنْسِيَّةٌ - مَنْسِيَّتَانِ - مَنْسِيَّاتٌ

النَّهْيُ (ناقِصُ اليَاءِ) ভুলে যাওয়া, বাবে ছামি'আ

## سلسلةُ الماضي المُطْلَقِ المعروفِ

نَهٰى - نَهَتْ - نَهَيْتَ - نَهَيْتِ - نَهَيْتُ

نَهَوْا - نَهَيْنَ - نَهَيْتُمْ - نَهَيْتُنَّ - نَهَيْنَا

نَهَيَا - نَهَتَا - نَهَيْتُمَا - نَهَيْتُمَا - نَهَيْنَا

## سلسلةُ الماضي المُطْلَقِ المجهولِ

نُهِيَ - نُهِيَتْ - نُهِيْتَ - نُهِيْتِ - نُهِيْتُ

نُهُوْا - نُهِيْنَ - نُهِيْتُمْ - نُهِيْتُنَّ - نُهِيْنَا

نُهِيَا - نُهِيَتَا - نُهِيْتُمَا - نُهِيْتُما - نُهِيْنَا

## سلسلةُ المضارِعِ المعروفِ

يَنْهٰى - تَنْهٰى - تَنْهٰى - تَنْهَيْنَ - أَنْهٰى

يَنْهَوْنَ - يَنْهَيْنَ - تَنْهَوْنَ - تَنْهَيْنَ - نَنْهٰى
يَنْهَيَانِ - تَنْهَيَانِ - تَنْهَيَانِ - تَنْهَيَانِ - نَنْهٰى

## سلسلةُ المضارعِ المجهولِ

يُنْهٰى - تُنْهٰى - تُنْهٰى - تُنْهَيْنَ - أُنْهٰى
يُنْهَوْنَ - يُنْهَيْنَ - تُنْهَوْنَ - تُنْهَيْنَ - نُنْهٰى
يُنْهَيَانِ - تُنْهَيَانِ - تُنْهَيَانِ - تُنْهَيَانِ - نُنْهٰى

## سلسلةُ الماضي المَنْفِيِّ بِلَمْ في المضارعِ المعروفِ

لم يَنْهَ - لم تَنْهَ - لم تَنْهَ - لم تَنْهَيْ - لم أَنْهَ
لم يَنْهَوْا - لم يَنْهَيْنَ - لم تَنْهَوْا - لم تَنْهَيْنَ - لم نَنْهَ
لم يَنْهَيَا - لم تَنْهَيَا - لم تَنْهَيَا - لم تَنْهَيَا - لم نَنْهَ

## سلسلة الماضي المنفي بِلَمْ في المضارعِ المجهول

لم يُنْهَ - لم تُنْهَ - لم تُنْهَ - لم تُنْهَيْ - لم أُنْهَ
لم يُنْهَوْا - لم يُنْهَيْنَ - لم تُنْهَوْا - لم تُنْهَيْنَ - لم نُنْهَ
لم يُنْهَيَا - لم تُنْهَيَا - لم تُنْهَيَا - لم تُنْهَيَا - لم نُنْهَ

## سلسلةُ النفيِ المُؤَكَّدِ بِلَنْ في المُسْتَقْبَلِ المعروفِ

لن يَنْهٰى - لن تَنْهٰى - لن تَنْهٰى - لن تَنْهَيْ - لن أَنْهٰى
لن يَنْهَوْا - لن يَنْهَيْنَ - لن تَنْهَوْا - لن تَنْهَيْنَ - لن نَنْهٰى
لن يَنْهَيَا - لن تَنْهَيَا - لن تَنْهَيَا - لن تَنْهَيَا - لن نَنْهٰى

## سلسلةُ النفي المؤكَّدِ بِلَنْ في المستقبلِ المجهولِ

لن يُنْهٰى - لن تُنْهٰى - لن تُنْهٰى - لن تُنْهَيْ - لن أُنْهٰى
لن يُنْهَوْا - لن يُنْهَيْنَ - لن تُنْهَوْا - لن تُنْهَيْنَ - لن نُنْهٰى

لن يُنْهَيَا - لن تُنْهَيَا - لن تُنْهَيَا - لن تُنْهَيَا - لن نُنْهٰى

## سلسلةُ لامِ التوكيدِ مَعَ النونِ الثقيلَةِ في المضارعِ المعروفِ

لَيَنْهَيَنَّ - لَتَنْهَيَنَّ - لَتَنْهَيَنَّ - لَتَنْهِيِنَّ - لَأَنْهَيَنَّ

لَيَنْهَوُنَّ - لَيَنْهَيْنَانِّ - لَتَنْهَوُنَّ - لَتَنْهَيْنَانِّ - لَنَنْهَيَنَّ

لَيَنْهَيَانِّ - لَتَنْهَيَانِّ - لَتَنْهَيَانِّ - لَتَنْهَيَانِّ - لَنَنْهَيَنَّ

## سلسلةُ لامِ التوكيدِ مَعَ النونِ الثقيلَةِ في المضارعِ المجهولِ

لَيُنْهَيَنَّ - لَتُنْهَيَنَّ - لَتُنْهَيَنَّ - لَتُنْهَيِنَّ - لَأُنْهَيَنَّ

لَيُنْهَوُنَّ - لَيُنْهَيْنَانِّ - لَتُنْهَوُنَّ - لَتُنْهَيْنَانِّ - لَنُنْهَيَنَّ

لَيُنْهَيَانِّ - لَتُنْهَيَانِّ - لَتُنْهَيَانِّ - لَتُنْهَيَانِّ - لَنُنْهَيَنَّ

## سلسلةُ الأمرِ المعروفِ

لِيَنْهَ - لِتَنْهَ - اِنْهَ - اِنْهَيْ - لِأَنْهَ

لِيَنْهَوْا - لِيَنْهَيْنَ - اِنْهَوْا - اِنْهَيْنَ - لِنَنْهَ

لِيَنْهَيَا - لِتَنْهَيَا - اِنْهَيَا - اِنْهَيَا - لِنَنْهَ

## سلسلةُ الأمرِ المجهولِ

لِيُنْهَ - لِتُنْهَ - لِتُنْهَ - لِتُنْهَيْ - لِأُنْهَ

لِيُنْهَوْا - لِيُنْهَيْنَ - لِتُنْهَوْا - لِتُنْهَيْنَ - لِنُنْهَ

لِيُنْهَيَا - لِتُنْهَيَا - لِتُنْهَيَا - لِتُنْهَيَا - لِنُنْهَ

## سلسلةُ النهيِ المعروفِ

لا يَنْهَ - لا تَنْهَ - لا تَنْهَ - لا تَنْهَيْ - لا أَنْهَ

لا يَنْهَوْا - لا يَنْهَيْنَ - لا تَنْهَوْا - لا تَنْهَيْنَ - لا نَنْهَ

لا يَنْهَيَا - لا تَنْهَيَا - لا تَنْهَيَا - لا تَنْهَيَا - لا نَنْهَ

## سلسلة النهي المجهول

لا يُنْهَ - لا تُنْهَ - لا تُنْهَ - لا تُنْهَيْ - لا أُنْهَ
لا يُنْهَوْا - لا يُنْهَيْنَ - لا تُنْهَوْا - لا تُنْهَيْنَ - لا نُنْهَ
لا يُنْهَيَا - لا تُنْهَيَا - لا تُنْهَيَا - لا تُنْهَيَا - لا نُنْهَ

## سلسلةُ اسمِ الفاعل

نَاهٍ - نَاهِيَانِ - نَاهُوْنَ - نَاهِيَةٌ - نَاهِيَتانِ - نَاهِيَاتٌ

## سلسلةُ اسمِ المفعول

مَنْهِيٌّ - مَنْهِيَّانِ - مَنْهِيُّوْنَ - مَنْهِيَّةٌ - مَنْهِيَّتَانِ - مَنْهِيَّاتٌ

## অনুশীলনী

১। নীচের মাছদারগুলো থেকে উপরের অনুকরণে سلسلة الأفعال গুলো মুখস্থ করো। (তবে মনে রাখতে হবে যে, لازم مصدر থেকে فعل مجهول ও اسم المفعول হবে না।)

البُكاءُ - الرِّضْوانُ - الإِباءُ - التِّلاوَةُ - السَّقْيُ - الرَّعْيُ - اللِّقَاءُ

২। নীচের ফেয়েলগুলোর অর্থসহ পরিচয় বলো।

يَرْمُونَ - لن تَنْجُوْا - لم تَسْقِيْ - لِيَتْلُوا - لِيَتْلُوا - أَبَيْتُمْ - لم يَنْسَوْا -
لايَرْمِيَا - لايَرْمِيْنَ - سُقُوْا - يَمْشُوْنَ - لن يَمْشُوْا - لِيَمْشُوا - لَيَمْشُنَّ

৩। দ্রুত আরবী বলো।

তারা তিলাওয়াত করেছে। আমাদের হাঁটা উচিত। তোমরা দু'জন অস্বীকার করো নি। তারা যেন সাক্ষাৎ না করে। তারা কিছুতেই ভুলবে না। তোমরা দু'জন অতি অবশ্যই সন্তুষ্ট হবে। তোমরা দু'জন সন্তুষ্ট হও নি। তারা সকলে অতি অবশ্যই অস্বীকার করবে। তোমরা ভুলে যেতে। তাদের হাঁটা উচিৎ।

৩। নীচের প্রতিটি শিরোনামের জন্য নিম্নোক্ত মাছদার থেকে একটি করে ফেয়েল বলো।

التلاوة - السقي - النهي

النفي المؤكد بلن في المستقبل المعروف، جمع مذكر حاضر

الماضي المطلق، جمع متكلم

النهي المعروف، جمع مؤنث غائب

الأمر المعروف، جمع مذكر غائب

তোমাকে যদি কেউ বলে মাদ্‌রাসায় লেখা-পড়া করে তোমার ভবিষ্যত কী হবে!

তুমি বলো, সমস্ত মাখলুকের ভবিষ্যত আল্লাহর হাতে। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ইলম হাছিল করছি। সুতরাং আল্লাহ স্বয়ং আমার ভবিষ্যত উজ্জ্বল করবেন। আমার দুনিয়ার ভবিষ্যত, কবরের ভবিষ্যত এবং অনন্তকালের আখেরাতের ভবিষ্যত উজ্জ্বল করবেন।

# بيان التعليلات

## শব্দের বিভিন্ন রূপান্তর

دَعَا ও بَكَى ফেয়েল দুটির মূল রূপ ছিলো دَعَوَ ও بَكَيَ

কোন নিয়মে এই রূপান্তর হলো তা আমরা বলবো না, তুমি নিজেই চিন্তা করে বলো।

بَقِيَ ফেয়েলটিতে মুতাহাররিক ইয়া কেন ألف হলো না আশা করি সেটাও তুমি চিন্তা করে বলতে পারবে।

دَعَوَا - بَكَيَا ফেয়েল দুটিতে ফাতহা পরবর্তী মুতাহাররিক ওয়াও-ইয়া ألف দ্বারা বদল হয়নি। কেননা তাছনিয়ার আলিফসংলগ্ন অবস্থায় এ নিয়ম চলে না।

البُكَاءُ ও الرَّجَاءُ মাছদার দুটির মূল হরফ হলো যথাক্রমে (ر- ج- و) এবং (ب- ك- ي) সুতরাং এর মূল রূপ হলো البُكَايُ ও الرَّجَاوُ

ছারফ শাস্ত্রের নিয়ম এই যে, মাদ্দা ও শব্দমূলের অতিরিক্ত আলিফের পরে ওয়াও-ইয়া হামযাহ হয়ে যায়।

এই সূত্রে উপরোক্ত মাছদার দু'টিতে ألف زائده এর পরবর্তী ওয়াও-ইয়া হামযাতে রূপান্তরিত হয়ে البكاء ও الرجاء হয়েছে।

এবার তুমি নিজে البَقَاءُ - الإِبَاءُ - قَائِلٌ - بَائِعٌ - صَائِمٌ ইত্যাদি শব্দগুলোতে রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

رَضِيَ - قَوِيَ ফেয়েল দু'টি মূল রূপ হলো رَضِوَ - قَوِوَ

এখানে রূপান্তরের সূত্র এই যে, লাম-কালিমাহর ওয়াও কাসরার পরে ইয়া হয়ে যায়।

يَدْعُوْ - يَرْمِيْ ফেয়েলদুটির মূল রূপ يَدْعُوُ ও يَرْمِيُ ছিলো।তদ্রূপ تَرْمِيْنَ

এর মূল রূপ تَرْمِيِيْنَ ছিলো। রূপান্তরের সূত্র এই যে, যাম্মা ও কাসরাহর পর মাযমূম ওয়াও-ইয়া সাকিন হয়ে যায়। (তৃতীয় ফেয়েলটিতে দুই সাকিনের মিলনে ي পড়ে গিয়ে ترمين হয়েছে)

এবার তুমি নিজে نَتْلُوْ ও نَرْمِيْ ফেয়েল দু'টির রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

يُدْعٰى - يَرْضٰى - يَقْـوٰى এই ফেয়েলগুলোর মাদ্দা বা মূল হরফ হলো যথাক্রমে (د- ع- و) ، (ر- ض- و) ، (ق- و- و) সুতরাং এগুলোর মূল রূপ হলো يَقْوَوُ - يَرْضَوُ - يُدْعَوُ

ছারফ শাস্ত্রের নিয়ম এই যে, চতুর্থ বা তার পরবর্তী স্থানের ওয়াও ফাতহার পরে হলে প্রথমে ইয়া দ্বারা এবং পরে ألف দ্বারা বদল হয়।

এই নিয়মে يَقْوَوُ থেকে يَقْوَيُ এবং তা থেকে يَقْوٰى হয়েছে।

তদ্রূপ يَرْضَوُ থেকে يَرْضَيُ এবং তা থেকে يَرْضٰى হয়েছে।

তদ্রূপ يُدْعَوُ থেকে يُدْعَيُ এবং তা থেকে يُدْعٰى হয়েছে।

এবার তুমি نَرْضٰى ও نُدْعٰى ফেয়েল দু'টির রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

يُدْعَيَانِ - يُرْجَيَانِ - يَرْضَيَان এই ফেয়েলগুলোর রূপান্তর আলোচনা করো এবং এখানে ইয়াকে ألف দ্বারা বদল করা হলো না কেন বলো।

تَدْعُوِيْنَ ফেয়েলটির ميزان হলো تَفْعُلِيْنَ সুতরাং এর মূলরূপ হবে تَدْعِيْنَ এখানে রূপান্তরের সূত্র এই যে, যাম্মা ও ইয়ার মধ্যবর্তী মাকসূর ওয়াওকে সাকিন করে পূর্ববর্তী যাম্মাকে কাসরাহ দ্বারা বদল করা জরুরী।

উপরোক্ত নিয়মে এখানে تَدْعُوِيْنَ এর ওয়াওকে সাকিন করে পূর্ববর্তী যাম্মাকে কাসরাহ দ্বারা বদল করা হয়েছে , ফলে تَدْعِوْيْنَ হয়েছে। অতঃপর দুই সাকিনের মিলনে واو পড়ে গিয়ে تَدْعِيْنَ হয়েছে।

এবার তুমি নিজে اُتْلِيْ ও لاتَدْعِيْ ফেয়েলদু'টির রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

يَرْمُوْنَ ফেয়েলটির মূল রূপ হলো (عَلٰى وَزْنِ يَفْعِلُوْنَ) يَرْمِيُوْنَ

ছারফ শাস্ত্রের নিয়ম এই যে, কাসরা এবং ওয়াওয়ের মধ্যবর্তী মাযমম

ইয়াকে সাকিন করে পূর্ববর্তী কাসরাহকে যাম্মা দ্বারা বদল করা জরুরী।

উপরোক্ত নিয়মে এখানে يَرْمِيُوْنَ এর ইয়াকে সাকিন করে পূর্ববর্তী কাসরাকে যাম্মা দ্বারা বদল করা হয়েছে ফলে يَرْمُيْوْنَ। অতঃপর দুই সাকিনের মিলনে ياء পড়ে গিয়ে يَرْمُوْنَ হয়েছে।

এবার তুমি تَبْكُوْنَ ও بَاكُوْنَ শব্দদু'টির রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

باكٍ ও داعٍ এর ثلاثي مجرد এর اسم الفاعل এর ميزان হলো فاعل সুতরাং মূল রূপ হলো بَاكِيٌ ও دَاعِوٌ

কাসরার পর লাম-কালিমার ওয়াও যেহেতু ইয়া হয়ে যায় সেহেতু دَاعِوٌ থেকে دَاعِيٌ হবে। আর কাসরাহর পর ইয়া যেহেতু সাকিন হয়ে যায় সেহেতু ইয়া সাকিন ও নূন সাকিন – এই দুই সাকিনের মিলনে ইয়া পড়ে যাবে। এভাবে باكٍ ও داعٍ হবে।

## প্রশ্নমালা

১। رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ এখানে কোন ফেয়েলে কয়টি তালীল হয়েছে?

২। رَضِيَ ও رَضُوْا ফেয়েলদুটির মূল রূপ কি?

৩। رَضُوْا ফেয়েলটিতে প্রথম দফা কোন নিয়মের ভিত্তিতে এবং দ্বিতীয় দফা কোন নিয়মের ভিত্তিতে তালীল হয়েছে?

৪। لَقُوْا جَزاءَ أَعْمَالِهِم এ বাক্যের ফেয়েলটির রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

৫। دَعَا - يَبْقٰى - رَمٰى এই ফেয়েলগুলোতে কোন নিয়মের ভিত্তিতে তালীল হয়েছে?

৬। উপরোক্ত নিয়মে يَبْقَيَانِ - دَعَوَا - رَمَيَا এই مثنى ফেয়েলগুলোতে তালীল হলো না কেন? আবার دَعَتَا - رَمَتَا এই مثنى ফেয়েলদু'টিতে তালীল হলো কেন?

৭। আলিফে যাইদাহ-এর পর ওয়াও-ইয়ার নিয়মটি বলো।

৮। سَائِلٌ (প্রশ্নকারী) এবং سَائِلٌ (প্রবাহিত) এই দুই اسم الفاعل এর হামযাহর মাঝে পার্থক্য কি ?

৯। এমন দু' একটি মাছদার বলো যাতে আলিফে যাইদার পর ওয়াও-ইয়ার এই নিয়মটি প্রয়োগ করা যায়।

১০। মাযমূম কিংবা মাকসূর ওয়াও-ইয়াকে কখন সাকিন করা ওয়াজিব? দু উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

১১। মীযান হিসাবে تَمْشِيْنَ (তুমি হাঁটবে) ফেয়েলটির মূল রূপ নির্ণয় করো এবং রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

১২। চতুর্থ বা তার পরবর্তী স্থানের ওয়াওয়ের নিয়মটি বলো।

১৩। أَلَا تَعْلَمَانِ أَنَّكُمَا سَتَلْقَيَانِ رَبَّكُمَا، فَكَيْفَ تَعْصِيَانِهِ ؟ এ বাক্যের تَلْقَيَانِ ফেয়েলটিতে ফাতহার পর মুতাহাররিক ওয়াও-ইয়ার নিয়ম প্রযুক্ত হবে না কেন?

১৪। যাম্মা ও ইয়ার মাঝে মাকসূর ওয়াও হলে কি নিয়ম ?

১৫। يا مَرْيَمُ لاتَدْعِيْ مَعَ اللهِ أَحَداً এবাক্যের لاتَدْعِيْ ফেয়েলটির তালীল করো।

১৬। فَلْيَضْحَكُوا قَلِيْلاً وَ لْيَبْكُوا كَثِيْراً এ আয়াতের দ্বিতীয় ফেয়েলটিতে কোন নিয়মের ভিত্তিতে তালীল হবে ?

১৭। دَاعٍ - دَاعِيَانِ - دَاعُوْنَ - مَاشٍ - مَاشِيَانِ - مَاشُوْنَ এই শব্দগুলোতে তালীল করো।

# بيان أبواب الثلاثي المزيد فيه

ثلاثي مزيد فيه এর মোট চৌদ্দটি বাব। যথা –

إِفْعَالٌ - تَفْعِيل - تَفَعُّل - اِفْتِعَال - اِسْتِفْعَال - اِنْفِعَال - تَفَاعُل -
مُفَاعَلَة - اِفْعِلَال - اِفْعِيْلَال - اِفْعِيْعَال - اِفْعِوَّال - اِفَّاعُلٌ - اِفَّعُّلٌ

এর মধ্যে প্রথম নয়টি বাব বেশী ব্যবহৃত হয় । পক্ষান্তরে শেষ পাঁচটি বাবের ব্যবহার খুবই কম।

একথা তুমি আগেই জেনে এসেছো যে, প্রতিটি বাবের মাছদার থেকে ماضي مطلق واحد مذكر غائب এই একটি মাত্র ছীগাহ তৈরী করা হয়। তারপর মাযী থেকে মোযারে এবং মোযারে থেকে আমর তৈরী করা হয়। তাই এখানে আমরা ثلاثي مزيد فيه এর প্রতিটি বাবের ماضي مطلق واحد مذكر غائب এর ছীগাহ তৈরী করার নিয়ম আলোচনা করবো।

যেহেতু ইতিপূর্বে الطريق إلى العربية কিতাবে ثلاثي مزيد فيه এর বেশ কয়েকটি বাব তুমি سلسلة الأفعال সহ পড়ে এসেছো সেহেতু আশা করি যে, বিষয়টি তোমার জন্য মোটেই কঠিন হবে না।

إفعال -- হামযা ও লাম-কালিমাকে ফাতহা দাও এবং লাম-কালিমার পূর্ববর্তী আলিফ ফেলে দাও। এখন أَفْعَلَ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ একটি, অর্থাৎ ফা-কালিমার পূর্ববর্তী হামযাহ।

تفعيل -- মাছদারের শুরু থেকে ت এবং লাম-কালিমার পূর্ববর্তী ي ফেলে দাও। অতঃপর ফা-কালিমা ও লাম-কালিমায় ফাতহা দাও এবং আইন-কালিমাকে মুশাদ্দাদ করে ফাতহা দাও। এখন فَعَّلَ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ একটি, অর্থাৎ আইন-কালিমার تكرار বা পুনরুক্তি।

تفعل -- মুশাদ্দাদ আইন-কালিমা ও লাম-কালিমাকে ফাতহা দাও। تَفَعَّلَ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ দু'টি, অর্থাৎ ফা-কালিমার পূর্ববর্তী ت এবং আইন-কালিমার তাকরার বা পুনরুক্তি।

افتعال -- ফা-কালিমার পূর্ববর্তী ت এবং লাম-কালিমাকে ফাতহা দাও এবং লাম-কালিমার পূর্ববর্তী আলিফ ফেলে দাও। এখন اِفْتَعَلَ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ দু'টি, ফা-কালিমার পূর্ববর্তী আলিফ এবং পরবর্তী ت

استفعال -- ফা-কালিমার পূর্ববর্তী ت এবং লাম-কালিমাকে ফাতহা দাও এবং লাম-কালিমার পূর্ববর্তী আলিফ ফেলে দাও। এখন اِسْتَفْعَلَ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ তিনটি, অর্থাৎ ا- س- ت

انفعال -- ফা-কালিমা ও লাম-কালিমাকে ফাতহা দাও এবং লাম-কালিমার পূর্ববর্তী আলিফ ফেলে দাও। এখন اِنْفَعَلَ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ দু'টি, অর্থাৎ ফা-কালিমার পূর্ববর্তী হামযাহ ও নূন।

تفاعل -- মাছদারের আইন-কালিমা ও লাম-কালিমায় ফাতহা দাও। এখন تَفَاعَلَ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ দুটি, অর্থাৎ ফা-কালিমার পুর্ববর্তী ت এবং পরবর্তী ألف

مفاعلة -- মাছদারের শুরুর ميم এবং শেষের ة ফেলে দাও।এখন فَاعَلَ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ একটি, অর্থাৎ ফা-কালিমার পরবর্তী আলিফ।

افعلال -- লাম-কালিমার পরবর্তী আলিফ ফেলে দাও এবং আইন-কালিমা ও শেষ হরফে ফাতহা দাও। اِفْعَلَلَ হলো।

যেহেতু এক জিনসের দুই হরফের মাঝে إدغام আবশ্যক সেহেতু নিয়ম অনুযায়ী লামকে সাকিন করে পরবর্তী হরফকে তার মাঝে ইদগাম করো। এখন اِفْعَلَّ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ দুটি, অর্থাৎ ফা-কালিমার পূর্ববর্তী হামযাহ এবং লাম-কালিমার পর অনুরূপ একটি হরফ।

افعيلال -- মাছদারের ইয়াকে আলিফ দ্বারা বদল করো আইন-কালিমায় ও শেষ হরফে ফাতহা দাও। অতঃপর লাম-কালিমার পরবর্তী আলিফকে ফেলে দাও। এখন اِفْعَالَلَ হলো।

যেহেতু এক জিন্সের দুই হরফের মাঝে إدغام আবশ্যক সেহেতু নিয়ম হিসাবে প্রথম হরফকে সাকিন করে পরবর্তী হরফকে তার মাঝে ইদগাম করো। এখন اِفْعَالَّ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ তিনটি, অর্থাৎ ফা-কালিমার পূর্ববর্তী হামযাহ এবং আইন-কালিমার পরবর্তী আলিফ এবং লাম-কালিমার পর অনুরূপ একটি হরফ।

افعوال -- মাছদারের আইন-কালিমা ও লাম-কালিমাকে ফাতহা দাও এবং লাম-কালিমার পূর্ববর্তী আলিফ ফেলে দাও। এখন اِفْعَوَّلَ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ দু'টি (বা তিনটি) , অর্থাৎ ফা-কালিমার পূর্ববর্তী হামযাহ এবং মুশাদ্দাদ ওয়াও।

افاعل -- মাছদারের আইন-কালিমা ও লাম-কালিমায় ফাতহা দাও। এখন اِفَّاعَلَ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ তিনটি, অর্থাৎ হামযা, ফা-কালিমার পুনরুক্তি এবং তারপর একটি আলিফ।

افعل -- মাছদারের আইন-কালিমা ও লাম-কালিমায় ফাতহা দাও। اِفَّعَّلَ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ তিনটি, অর্থাৎ হামযা এবং ফাও আইন-কালিমার তাকরার বা পুনরুক্তি।

# بيان أبواب الرباعي

رباعي এর মোট চার বাব। একটি رباعي مجرد এবং তিনটি رباعي مزيد فيه যথা –

فَعْلَلَةٌ - اِفْعِنْلَالٌ - اِفْعِلّالٌ - تَفَعْلُلٌ

নীচে প্রতিটি বাবের ماضي مطلق معروف، واحد مذكر غائب এর ছীগাহ বানানোর নিয়ম বলা হচ্ছে, ভালো ভাবে বুঝে নাও।

فعللة -- মাছদারের শেষে ة ফেলে দিলেই ماضي واحد مذكر غائب এর ছীগাহ হয়ে যাবে। যেমন فَعْلَلَ

যেহেতু এটা رباعي مجرد সেহেতু এখানে অতিরিক্ত কোন হরফ নেই।

افعنلال -- দুই লাম-কালিমার মধ্যবর্তী আলিফ ফেলে দাও। অতঃপর আইন-কালিমায় এবং দ্বিতীয় লাম-কালিমায় ফাতহা দাও। এখন اِفْعَنْلَلَ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ দু'টি, অর্থাৎ প্রথমে হামযাহ এবং আইন-কালিমার পর নূন।

افعللال -- আইন-কালিমা ও প্রথম লাম-কালিমায় এবং শেষ হরফে ফাতহা দাও। অতঃপর দ্বিতীয় লাম-কালিমার পরের আলিফ ফেলে দাও اِفْعَلَلَلَ হলো। অতঃপর ইদগামের নিয়ম হিসাবে দ্বিতীয় লাম-কালিমাকে সাকিন করে শেষ হরফকে তার মাঝে ইদগাম করো। এখন اِفْعَلَلَّ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ দু'টি, অর্থাৎ প্রথমে হামযাহ এবং দ্বিতীয় লাম-কালিমার পরে অনুরূপ একটি হরফ।

تفعلل -- মাছদারের উভয় লাম-কালিমায় ফাতহা দাও। এখন تَفَعْلَلَ হলো।

এই বাবের অতিরিক্ত হরফ একটি, অর্থাৎ ফ-কালিমার পূর্ববর্তী ت

# كيف يبنى المضارع المعروف

## মোযারে মা'রূফ বানানোর নিয়ম

একথা তুমি জানো যে, ماضي مطلق معروف، واحد مذكر غائب থেকে مضارع معروف বানানো হয়।

নিয়ম এই যে, মাযীর শেষ হরফে যাম্মা দাও এবং শুরুতে হামযা থাকলে ফেলে দিয়ে علامة المضارع যোগ করো।

মাযী চার হরফওয়ালা হলে علامة المضارع মাযমূম হবে এবং শেষ হরফের পূর্ববর্তী হরফে কাসরাহ হবে। যেমন أَفْعَلَ থেকে يُفْعِلُ এবং فَعَّلَ থেকে يُفَعِّلُ এবং فَاعَلَ থেকে يُفَاعِلُ এবং فَعْلَلَ থেকে يُفَعْلِلُ

আর যদি মাযী চার হরফের কমবেশী হয় তা হলে علامة المضارع মাফতূহ হবে এবং শেষ হরফের পূর্ববর্তী হরফে কাসরাহ হবে। যেমন اِفْتَعَلَ থেকে يَفْتَعِلُ এবং اِسْتَفْعَلَ থেকে يَسْتَفْعِلُ এবং اِنْفَعَلَ থেকে يَنْفَعِلُ এবং اِفْعَلَّ থেকে يَفْعَلُّ (মূলতঃ يَفْعَلِلُ) এবং اِفْعَالَّ থেকে يَفْعَالُّ (মূলতঃ يَفْعَالِلُ) এবং اِفْعَوْعَلَ থেকে يَفْعَوْعِلُ এবং اِفْعَوَّلَ থেকে يَفْعَوِّلُ এবং اِفْعَنْلَلَ থেকে يَفْعَنْلِلُ এবং اِفْعَلَّلَ থেকে يَفْعَلِّلُ

আর যদি মাযীর শুরুতে ت হয় তবে শেষ হরফের পূর্ববর্তী হরফে ফাতহা হবে। যেমন تَفَعَّلَ থেকে يَتَفَعَّلُ এবং تَفَاعَلَ থেকে يَتَفَاعَلُ এবং تَفَعْلَلَ থেকে يَتَفَعْلَلُ

তদ্রূপ اِفَّاعَلَ ও اِفَّعَّلَ এর ক্ষেত্রেও শেষ হরফের পূর্ববর্তী হরফে ফতহা হবে। যেমন يَفَّاعَلُ ও يَفَّعَّلُ

# كيف يبنى الأمر الحاضر

فعل الأمر ফেয়েলে মোযারে থেকে তৈরী হয় এবং আমরের প্রতিটি صيغة মোযারে-এর ঠিক ঐ صيغة থেকে তৈরী হয়। যেমন আমরের واحد مذكر حاضر এর صيغة মোযারে-এর واحد مذكر حاضر এর صيغة থেকে তৈরী হবে।।

নিয়ম এই যে, প্রথমে علامة المضارع ফেলে দাও। অতঃপর প্রথম হরফটি সাকিন হলে শুরুতে হামযাহ যোগ করো। إفعال এর হামযাহ শুধু মাফতূহ হয় এবং এটা

همزة القطع . পক্ষান্তরে অন্য সব বাবের হামযা মাকসূর হয় এবং সেগুলো همزة الوصل

মোযারের শেষে যাম্মা থাকলে তা সাকিন হয়ে যাবে এবং نون الإعراب থাকলে তাপড়ে যাবে কিন্তু جمع مؤنث এর নূন পড়বে না। আর লাম-কালিমা হরফে ইল্লত হলে তা পড়ে যায়।

# كيف يبنى الماضي المجهول

## মাযী মাজহূল বানানোর নিয়ম

একথা তো তুমি আগেই জেনেছো যে, মাযী মাজহূল তৈরী হয় মাযী মারূফ থেকে। নিয়ম এই যে, শেষের পূর্ববর্তী হরফকে কাসরাহ দাও এবং শেষ দুই হরফ ছাড়া সকল মুতাহাররিক হরফকে যাম্মা দাও। যেমন أَفْعَلَ থেকে أُفْعِلَ এবং فَعَّلَ থেকে فُعِّلَ এবং تَفَعَّلَ থেকে تُفُعِّلَ এবং اِفْتَعَلَ থেকে اُفْتُعِلَ এবং اِسْتَفْعَلَ থেকে اُسْتُفْعِلَ এবং فَعْلَلَ থেকে فُعْلِلَ

যদি মাযীর ফা-কালিমার পরে ألف زائده থাকে তাহলে তা ওয়াও হয়ে যাবে। যেমন فَاعَلَ থেকে فُوْعِلَ এবং تَفَاعَلَ থেকে تُفُوْعِلَ

# كيف يبني المضارع المجهول

## মোযারে মাজহূল বানানোর নিয়ম

মোযারে মাজহূল তৈরী হবে মোযারে মারূফ থেকে। নিয়ম এই যে, علامة المضارع মাযমূম না হলে তাকে যাম্মা দাও এবং আইন-কালিমা মাফতূহ না হলে তাকে ফাতহা দাও। যেমন يُفَعِّلُ থেকে يُفَعَّلُ এবং يُفْعِلُ থেকে يُفْعَلُ

يَسْتَفْعِلُ এবং يُتَفَعَّلُ থেকে يَتَفَعَّلُ এবং يُفْتَعَلُ থেকে يَفْتَعِلُ এবং يُفَاعَلُ থেকে يُفَاعِلُ এবং يُتَفَاعَلُ থেকে يَتَفَاعَلُ এবং يُسْتَفْعَلُ থেকে يُفَعْلَلُ থেকে يَفَعْلِلُ এবং

# كيف يبنى الفاعل و المفعول و الظرف

## ইসমুল ফা'ইল, মাফ'উল ও যারফ বানানোর নিয়ম

مضارع معروف তৈরী হয় اسم الفاعل ছাড়া অন্যান্য বাবের ثلاثي مجرد থেকে। নিয়ম এই যে, علامة المضارع এর স্থলে যাম্মাযুক্ত ميم যোগ করো এবং শেষ হরফে তানবীন দাও। যেমন- يُفْعِلُ থেকে مُفْعِلٌ এবং يَتَفَعَّلُ থেকে مُتَفَعِّلٌ এবং يَسْتَفْعِلُ থেকে مُسْتَفْعِلٌ ইত্যাদি।

اسم المفعول তৈরী হয় مضارع مجهول থেকে। নিয়ম এই যে, علامة المضارع এর স্থলে যাম্মাযুক্ত ميم যোগ করো এবং শেষ হরফে তানবীন দাও। যেমন- يُفْعَلُ থেকে مُفْعَلٌ - يُتَفَعَّلُ থেকে مُتَفَعَّلٌ - يُسْتَفْعَلُ থেকে مُسْتَفْعَلٌ ইত্যাদি।

ثلاثي مجرد এর اسم الظرف এর নিজস্ব ميزان রয়েছে। এটা তোমরা জানো, এ ছাড়া অন্যান্য বাবের اسم الظرف এর কিন্তু নিজস্ব ميزان নাই। বরং বাবগুলোর اسم المفعول এর ميزان ই হচ্ছে اسم الظرف এর ميزان - যেমন- مُغْتَسَلٌ এর অর্থ হলো- গোসল করার জায়গা।

নীচে আমরা ثلاثي مزيد، رباعي مجرد، رباعي مزيد এই তিন শ্রেণীর প্রতিটি বাবের সংক্ষিপ্ত ميزان তুলে ধরছি। এরপর নমুনা হিসাবে শুধু বাবে تفعل এর পুর্ণাংগ سلسلة الأفعال পেশ করবো ইনশাআল্লাহ।

## البابُ الأولُ : إفْعَال

( الإكرام সম্মান করা )

أَكْرَمَ - يُكْرِمُ - أُكْرِمَ - يُكْرَمُ - أَكْرِمْ - مُكْرِمٌ - مُكْرَمٌ

عَلٰى وَزْنِ

أَفْعَلَ- يُفْعِلُ- أُفْعِلَ- يُفْعَلُ- أَفْعِلْ- مُفْعِلٌ- مُفْعَلٌ

## البابُ الثاني : تَفْعِيل

( التعليم শিক্ষা দেওয়া )

عَلَّمَ - يُعَلِّمُ - عُلِّمَ - يُعَلَّمُ- عَلِّمْ- مُعَلِّمٌ - مُعَلَّمٌ

عَلٰي وَزْنِ

فَعَّلَ- يُفَعِّلُ- فُعِّلَ- يُفَعَّلُ- فَعِّلْ- مُفَعِّلٌ- مُفَعَّلٌ

## البابُ الثالِثُ : تَفَعُّلٌ

( التَّقَبُّلُ কবূল করা )

تَقَبَّلَ- يَتَقَبَّلُ - تُقُبِّلَ - يُتَقَبَّلُ - تَقَبَّلْ - مُتَقَبِّلٌ- مُتَقَبَّلٌ

عَلٰى وَزْنِ

تَفَعَّلَ- يَتَفَعَّلُ- تُفُعِّلَ- يُتَفَعَّلُ- تَفَعَّلْ- مُتَفَعِّلٌ- مُتَفَعَّلٌ

## البابُ الرابِعُ : اِفْتِعال

( الاِجْتِنابُ পরিহার করা )

اِجْتَنَبَ- يَجْتَنِبُ- اُجْتُنِبَ- يُجْتَنَبُ- اِجْتَنِبْ- مُجْتَنِبٌ- مُجْتَنَبٌ

عَلٰى وَزْنِ

اِفْتَعَلَ- يَفْتَعِلُ- اُفْتُعِلَ- يُفْتَعَلُ- اِفْتَعِلْ- مُفْتَعِلٌ- مُفْتَعَلٌ

## البابُ الخامِسُ : اِسْتِفْعال

( الاستقبال এস্তেকবাল করা )

اِسْتَقْبَلَ- يَسْتَقْبِلُ- اُسْتُقْبِلَ- يُسْتَقْبَلُ- اِسْتَقْبِلْ - مُسْتَقْبِلٌ- مُسْتَقْبَلٌ

عَلٰى وَزْنِ

اِسْتَفْعَلَ - يَسْتَفْعِلُ - اُسْتُفْعِلَ - يُسْتَفْعَلُ - اِسْتَفْعِلْ - مُسْتَفْعِلٌ - مُسْتَفْعَلٌ

## البابُ السادِسُ : مُفاعَلَة

( الْمُقاتَلَة লড়াই করা )

قَاتَلَ- يُقَاتِلُ- قُوتِلَ- يُقَاتَلُ- قَاتِلْ- مُقَاتِلٌ- مُقَاتَلٌ

فَاعَلَ- يُفَاعِلُ- فُوعِلَ- يُفَاعَلُ- فَاعِلْ- مُفاعِلٌ- مُفاعَلٌ

## البابُ السابِعُ : تَفَاعُل

( التَّخاصُم পরস্পর ঝগড়া করা )

تَخاصَمَ - يَتَخاصَمُ - تُخُوصِمَ - يُتَخاصَمُ - تَخاصَمْ - مُتَخاصِمٌ - مُتَخاصَمٌ

عَلٰى وَزْنِ

تَفَاعَلَ- يَتَفَاعَلُ- تُفُوْعِلَ- يُتَفَاعَلُ- تَفَاعَلْ- مُتَفاعِلٌ- مُتَفاعَلٌ

## البابُ الثامِنُ : اِنْفِعال

( الانصراف ফেরা )

اِنْصَرَفَ- يَنْصَرِفُ - + - + - اِنْصَرِفْ- مُنْصَرِفٌ- +

عَلٰى وَزْنِ

اِنْفَعَلَ- يَنْفَعِلُ- + - + - اِنْفَعِلْ- مُنْفَعِلٌ- +

## الباب التاسِعُ : اِفْعِلَال

( লাল হওয়া الاِحْمِرَارُ )

اِحْمَرَّ- يَحْمَرُّ- + - + - اِحْمَرَّ و اِحْمَرِرْ- مُحْمَرٌّ- +

عَلٰى وَزْنِ

اِفْعَلَّ- يَفْعَلُّ- + - + - اِفْعَلَّ و اِفْعَلِلْ- مُفْعَلٌّ- +

## البابُ العاشِرُ : اِفْعِيْلَالُ

( অত্যন্ত লাল হওয়া الاِحْمِيْرَارُ )

اِحْمَارَّ- يَحْمَارُّ- + - + اِحْمَارَّ و اِحْمَارِرْ- مُحْمَارٌّ- +

عَلٰى وَزْنِ

اِفْعَالَّ- يَفْعَالُّ- + - + اِفْعَالَّ و اِفْعَالِلْ- مُفْعَالٌّ- +

## البابُ الحادِيَ عَشَرَ : اِفْعِيْعَال

( কঠিন হওয়া الاِخْشِيْشَانُ )

اِخْشَوْشَنَ- يَخْشَوْشِنُ- + - + - اِخْشَوْشِنْ- مُخْشَوْشِنٌ - +

عَلٰى وَزْنِ

اِفْعَوْعَلَ- يَفْعَوْعِلُ- + - + - اِفْعَوْعِلْ- مُفْعَوْعِلٌ- +

## البابُ الثانِيَ عَشَرَ : اِفْعِوَّال

( দ্রুত চলা الاِجْلِوَّاذُ )

اِجْلَوَّذَ- يَجْلَوِّذُ- + - + - اِجْلَوِّذْ - مُجْلَوِّذٌ- +

عَلٰى وَزْنِ

اِفْعَوَّلَ - يَفْعَوِّلُ - + - + - اِفْعَوِّلْ - مُفْعَوِّلٌ- +

## البابُ الثالِثَ عَشَرَ : اِفَّاعُل

( الاِثَّاقُلُ ঝোঁকা, মায়েল হওয়া )

اِثَّاقَلَ- يَثَّاقَلُ- + - + - اِثَّاقَلْ- مُثَّاقِلٌ - +

عَلٰى وَزْنِ

اِفَّاعَلَ- يَفَّاعَلُ- + - + - اِفَّاعَلْ- مُفَّاعِلٌ- +

## البابُ الرابعَ عَشَرَ : اِفَّعُّلٌ

( الاِطَّهُّرُ পবিত্র হওয়া )

اِطَّهَّرَ- يَطَّهَّرُ- + - + - اِطَّهَّرْ- مُطَّهِّرٌ- +

عَلٰى وَزْنِ

اِفَّعَّلَ- يَفَّعَّلُ- + - + - اِفَّعَّلْ + مُفَّعِّلٌ- +

# بابُ الرُّباعِيِّ المُجَرَّدِ

## فَعْلَلَةٌ

( البَعْثَرَةُ উলটপালট করা )

بَعْثَرَ- يُبَعْثِرُ- بُعْثِرَ- يُبَعْثَرُ- بَعْثِرْ- مُبَعْثِرٌ- مُبَعْثَرٌ

عَلٰى وَزْنِ

فَعْلَلَ- يُفَعْلِلُ- فُعْلِلَ- يُفَعْلَلُ- فَعْلِلْ- مُفَعْلِلٌ- مُفَعْلَلٌ

# أَبْوابُ الرُّباعِيِّ المَزِيدِ فيه

## البابُ الأول : اِفْعِنْلال

( الاِبْرِنْشاقُ খুশী হওয়া )

اِبْرَنْشَقَ- يَبْرَنْشِقُ- + - + - اِبْرَنْشِقْ - مُبْرَنْشِقٌ - +

عَلٰى وَزْنِ

اِفْعَنْلَلَ- يَفْعَنْلِلُ- + - + - اِفْعَنْلِلْ- مُفْعَنْلِلٌ - +

## البابُ الثانِي : اِفْعِلّالٌ

( اِقْشِعْرارٌ শরীর কণ্টকিত হওয়া )

اِقْشَعَرَّ- يَقْشَعِرُّ- + - + - اِقْشَعِرَّ و اِقْشَعْرِرْ- مُقْشَعِرٌّ- +

عَلٰى وَزْنِ

اِفْعَلَلَّ- يَفْعَلِلُّ- + - + - اِفْعَلِلَّ و اِفْعَلْلِلْ- مُفْعَلِلٌّ- +

## البابُ الثالِثُ : تَفَعْلُلٌ

( التَّسَرْبُلُ জামা পরিধান করা )

تَسَرْبَلَ- يَتَسَرْبَلُ- + - + - تَسَرْبَلْ- مُتَسَرْبِلٌ- +

عَلٰى وَزْنِ

تَفَعْلَلَ- يَتَفَعْلَلُ- + - + - تَفَعْلَلْ- مُتَفَعْلِلٌ - +

নীচে নমুনা হিসাবে শুধু বাবে تَفَعُّل এর পূর্ণাংগ سلسلة الأفعال পেশ করা হচ্ছে। ভালভাবে মুখস্থ করে নাও।

# بـاب تَـفَـعُّـل

## سلسلة الماضي المطلق المعروف

تَقَبَّلَ - تَقَبَّلَتْ - تَقَبَّلْتَ - تَقَبَّلْتِ - تَقَبَّلْتُ
تَقَبَّلُوا - تَقَبَّلْنَ - تَقَبَّلْتُمْ - تَقَبَّلْتُنَّ - تَقَبَّلْنَا
تَقَبَّلَا - تَقَبَّلَتَا - تَقَبَّلْتُمَا - تَقَبَّلْتُمَا - تَقَبَّلْنَا

## سلسلة الماضي المطلق المجهول

تُقُبِّلَ - تُقُبِّلَتْ - تُقُبِّلْتَ - تُقُبِّلْتِ - تُقُبِّلْتُ
تُقُبِّلُوا - تُقُبِّلْنَ - تُقُبِّلْتُمْ - تُقُبِّلْتُنَّ - تُقُبِّلْنَا
تُقُبِّلَا - تُقُبِّلَتَا - تُقُبِّلْتُمَا - تُقُبِّلْتُمَا - تُقُبِّلْنَا

## سلسلة المضارع المعروف

يَتَقَبَّلُ - تَتَقَبَّلُ - تَتَقَبَّلُ - تَتَقَبَّلِيْنَ - أَتَقَبَّلُ
يَتَقَبَّلُوْنَ - يَتَقَبَّلْنَ - تَتَقَبَّلُوْنَ - تَتَقَبَّلْنَ - نَتَقَبَّلُ
يَتَقَبَّلَانِ - تَتَقَبَّلَانِ - تَتَقَبَّلَانِ - تَتَقَبَّلَانِ - نَتَقَبَّلُ

## سلسلة المضارع المجهول

يُتَقَبَّلُ - تُتَقَبَّلُ - تُتَقَبَّلُ - تُتَقَبَّلِيْنَ - أُتَقَبَّلُ
يُتَقَبَّلُوْنَ - يُتَقَبَّلْنَ - تُتَقَبَّلُوْنَ - تُتَقَبَّلْنَ - نُتَقَبَّلُ
يُتَقَبَّلَانِ - تُتَقَبَّلَانِ - تُتَقَبَّلَانِ - تُتَقَبَّلَانِ - نُتَقَبَّلُ

## سلسلة الماضي المنفي بلم في المضارع المعروف

لَمْ يَتَقَبَّلْ - لم تَتَقَبَّلْ - لم تَتَقَبَّلْ - لم تَتَقَبَّلِي - لم أَتَقَبَّلْ
لِم يَتَقَبَّلُوا - لم يَتَقَبَّلْنَ - لم تَتَقَبَّلُوا - لم تَتَقَبَّلْنَ - لم نَتَقَبَّلْ

لم يَتَقَبَّلا - لم تَتَقَبَّلا - لم تَتَقَبَّلا - لم تَتَقَبَّلا - لم نَتَقَبَّلْ

## سلسلة الماضي المنفي بلم في المضارع المجهول

لم يُتَقَبَّلْ - لم تُتَقَبَّلْ - لم تُتَقَبَّلْ - لم تُتَقَبَّلِي - لم أُتَقَبَّلْ

لم يُتَقَبَّلُوا - لم يُتَقَبَّلْنَ - لم تُتَقَبَّلُوا - لم تُتَقَبَّلْنَ - لم نُتَقَبَّلْ

لم يُتَقَبَّلا - لم تُتَقَبَّلا - لم تُتَقَبَّلا - لم تُتَقَبَّلا - لم نُتَقَبَّلْ

## سلسلة النفي المؤكد بلن في المستقبل المعروف

لن يَتَقَبَّلَ - لن تَتَقَبَّلَ - لن تَتَقَبَّلَ - لن تَتَقَبَّلِي - لن أَتَقَبَّلَ

لن يَتَقَبَّلُوا - لن يَتَقَبَّلْنَ - لن تَتَقَبَّلُوا - لن تَتَقَبَّلْنَ - لن نَتَقَبَّلَ

لن يَتَقَبَّلا - لن تَتَقَبَّلا - لن تَتَقَبَّلا - لن تَتَقَبَّلا - لن نَتَقَبَّلَ

## سلسلة النفي المؤكد بلن في المستقبل المجهول

لن يُتَقَبَّلَ - لن تُتَقَبَّلَ - لن تُتَقَبَّلَ - لن تُتَقَبَّلِي - لن أُتَقَبَّلَ

لن يُتَقَبَّلُوا - لن يُتَقَبَّلْنَ - لن تُتَقَبَّلُوا - لن تُتَقَبَّلْنَ - لن نُتَقَبَّلَ

لن يُتَقَبَّلا - لن تُتَقَبَّلا - لن تُتَقَبَّلا - لن تُتَقَبَّلا - لن نُتَقَبَّلَ

## سلسلة لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المعروف

لَيَتَقَبَّلَنَّ - لَتَتَقَبَّلَنَّ - لَتَتَقَبَّلَنَّ - لَتَتَقَبَّلِنَّ - لَأَتَقَبَّلَنَّ

لَيَتَقَبَّلُنَّ - لَيَتَقَبَّلْنانِّ - لَتَتَقَبَّلُنَّ - لَتَتَقَبَّلْنانِّ - لَنَتَقَبَّلَنَّ

لَيَتَقَبَّلانِّ - لَتَتَقَبَّلانِّ - لَتَتَقَبَّلانِّ - لَتَتَقَبَّلانِّ - لَنَتَقَبَّلَنَّ

## سلسلة لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المجهول

لَيُتَقَبَّلَنَّ - لَتُتَقَبَّلَنَّ - لَتُتَقَبَّلَنَّ - لَتُتَقَبَّلِنَّ - لَأُتَقَبَّلَنَّ

لَيُتَقَبَّلُنَّ - لَيُتَقَبَّلْنانِّ - لَتُتَقَبَّلُنَّ - لَتُتَقَبَّلْنانِّ - لَنُتَقَبَّلَنَّ
لَيُتَقَبَّلانِّ - لَتُتَقَبَّلانِّ - لَتُتَقَبَّلانِّ - لَتُتَقَبَّلانِّ - لَنُتَقَبَّلَنَّ

## سلسلة الأمر المعروف

لِيَتَقَبَّلْ - لِتَتَقَبَّلْ - تَقَبَّلْ - تَقَبَّلِي - لِأَتَقَبَّلْ
لِيَتَقَبَّلُوا - لِيَتَقَبَّلْنَ - تَقَبَّلُوا - تَقَبَّلْنَ - لِنَتَقَبَّلْ
لِيَتَقَبَّلَا - لِتَتَقَبَّلَا - تَقَبَّلَا - تَقَبَّلَا - لِنَتَقَبَّلْ

## سلسلة الأمر المجهول

لِيُتَقَبَّلْ - لِتُتَقَبَّلْ - لِتُتَقَبَّلْ - لِتُتَقَبَّلِي - لِأُتَقَبَّلْ
لِيُتَقَبَّلُوا - لِيُتَقَبَّلْنَ - لِتُتَقَبَّلُوا - لِتُتَقَبَّلْنَ - لِنُتَقَبَّلْ
لِيُتَقَبَّلَا - لِتُتَقَبَّلَا - لِتُتَقَبَّلَا - لِتُتَقَبَّلَا - لِنُتَقَبَّلْ

## سلسلة النهي المعروف

لا يَتَقَبَّلْ - لا تَتَقَبَّلْ - لا تَتَقَبَّلْ - لا تَتَقَبَّلِي - لا أَتَقَبَّلْ
لا يَتَقَبَّلُوا - لا يَتَقَبَّلْنَ - لا تَتَقَبَّلُوا - لا تَتَقَبَّلْنَ - لا نَتَقَبَّلْ
لا يَتَقَبَّلَا - لا تَتَقَبَّلَا - لا تَتَقَبَّلَا - لا تَتَقَبَّلَا - لا نَتَقَبَّلْ

## سلسلة النهي المجهول

لا يُتَقَبَّلْ - لا تُتَقَبَّلْ - لا تُتَقَبَّلْ - لا تُتَقَبَّلِي - لا أُتَقَبَّلْ
لا يُتَقَبَّلُوا - لا يُتَقَبَّلْنَ - لا تُتَقَبَّلُوا - لا تُتَقَبَّلْنَ - لا نُتَقَبَّلْ
لا يُتَقَبَّلَا - لا تُتَقَبَّلَا - لا تُتَقَبَّلَا - لا تُتَقَبَّلَا - لا نُتَقَبَّلْ

## سلسلة اسم الفاعل

مُتَقَبِّلٌ - مُتَقَبِّلَانِ - مُتَقَبِّلُونَ - مُتَقَبِّلَةٌ - مُتَقَبِّلَتَانِ - مُتَقَبِّلَاتٌ

## سلسلة اسم المفعول

مُتَقَبَّلٌ - مُتَقَبَّلانِ - مُتَقَبَّلُوْنَ - مُتَقَبَّلَةٌ - مُتَقَبَّلَتانِ - مُتَقَبَّلاتٌ

## অনুশীলনী

১। নীচের ফেয়েলগুলোর অর্থসহ পরিচয় বলো।

عُلِّمْنَا - لِيُجاهِدُوْا - لن يَنْصَرِفْنَ - تَبَعْثَرَ - قُوْتِلُوا - اِقْتَرَبْنَ - كانُوا يَسْتَعْمِلُوْنَ - لِيُسَلِّمْنَانِّ - مُتَعَلَّماتٌ - اِحْمَرَرْنَ - مُتَسَرْبِلاتٌ - لِيُعَلِّمُوْا - أُسْتُقْبِلْتُمْ - لايَنْزِلُوا - تُدَحْرِجُ - يَتَدَحْرَجْنَ - لَيَتَشاوَرُنَّ - لَمْ يَنْهَزِمَا - مُتَصَدِّقَاتٌ - لايَجْتَمِعْنَ - لَيَسْتَخْرَجَنَّ - اِسْتَخْرَجْنَا - لايُقاتِلْنَ - مُخْرَجُوْنَ - كُنْتُنَّ تُطْعَمْنَ - لَتَتَسَرْبَلَنَّ - لَنْ تَفْتَرِيَا - سُرْبِلْتُمْ .

২। নীচের প্রতিটি শিরোনামের জন্য إفعال، تفعيل، افتعال، استفعال، فعللة থেকে একটি করে صيغة বলো।

مضارع مجهول، جمع مؤنث غائب

لام التوكيد مع النون في المضارع المعروف، واحد مذكر حاضر

الماضي المنفي بلم في المضارع، تثنية مذكر غائب

النهي المجهول، واحد مؤنث حاضر

النفي المؤكد بلن في المستقبل، تثنية مؤنث غائب

الأمر المجهول، جمع مؤنث حاضر

الماضي الاستمراري، جمع متكلم

৩। অতি দ্রুত আরবী বলো।

তোমাদেরকে কিছুতেই পাঠানো হবে না। তারা দু'জন শিখুক। তোমরা অবশ্যই ব্যবহার করবে। কয়েকজন লোক যাদেরকে ডুবানো হয়েছে। তোমরা কুলি করো। তাদের বিরুদ্ধে যেন লড়াই না করা হয়। তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছে। সে প্রকম্পিত হবে। তোমরা লাল হয়েছো। তারা শুভ্র হয়েছে। তারা পরস্পর পরামর্শ করে না। তোমাদের দু'জনকে স্বাগত জানানো হবে না।

৪। নীচের প্রতিটি মাছদার থেকে পূর্ণাংগ سلسلة الأفعال মুখস্থ বলো

التَّصْدِيقُ - المُحارَبَةُ - الإِسْتِطْعَامُ - الزَّلْزَلَةُ - التَّزَلْزُلُ - المُحاصَرَةُ - التَّدَحْرُجُ - الزَّخْرَفَةُ - التَّقَبُّلُ - الاِنْهِزامُ - الإِطْعامِ - التَّحْرِيكُ - الاِمْتِحَانُ -

# بيانُ الأفعالِ المُعْتَلَّةِ مِنَ الثُّلاثِيِّ المَزِيدِ .

الإِجَابَةُ ( أَجْوَفُ الوَاوِ ) উত্তর দেয়া। বাবে ইফ'আল

## سِلْسِلَةُ الماضي المُطْلَقِ المعروفِ

أَجَابَ - أَجابَتْ - أَجَبْتَ - أجبتِ - أجبتُ

أَجابُوا - أَجَبْنَ - أَجَبْتُمْ - أَجَبْتُنَّ - أَجَبْنَا

أَجابَا - أَجابَتَا - أَجَبْتُما - أَجَبْتُما - أَجَبْنَا

## سلسلة الماضي المطلق المجهول

أُجِيْبَ - أُجِيْبَتْ - أُجِبْتَ - أُجِبْتِ - أُجِبْتُ

أُجِيْبُوا - أُجِبْنَ - أُجِبْتُمْ - أُجِبْتُنَّ - أُجِبْنَا

أُجِيْبَا - أُجِيْبَتَا - أُجِبْتُمَا - أُجِبْتُمَا - أُجِبْنَا

## سلسلة المضارع المعروف

يُجِيْبُ - تُجِيْبُ - تُجِيْبُ - تُجِيْبِيْنَ - أُجِيْبُ

يُجِيْبُوْنَ - يُجِبْنَ - تُجِيْبُوْنَ - تُجِبْنَ - نُجِيْبُ

يُجِيْبانِ - تُجِيْبانِ - تُجِيْبانِ - تُجِيْبانِ - نُجِيْبُ

## سلسلة المضارع المجهول

يُجَابُ - تُجابُ - تُجَابُ - تُجابِيْنَ - أُجَابُ

يُجَابُوْنَ - يُجَبْنَ - تُجابُوْنَ - تُجَبْنَ - نُجَابُ

يُجَابَانِ - تُجَابانِ - تُجاَبانِ - تُجابَانِ - نُجابُ

## سلسلة الماضي المنفي بلم في المضارع المعروف

لم يُجِبْ - لم تُجِبْ - لم تُجِبْ - لم تُجِيْبِيْ - لم أُجِبْ

لم يُجِيْبُوا - لم يُجِبْنَ - لم تُجِيْبُوا - لم تُجِبْنَ - لَم نُجِبْ

لم يُجِيْبَا - لم تُجِيْبَا - لم تُجِيْبا - لم تُجِيْبَا - لم نُجِبْ

## سلسلة الماضي المنفي بلم في المضارع المجهول

لم يُجَبْ - لم تُجَبْ - لم تُجَبْ - لم تُجابِيْ - لم أُجَبْ

لم يُجَابُوا - لم يُجَبْنَ - لم تُجَابُوا - لم تُجَبْنَ - لم نُجَبْ

لم يُجَابَا - لم تُجابَا - لم تُجَابَا - لم تُجابَا - لم نُجَبْ

## سلسلة النفي المؤكد بلن في المستقبل المعروف

لن يُجِيْبَ - لن تُجِيْبَ - لن تُجِيْبَ - لن تُجِيْبِيْ - لن أُجِيْبَ

لن يُجِيْبُوا - لن يُجِبْنَ - لن تُجِيْبُوا - لن تُجِبْنَ - لن نُجِيْبَ

لن يُجِيْبَا - لن تُجِيْبَا - لن تُجِيْبَا - لن تُجِيْبَا - لن نُجِيْبَ

## سلسلة النفي المؤكد بلن في المستقبل المجهول

لن يُجَابَ - لن تُجَابَ - لن تُجابَ - لن تُجابِيْ - لن أُجَابَ

لن يُجَابُوا - لن يُجَبْنَ - لن تُجَابُوا - لن تُجَبْنَ - لن نُجَابَ

لن يُجَابَا - لن تُجابَا - لن تُجابَا - لن تُجابَا - لن نُجابَ

## سلسلة لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المعروف

لَيُجِيبَنَّ - لَتُجِيبَنَّ - لَتُجِيبَنَّ - لَتُجِيبِنَّ - لَأُجِيبَنَّ

لَيُجِيبُنَّ - لَيُجِبْنَانِّ - لَتُجِيبُنَّ - لَتُجِبْنَانِّ - لَنُجِيبَنَّ

لَيُجِيبَانِّ - لَتُجِيبَانِّ - لَتُجِيبَانِّ - لَتُجِيبَانِّ - لَنُجِيبَنَّ

## سلسلة لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المجهول

لَيُجابَنَّ - لَتُجابَنَّ - لَتُجابَنَّ - لَتُجابِنَّ - لَأُجابَنَّ

لَيُجابُنَّ - لَيُجَبْنَانِّ - لَتُجابُنَّ - لَتُجَبْنَانِّ - لَنُجابَنَّ

لَيُجابَانِّ - لَتُجابَانِّ - لَتُجابَانِّ - لَتُجابَانِّ - لَنُجابَنَّ

## سلسلة الأمر المعروف

لِيُجِبْ - لِتُجِبْ - أَجِبْ - أَجِيبِي - لِأُجِبْ

لِيُجِيبُوا - لِيُجِبْنَ - أَجِيبُوا - أَجِبْنَ - لِنُجِبْ

لِيُجِيبَا - لِتُجِيبَا - أَجِيبَا - أَجِيبَا - لِنُجِبْ

## سلسلة الأمر المجهول

لِيُجَبْ - لِتُجَبْ - لِتُجَبْ - لِتُجابِي - لِأُجَبْ

لِيُجَابُوا - لِيُجَبْنَ - لِتُجَابُوا - لِتُجَبْنَ - لِنُجَبْ

لِيُجابَا - لِتُجابَا - لِتُجابَا - لِتُجابَا - لِنُجَبْ

## سلسلة النهي المعروف

لا يُجِبْ - لا تُجِبْ - لا تُجِبْ - لا تُجِيْبِيْ - لا أُجِبْ

لا يُجِيْبُوا - لا يُجِبْنَ - لا تُجِيْبُوا - لا تُجِبْنَ - لا نُجِبْ

لا يُجِيْبَا - لا تُجِيْبَا - لا تُجِيْبَا - لا تُجِيْبَا - لا نُجِبْ

## سلسلة النهي المجهول

لا يُجَبْ - لا تُجَبْ - لا تُجَبْ - لا تُجَابِيْ - لا أُجَبْ

لا يُجَابُوا - لا يُجَبْنَ - لا تُجَابُوا - لا تُجَبْنَ - لا نُجَبْ

لا يُجَابَا - لا تُجَابَا - لا تُجَابَا - لا تُجَابَا - لا نُجَبْ

## سلسلة اسم الفاعل

مُجِيْبٌ - مُجِيْبَانِ - مُجِيْبُوْنَ - مُجِيْبَةٌ - مُجِيْبَتَانِ - مُجِيْبَاتٌ

## سلسلة اسم المفعول

مُجَابٌ - مُجَابَانِ - مُجَابُوْنَ - مُجَابَةٌ - مُجَابَتَانِ - مُجَابَاتٌ

## بيان التعليلات

الإجابة এর মূল হরফ হলো (ج- و - ب) তদ্রূপ الإقامة এর মূল হরফ হলো (ق- و- م) পক্ষান্তরে الإطارة এর মূল হরফ হলো(ط - ي - ر) তদ্রূপ الإسالة এর মূল হরফ হলো (س- ي- ل)

এগুলো বাবে إفعال এর মাছদার। সুতরাং এগুলোর মূলরূপ হলো যথাক্রমে إِجْوابًا، إِقْوامًا، إِطْيَارًا، إِسْيَالًا

এখানে ওয়াও-ইয়ার হরকতকে পূর্বের সাকিন হরফে দেয়া হয়েছে এবং হরকতটি ফাতহা হওয়ার কারণে ওয়াও-ইয়াকে ألف দ্বারা বদল করা হয়েছে। এরপর দুই সাকিনের মিলনে হরফে ইল্লত আলিফ পড়ে গেছে এবং তার পরিবর্তে শেষে ة যোগ করা হয়েছে।

এভাবে إِجْوَابًا থেকে إِجَاابًا এবং তা থেকে إِجَابًا এবং তা থেকে إِجَابَةً হয়েছে। তদ্রূপ إِطْيَارًا থেকে إِطَاارًا এবং তা থেকে إِطَارًا এবং তা থেকে إِطَارَةً হয়েছে।

এবার তুমি নিজে الإنارة ও الإراقة মাছদার দু'টির রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

বাবে استفعال এর الاِسْتِقَامَةُ ও الاِسْتِمَالَةُ সম্পর্কেও একই কথা।

أَجَبْتَ ও أَجَابَ ও أَسَالَ ফেয়েলদু'টির মূলরূপ ছিলো أَجْوَبَ ও أَسْيَلَ তদ্রূপ أَسَلْتَ এর মূল রূপ ছিলো أَجْوَبْتَ ও أَسْيَلْتَ - আশা করি তুমি নিজেই এগুলোর রূপান্তর বিশ্লেষণ করতে পারবে।

বাবে استفعال এর اِسْتَقَامَ ও اِسْتَمَالَ এবং اِسْتَقَمْتَ ও اِسْتَمَلْتَ সম্পর্কেও একই কথা।

مُجِيْبٌ এর মূল রূপ হলো (عَلٰى وَزْنِ مُفْعِلٌ) مُجْوِبٌ

নিয়ম অনুযায়ী ওয়াওয়ের হরকত কাসরাহকে পূর্বের সাকিন হরফে দেয়া হয়েছে। ফলে مُجِوْبٌ হয়েছে।

ছারফশাস্ত্রের আরেকটি নিয়ম এই যে, কাসরাহর পর ওয়াও সাধারণত ইয়া হয়ে যায়। এই নিয়মে مُجِوْبٌ থেকে مُجِيْبٌ হয়েছে।

مِيْزَانٌ অর্থ পরিমাপ-যন্ত্র। এটি اسمُ الآلةِ এর শব্দ-মাপ হলো مِفْعَالٌ - মূল হরফ হচ্ছে (و-ز-ن)সুতরাং শব্দটির মূল রূপ হলো مِوْزَانٌ

এবার তুমি শব্দটির তালীল বা রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

الإِيْقَادُ অর্থ প্রজ্বলিত করা। এটি বাবে إفعال এর মাছদার। মূল হরফ হলো (و-ق-د)

এখন তুমি নিজে শব্দটির মূল রূপ নির্ণয়পূর্বক রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

ميزان বা শব্দ-মাপ হিসাবে يُجِيْبُ এর মূল রূপ হলো يُجْوِبُ

مُجِيْبٌ এর আলোকে ফেয়েলটির তালীল করো।

يُسِيْلُ এর মূল রূপ হলো يُسْيِلُ এখানে يَبِيْعُ এর আলোকে তালীল হয়েছে।

يُجِبْنَ ফেয়েলটির মূল রূপ হলো يَجْوِبْنَ – নিয়ম অনুযায়ী ওয়াওয়ের হারকাত কাসরাকে পূর্বের সাকিন হরফে দেয়ার কারণে يَجِوْبْنَ হয়েছে। এরপর কাসরা-পরবর্তী ওয়াওকে ي দ্বারা বদল করার কারণে يَجِيْبْنَ হয়েছে। এরপর দুই সাকিনের মিলনে ي পড়ে গিয়ে يَجِبْنَ হয়েছে। ( অবশ্য তালীলের দ্বিতীয় ধাপে দুই সাকিনের মিলনবশত واو কে ফেলে দেয়া যায়। )

## প্রশ্নমালা

১। إِرَادَةٌ মাছদারের مَادَّة বা মূল হরফ কি? এবং কোন কোন নিয়মের ভিত্তিতে তাতে تعليل হয়েছে ।

২। وَ أَلَنَّا لَه الحَدِيْدَ আয়াতস্থ ফেয়েলটির রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

৩। يُرِيْقُوْنَ دِمَاءَ صُدُوْرِهِمْ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللّٰهِ এ বাক্যের ফেয়েলটিতে তালীল বা রূপান্তরের সূত্র কি?

৪। أُعِيْدَ الحَقُّ إِلىٰ أَهْلِه এখানে ফেয়েলটির মূল রূপ কি ছিলো? এবং তাতে কয় ধাপে রূপান্তর সম্পন্ন হয়েছে?

৫। سَيُقَامُ النَّاسُ أَمَامَ رَبِّهِمْ এখানে ফেয়েলটির রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রথমে কোন নিয়ম এবং দ্বিতীয় ধাপে কোন নিয়ম প্রয়োগ করা হয়েছে?

৬। مَنَارٌ ও مُنِيْرٌ শব্দদু'টির রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

## الإلقاء ( ناقص الياء ) ফেলে দেয়া, বাবে ইফ'আল

### سلسلة الماضي المطلق المعروف

أَلْقٰى – أَلْقَتْ – أَلْقَيْتَ – أَلْقَيْتِ – أَلْقَيْتُ

أَلْقَوْا – أَلْقَيْنَ – أَلْقَيْتُمْ – أَلْقَيْتُنَّ – أَلْقَيْنَا

أَلْقَيَا - أَلْقَتَا - أَلْقَيْتُمَا - أَلْقَيْتُمَا - أَلْقَيْنَا

## سلسلة الماضي المطلق المجهول

أُلْقِيَ - أُلْقِيَتْ - أُلْقِيْتَ - أُلْقِيْتِ - أُلْقِيْتُ
أُلْقُوا - أُلْقِيْنَ - أُلْقِيْتُمْ - أُلْقِيْتُنَّ - أُلْقِيْنَا
أُلْقِيَا - أُلْقِيَتَا - أُلْقِيْتُمَا - أُلْقِيْتُمَا - أُلْقِيْنَا

## سلسلة المضارع المطلق المعروف

يُلْقِيْ - تُلْقِيْ - تُلْقِيْ - تُلْقِيْنَ - أُلْقِيْ
يُلْقُوْنَ - يُلْقِيْنَ - تُلْقُوْنَ - تُلْقِيْنَ - نُلْقِيْ
يُلْقِيَانِ - تُلْقِيَانِ - تُلْقِيَانِ - تُلْقِيَانِ - نُلْقِيْ

## سلسلة المضارع المطلق المجهول

يُلْقٰى - تُلْقٰى - تُلْقٰى - تُلْقَيْنَ - أُلْقٰى
يُلْقَوْنَ - يُلْقَيْنَ - تُلْقَوْنَ - تُلْقَيْنَ - نُلْقٰى
يُلْقَيَانِ - تُلْقَيَانِ - تُلْقَيَانِ - تُلْقَيَانِ - نُلْقٰى

## سلسلة الماضي المنفي بلم في المضارع المعروف

لم يُلْقِ - لم تُلْقِ - لم تُلْقِ - لم تُلْقِيْ - لم أُلْقِ
لم يُلْقُوا - لم يُلْقِيْنَ - لم تُلْقُوا - لم تُلْقِيْنَ - لم نُلْقِ
لم يُلْقِيَا - لم تُلْقِيَا - لم تُلْقِيَا - لم تُلْقِيَا - لم نُلْقِ

## سلسلة الماضي المنفي بلم في المضارع المجهول

لم يُلْقَ - لم تُلْقَ - لم تُلْقَ - لم تُلْقَيْ - لم أُلْقَ
لم يُلْقَوْا - لم يُلْقَيْنَ - لم تُلْقَوْا - لم تُلْقَيْنَ - لم نُلْقَ
لم يُلْقَيَا - لم تُلْقَيَا - لم تُلْقَيَا - لم تُلْقَيَا - لم نُلْقَ

## سلسلة النفي المؤكد بلن في المستقبل المعروف

لن يُلْقِيَ - لن تُلْقِيَ - لن تُلْقِيَ - لن تُلْقِيْ - لن أُلْقِيَ
لن يُلْقُوا - لن يُلْقِيْنَ - لن تُلْقُوا - لن تُلْقِيْنَ - لن نُلْقِيَ
لن يُلْقِيَا - لن تُلْقِيَا - لن تُلْقِيَا - لن تُلْقِيَا - لن نُلْقِيَ

## سلسلة النفي المؤكد بلن في المستقبل المجهول

لن يُلْقَى - لن تُلْقَى - لن تُلْقَى - لن تُلْقَيْ - لن أُلْقَى
لن يُلْقَوْا - لن يُلْقَيْنَ - لن تُلْقَوْا - لن تُلْقَيْنَ - لن نُلْقَى
لن يُلْقَيَا - لن تُلْقَيَا - لن تُلْقَيَا - لن تُلْقَيَا - لن نُلْقَى

## سلسلة لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المعروف

لَيُلْقِيَنَّ - لَتُلْقِيَنَّ - لَتُلْقِيَنَّ - لَتُلْقِنَّ - لَأُلْقِيَنَّ
لَيُلْقُنَّ - لَيُلْقِيْنَانِّ - لَتُلْقُنَّ - لَتُلْقِيْنَانِّ - لَنُلْقِيَنَّ
لَيُلْقِيَانِّ - لَتُلْقِيَانِّ - لَتُلْقِيَانِّ - لَتُلْقِيَانِّ - لَنُلْقِيَنَّ

## سلسلة لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المجهول

لَيُلْقَيَنَّ - لَتُلْقَيَنَّ - لَتُلْقَيَنَّ - لَتُلْقَيِنَّ - لَأُلْقَيَنَّ
لَيُلْقَوُنَّ - لَيُلْقَيْنَانِّ - لَتُلْقَوُنَّ - لَتُلْقَيْنَانِّ - لَنُلْقَيَنَّ
لَيُلْقَيَانِّ - لَتُلْقَيَانِّ - لَتُلْقَيَانِّ - لَتُلْقَيَانِّ - لَنُلْقَيَنَّ

## سلسلة الأمر المعروف

لِيُلْقِ - لِتُلْقِ - أَلْقِ - أَلْقِيْ - لِأُلْقِ
لِيُلْقُوْا - لِيُلْقِيْنَ - أَلْقُوا - أَلْقِيْنَ - لِنُلْقِ
لِيُلْقِيَا - لِتُلْقِيَا - أَلْقِيَا - أَلْقِيَا - لِنُلْقِ

## سلسلة الأمر المجهول

لِيُلْقَ - لِتُلْقَ - لِتُلْقَ - لِتُلْقَيْ - لِأُلْقَ

لِيُلْقَوْا - لِيُلْقَيْنَ - لِتُلْقَوْا - لِتُلْقَيْنَ - لِنُلْقَ

لِيُلْقَيَا - لِتُلْقَيَا - لِتُلْقَيَا - لِتُلْقَيَا - لِنُلْقَ

## سلسلة النهي المعروف

لا يُلْقِ - لا تُلْقِ - لاتُلْقِ - لا تُلْقِيْ - لا أُلْقِ

لا يُلْقُوْا - لا يُلْقِيْنَ - لا تُلْقُوا - لاتُلْقِيْنَ - لا نُلْقِ

لا يُلْقِيَا - لا تُلْقِيَا - لا تُلْقِيَا - لا تُلْقِيَا - لا نُلْقِ

## سلسلة النهي المجهول

لا يُلْقَ - لا تُلْقَ- لا تُلْقَ - لا تُلْقَيْ - لا أُلْقَ

لا يُلْقَوْا - لا يُلْقَيْنَ - لا تُلْقَوْا - لا تُلْقَيْنَ - لا نُلْقَ

لا يُلْقَيَا - لا تُلْقَيَا - لا تُلْقَيَا - لا تُلْقَيَا - لا نُلْقَ

## سلسلة اسم الفاعل

مُلْقٍ - مُلْقِيَانِ - مُلْقُوْنَ - مُلْقِيَةٌ - مُلْقِيَتَانِ - مُلْقِيَاتٌ

## سلسلة اسم المفعول

مُلْقًى - مُلْقَيَانِ - مُلْقَوْنَ - مُلْقَاةٌ - مُلْقَاتَانِ - مُلْقَيَاتٌ

## التَّسْمِيَةُ ( نَاقِصُ الوَاوِ ) নাম রাখা, বাবে তাফ'ঈল

## سلسلة الماضي المطلق المعروف

سَمّٰى - سَمَّتْ - سَمَّيْتَ - سَمَّيْتِ - سَمَّيْتُ

سَمَّوْا - سَمَّيْنَ - سَمَّيْتُمْ - سَمَّيْتُنَّ - سَمَّيْنا
سَمَّيا - سَمَّتا - سَمَّيْتُما - سَمَّيْتُما - سَمَّيْنا

## سلسلة الماضي المطلق المجهول

سُمِّيَ - سُمِّيَتْ - سُمِّيْتَ - سُمِّيْتِ - سُمِّيْتُ
سُمُّوا - سُمِّيْنَ - سُمِّيْتُمْ - سُمِّيْتُنَّ - سُمِّيْنا
سُمِّيا - سُمِّيَتا - سُمِّيْتُما - سُمِّيْتُما - سُمِّيْنا

## سلسلة المضارع المطلق المعروف

يُسَمِّيْ - تُسَمِّيْ - تُسَمِّيْ - تُسَمِّيْنَ - أُسَمِّيْ
يُسَمُّوْنَ - يُسَمِّيْنَ - تُسَمُّوْنَ - تُسَمِّيْنَ - نُسَمِّيْ
يُسَمِّيانِ - تُسَمِّيانِ - تُسَمِّيانِ - تُسَمِّيانِ - نُسَمِّيْ

## سلسلة المضارع المطلق المجهول

يُسَمّٰى - تُسَمّٰى - تُسَمّٰى - تُسَمَّيْنَ - أُسَمّٰى
يُسَمَّوْنَ - يُسَمَّيْنَ - تُسَمَّوْنَ - تُسَمَّيْنَ - نُسَمّٰى
يُسَمَّيَانِ - تُسَمَّيَانِ - تُسَمَّيَانِ - تُسَمَّيانِ - نُسَمّٰى

## سلسلة الماضي المنفي بلم في المضارع المعروف

لم يُسَمِّ - لم تُسَمِّ - لم تُسَمِّ - لم تُسَمِّيْ - لم أُسَمِّ
لم يُسَمُّوْا - لم يُسَمِّيْنَ - لم تُسَمُّوْا - لم تُسَمِّيْنَ - لم نُسَمِّ
لم يُسَمِّيا - لم تُسَمِّيا - لم تُسَمِّيا - لم تُسَمِّيا - لم نُسَمِّ

## سلسلة الماضي المنفي بلم في المضارع المجهول

لم يُسَمَّ - لم تُسَمَّ - لم تُسَمَّ - لم تُسَمَّيْ - لم أُسَمَّ
لم يُسَمَّوْا - لم يُسَمَّيْنَ - لم تُسَمَّوْا - لم تُسَمَّيْنَ - لم نُسَمَّ

لم يُسَمَّيَا - لم تُسَمَّيَا - لم تُسَمَّيَا - لم تُسَمَّيَا - لم نُسَمَّ

## سلسلة النفي المؤكد بلن في المستقبل المعروف

لن يُسَمِّيَ - لن تُسَمِّيَ - لن تُسَمِّيَ - لن تُسَمِّيْ - لن أُسَمِّيَ

لن يُسَمُّوا - لن يُسَمِّيْنَ - لن تُسَمُّوا - لن تُسَمِّيْنَ - لن نُسَمِّيَ

لن يُسَمِّيَا - لن تُسَمِّيَا - لن تُسَمِّيَا - لن تُسَمِّيَا - لن نُسَمِّيَ

## سلسلة النفي المؤكد بلن في المستقبل المجهول

لن يُسَمَّى - لن تُسَمَّى - لن تُسَمَّى - لن تُسَمَّيْ - لن أُسَمَّى

لن يُسَمَّوْا - لن يُسَمَّيْنَ - لن تُسَمَّوْا - لن تُسَمَّيْنَ - لن نُسَمَّى

لن يُسَمَّيَا - لن تُسَمَّيَا - لن تُسَمَّيَا - لن تُسَمَّيَا - لن نُسَمَّى

## سلسلة لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المعروف

لَيُسَمِّيَنَّ - لَتُسَمِّيَنَّ - لَتُسَمِّيَنَّ - لَتُسَمِّنَّ - لَأُسَمِّيَنَّ

لَيُسَمُّنَّ - لَيُسَمِّينانِّ - لَتُسَمُّنَّ - لَتُسَمِّينانِّ - لَنُسَمِّيَنَّ

لَيُسَمِّيَانِّ - لَتُسَمِّيَانِّ - لَتُسَمِّيَانِّ - لَتُسَمِّيَانِّ - لَنُسَمِّيَنَّ

## سلسلة لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المجهول

لَيُسَمَّيَنَّ - لَتُسَمَّيَنَّ - لَتُسَمَّيَنَّ - لَتُسَمَّيِنَّ - لَأُسَمَّيَنَّ

لَيُسَمَّوُنَّ - لَيُسَمَّيْنانِّ - لَتُسَمَّوُنَّ - لَتُسَمَّيْنانِّ - لَنُسَمَّيَنَّ

لَيُسَمَّيَانِّ - لَتُسَمَّيَانِّ - لَتُسَمَّيَانِّ - لَتُسَمَّيَانِّ - لَنُسَمَّيَنَّ

## سلسلة الأمر المعروف

لِيُسَمِّ - لِتُسَمِّ - سَمِّ - سَمِّيْ - لِأُسَمِّ

لِيُسَمُّوا - لِيُسَمِّيْنَ - سَمُّوا - سَمِّيْنَ - لِنُسَمِّ

لِيُسَمِّيَا - لِتُسَمِّيَا - سَمِّيَا - سَمِّيَا - لِنُسَمِّ

## سلسلة الأمر المجهول

لِيُسَمَّ - لِتُسَمَّ - لِتُسَمَّ - لِتُسَمَّيْ - لِأُسَمَّ
لِيُسَمَّوْا - لِيُسَمَّيْنَ - لِتُسَمَّوْا - لِتُسَمَّيْنَ - لِنُسَمَّ
لِيُسَمَّيَا - لِتُسَمَّيَا - لِتُسَمَّيَا - لِتُسَمَّيَا - لِنُسَمَّ

## سلسلة النهي المعروف

لا يُسَمِّ - لا تُسَمِّ - لا تُسَمِّ - لا تُسَمِّيْ - لا أُسَمِّ
لا يُسَمُّوا - لا يُسَمِّيْنَ - لا تُسَمُّوا - لا تُسَمِّيْنَ - لا نُسَمِّ
لا يُسَمِّيَا - لا تُسَمِّيَا - لا تُسَمِّيَا - لا تُسَمِّيَا - لا نُسَمِّ

## سلسلة النهي المجهول

لا يُسَمَّ - لا تُسَمَّ - لا تُسَمَّ - لا تُسَمَّيْ - لا أُسَمَّ
لا يُسَمَّوْا - لا يُسَمَّيْنَ - لا تُسَمَّوْا - لا تُسَمَّيْنَ - لا نُسَمَّ
لا يُسَمَّيَا - لا تُسَمَّيَا - لا تُسَمَّيَا - لا تُسَمَّيَا - لا نُسَمَّ

## سلسلة اسم الفاعل

مُسَمٍّ - مُسَمِّيَانِ - مُسَمُّونَ - مُسَمِّيَةٌ - مُسَمِّيَتانِ - مُسَمِّيَاتٌ

## سلسلة اسم المفعول

مُسَمًّى - مُسَمَّيَانِ - مُسَمَّوْنَ - مُسَمَّاةٌ - مُسَمَّاتَانِ - مُسَمَّيَاتٌ

## الإِشْتِرَاءُ ( ناقِصُ اليَاءِ ) ক্রয় করা, বাবে ইফতি'আল

## سلسلةُ الماضي المُطْلَقِ المعروفِ

إِشْتَرٰى - إِشْتَرَتْ - إِشْتَرَيْتَ - إِشْتَرَيْتِ - إِشْتَرَيْتُ

اِشْتَرَوْا - اِشْتَرَيْنَ - اِشْتَرَيْتُمْ - اِشْتَرَيْتُنَّ - اِشْتَرَيْنَا
اِشْتَرَيَا - اِشْتَرَتَا - اِشْتَرَيْتُما - اِشْتَرَيْتُما - اِشْتَرَيْنَا

## سلسلة الماضي المطلق المجهول

اُشْتُرِيَ - اُشْتُرِيَتْ - اُشْتُرِيْتَ - اُشْتُرِيْتِ - اُشْتُرِيْتُ
اُشْتُرُوا - اُشْتُرِيْنَ - اُشْتُرِيْتُمْ - اُشْتُرِيْتُنَّ - اُشْتُرِيْنَا
اُشْتُرِيَا - اُشْتُرِيَتَا - اُشْتُرِيْتُما - اُشْتُرِيْتُما - اُشْتُرِيْنَا

## سلسلة المضارع المطلق المعروف

يَشْتَرِيْ - تَشْتَرِيْ - تَشْتَرِيْ - تَشْتَرِيْنَ - أَشْتَرِيْ
يَشْتَرُوْنَ - يَشْتَرِيْنَ - تَشْتَرُوْنَ - تَشْتَرِيْنَ - نَشْتَرِيْ
يَشْتَرِيَانِ - تَشْتَرِيَانِ - تَشْتَرِيَانِ - تَشْتَرِيَانِ - نَشْتَرِيْ

## سلسلة المضارع المطلق المجهول

يُشْتَرٰى - تُشْتَرٰى - تُشْتَرٰى - تُشْتَرَيْنَ - أُشْتَرٰى
يُشْتَرَوْا - يُشْتَرَيْنَ - تُشْتَرَوْا - تُشْتَرَيْنَ - نُشْتَرٰى
يُشْتَرَيَانِ - تُشْتَرَيَانِ - تُشْتَرَيَانِ - تُشْتَرَيَانِ - نُشْتَرٰى

## سلسلة الماضي المنفي بلم في المضارع المعروف

لم يَشْتَرِ - لم تَشْتَرِ - لم تَشْتَرِ - لم تَشْتَرِيْ - لم أَشْتَرِ
لم يَشْتَرُوا - لم يَشْتَرِيْنَ - لم تَشْتَرُوا - لم تَشْتَرِيْنَ - لم نَشْتَرِ
لم يَشْتَرِيَا - لم تَشْتَرِيَا - لم تَشْتَرِيَا - لم تَشْتَرِيَا - لم نَشْتَرِ

## سلسلة الماضي المنفي بلم في المضارع المجهول

لم يُشْتَرَ - لم تُشْتَرَ - لم تُشْتَرَ - لم تُشْتَرَيْ - لم أُشْتَرَ
لم يُشْتَرَوْا - لم يُشْتَرَيْنَ - لم تُشْتَرَوْا - لم تُشْتَرَيْنَ - لم نُشْتَرَ

لم يَشْتَرِيَا - لم تَشْتَرِيَا - لم تَشْتَرِيَا - لم تَشْتَرِيَا - لم نَشْتَرِ

## سلسلة النفي المؤكد بلن في المستقبل المعروف

لن يَشْتَرِيَ - لن تَشْتَرِيَ - لن تَشْتَرِيَ - لن تَشْتَرِيْ - لن أَشْتَرِيَ

لن يَشْتَرُوا - لن يَشْتَرِيْنَ - لن تَشْتَرُوا - لن تَشْتَرِيْنَ - لن نَشْتَرِيَ

لن يَشْتَرِيَا - لن تَشْتَرِيَا - لن تَشْتَرِيَا - لن تَشْتَرِيَا - لن نَشْتَرِيَ

## سلسلة النفي المؤكد بلن في المستقبل المجهول

لن يُشْتَرٰى - لن تُشْتَرٰى - لن تُشْتَرٰى - لن تُشْتَرَيْ - لن أُشْتَرٰى

لن يُشْتَرَوْا - لن يُشْتَرَيْنَ - لن تُشْتَرَوْا - لن تُشْتَرَيْنَ - لن نُشْتَرٰى

لن يُشْتَرَيَا - لن تُشْتَرَيَا - لن تُشْتَرَيَا - لن تُشْتَرَيَا - لن نُشْتَرٰى

## سلسلة لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المعروف

لَيَشْتَرِيَنَّ - لَتَشْتَرِيَنَّ - لَتَشْتَرِيَنَّ - لَتَشْتَرِنَّ - لَأَشْتَرِيَنَّ

لَيَشْتَرُنَّ - لَيَشْتَرِيْنَانِّ - لَتَشْتَرُنَّ - لَتَشْتَرِيْنَانِّ - لَنَشْتَرِيَنَّ

لَيَشْتَرِيَانِّ - لَتَشْتَرِيَانِّ - لَتَشْتَرِيَانِّ - لَتَشْتَرِيَانِّ - لَنَشْتَرِيَنَّ

## سلسلة لام التوكيد مع النون الثقيلة في المضارع المجهول

لَيُشْتَرَيَنَّ - لَتُشْتَرَيَنَّ - لَتُشْتَرَيَنَّ - لَتُشْتَرَيِنَّ - لَأُشْتَرَيَنَّ

لَيُشْتَرَوُنَّ - لَيُشْتَرَيْنَانِّ - لَتُشْتَرَوُنَّ - لَتُشْتَرَيْنَانِّ - لَنُشْتَرَيَنَّ

لَيُشْتَرَيَانِّ - لَتُشْتَرَيَانِّ - لَتُشْتَرَيَانِّ - لَتُشْتَرَيَانِّ - لَنُشْتَرَيَنَّ

## سلسلة الأمر المعروف

لِيَشْتَرِ - لِتَشْتَرِ - اِشْتَرِ - اِشْتَرِيْ - لِأَشْتَرِ

لِيَشْتَرُوا - لِيَشْتَرِيْنَ - اِشْتَرُوا - اِشْتَرِيْنَ - لِنَشْتَرِ

لِيَشْتَرِيَا - لِتَشْتَرِيَا - اِشْتَرِيَا - اِشْتَرِيَا - لِنَشْتَرِ

## سلسلة الأمر المجهول

لِيُشْتَرَ - لِتُشْتَرَ - لِتُشْتَرَ - لِتُشْتَرَيْ - لِأُشْتَرَ
لِيُشْتَرَوْا - لِيُشْتَرَيْنَ - لِتُشْتَرَوْا - لِتُشْتَرَيْنَ - لِنُشْتَرَ
لِيُشْتَرَيَا - لِتُشْتَرَيَا - لِتُشْتَرَيَا - لِتُشْتَرَيَا - لِنُشْتَرَ

## سلسلة النهي المعروف

لا يَشْتَرِ - لا تَشْتَرِ - لا تَشْتَرِ - لا تَشْتَرِيْ - لا أَشْتَرِ
لا يَشْتَرُوا - لا يَشْتَرِيْنَ - لا تَشْتَرُوا - لا تَشْتَرِيْنَ - لا نَشْتَرِ
لا يَشْتَرِيَا - لا تَشْتَرِيَا - لا تَشْتَرِيَا - لا تَشْتَرِيَا - لا نَشْتَرِ

## سلسلة النهي المجهول

لا يُشْتَرَ - لا تُشْتَرَ - لا تُشْتَرَ - لا تُشْتَرَيْ - لا أُشْتَرَ
لا يُشْتَرَوْا - لا يُشْتَرَيْنَ - لا تُشْتَرَوْا - لا تُشْتَرَيْنَ - لا نُشْتَرَ
لا يَشْتَرِيَا - لا تَشْتَرِيَا - لا تَشْتَرِيَا - لا تَشْتَرِيَا - لا نَشْتَرِ

## سلسلة اسم الفاعل

مُشْتَرٍ - مُشْتَرِيَانِ - مُشْتَرُونَ - مُشْتَرِيَةٌ - مُشْتَرِيَتَانِ - مُشْتَرِيَاتٌ

## سلسلة اسم المفعول

مُشْتَرًى - مُشْتَرَيَانِ - مُشْتَرَوْنَ - مُشْتَرَاةٌ - مُشْتَرَاتَانِ - مُشْتَرَيَاتٌ

### অনুশীলনী

১। নীচের মাছদারগুলো থেকে পূর্ণ سلسلة الأفعال মশক করো।

الإخفاء - الانتهاء - الإبقاء - الاصطفاء - التربية - الإرضاء

২। অর্থসহ নীচের صيغه গুলোর পরিচয় বলো।

أُخْفَتْ - يَسْمُوْنَ - مُلْقٍ - مُشْتَرًى - مُشْتَرٍ - أُرْضِيْتُمْ - لَيُبْقَيَنَّ - لَيُلْقِيْنَانِّ

يُرَبُّوْنَ - أَبْقَتْ - يَصْطَفِيْ - أَبْقُوا - لن يُرْضُوا - لم تُخْفَيْ - لَتُرَبُّنَّ - مُرْضٍ

৩। আরবীতে বলো -

তুমি অতি অবশ্যই প্রতিপালন করবে। আমরা সন্তুষ্ট করেছি। তোমরা দুজন গোপন করতে। শেষ হয়নি। তারা দু'জন খরিদ করবে না। সে অতি অবশ্যই অবশিষ্ট রাখবে। একজন সন্তুষ্টকারী। তাদের দু'জনের নাম রাখা হয়েছে। তাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে। যাদেরকে সন্তুষ্ট করা হয়।

৪। অর্থসহ নীচের صيغة গুলোর পরিচয় বলো।

سُقُوا - لَأَذْبَحَنَّ - رَضِيَا - اِرْمُوا - كُنتم تَحْفَظُونَ - لِيَذُوْقُوا - لَيَذُوقُنَّ - نَامَ

سِيْقَتْ - سُقْتَ - اُبْتُلُوا - لم يَرْمِيْنَ - لَيَفْهَمْنَانِّ - أَمَاتَ - يُقِيْمُونَ - يَشْتَقْنَ

رَبُّوْا - أَبَيْنَ - لَتُرْضِنَّ - مُرْضَيَاتٌ - مُبْكِيَانِ - سَاقُوْنَ - أُعِيْدَا -

৫। আরবীতে বলো-

আমাকে ডাকা হয়েছে। তুমি টেনে নিতে। তারা দু'জন অতি অবশ্যই প্রতিপালন করবে। তোমরা লম্বা করো না। যাদেরকে কাঁদানো হয়। আমাকে যেন পাঠানো হয়। তোমাদেরকে কাঁদানো না হোক। তোমরা দু'জন নিক্ষেপ করো। হাসছে এমন কয়েকজন পুরুষ।

৬। নীচের প্রতিটি শিরোনামের জন্য উপরের মাছদারগুলো থেকে একটি করে ফেয়েল বলো।

(١) لام التوكيد مع نون التوكيد في المستقبل المجهول، جمع متكلم

(٢) الماضي المطلق المعروف، واحد مؤنث غائب

(٣) النهي المعروف، جمع مؤنث غائب

(٤) الأمر المجهول، واحد مذكر غائب

## بيان التعليلات

أَلْقٰى - اِشْتَرٰى ফেয়েল দু'টির মাদ্দাহ বা শব্দমূল হলো যথাক্রমে -

( ل - ق - ي ) ও ( ش - ر - ي ) সুতরাং أَلْقٰى এর মূল রূপ হলো -

اِشْتَرَىَ (عَلٰى وَزْنِ – اِشْتَرٰى এবং أَلْقَيَ (على وَزْنِ أَفْعَلَ) এর মূল রূপ হলো – اِفْتَعَلَ) – এখানে ফাতহার পর মুতাহাররিক ইয়াকে আলিফ দ্বারা বদল করা হয়েছে।

أَرْضٰى ও سَمّٰى ফেয়েল দু'টির শব্দমূল হলো ( ر – ض – و ) এবং ( س – م – و ) সুতরাং ফেয়েল দুটির মূল রূপ হলো أَرْضَوَ এবং سَمَّوَ – এখানে ফাতহার পর চতুর্থ বা তার পরবর্তী স্থানের ওয়াও- এর নিয়ম অনুযায়ী واو কে প্রথমে ياء দ্বারা, অতঃপর ألف দ্বারা বদল করা হয়েছে। ফলে أَرْضَوَ ও سَمَّوَ থেকে أَرْضَيَ ও سَمَّيَ হয়েছে এবং তা থেকে أَرْضٰى ও سَمّٰى হয়েছে।

এবার তুমি নিজে يُسَمّٰى - اِصْطَفٰى - رَبّٰى - يُرَبّٰى ইত্যাদি ফেয়েলগুলোর তালীল বা রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

أَرْضَوْتُ - سَمَّوْتُ – ফেয়েলগুলোর মূল রূপ হলো أَرْضَتْ - سَمَّتْ - اِصْطَفَتْ ও اِصْطَفَوْتُ ফাতহার পর চতুর্থ বা তার পরবর্তী স্থানের ওয়াও-এর নিয়ম অনুযায়ী উক্ত ওয়াও প্রথমে ইয়া এবং পরে আলিফ হয়েছে। এরপর দুই সাকিনের মিলনে আলিফ পড়ে গিয়ে যথাক্রমে سَمَّتْ – أَرْضَتْ ও اِصْطَفَتْ হয়েছে।

يُرْضِيْ ফেয়েলটি মূলতঃ يُرْضِوُ ছিলো। প্রথমে কাসরার পর লাম-কালিমার ওয়াও-এর নিয়মে يُرْضِيُ হয়েছে। অতঃপর যাম্মা-কাসরার পর মাযমূম ওয়াও-ইয়ার নিয়মে ইয়াকে সাকিন করা হয়েছে। এভাবে يُرْضِوُ থেকে يُرْضِيُ এবং তা থেকে يُرْضِيْ হয়েছে।

পক্ষান্তরে يُلْقِيْ যেহেতু মূলত يُلْقِيُ ছিলো সেহেতু এখানে এক ধাপেই রূপান্তর সম্পন্ন হয়েছে।

এবার তুমি নিজে يُسَمِّيْ ও يَشْتَرِيْ ফেয়েলদু'টির রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

أَبْكَيَا ও يُبْكِيَانِ ফেয়েলদু'টিতে কোন তালীল হয়নি, পক্ষান্তরে يُرْضِيَانِ ও أَرْضَيَا ফেয়েলদু'টিতে একটি তালীল হয়েছে, অর্থাৎ কাসরার পর লাম-কালিমার ওয়াও, ইয়া দ্বারা বদল হয়েছে।

أَرْضُوا মূলত أُرْضِوُوْا ছিলো। প্রথমতঃ কাসরার পর লাম-কালিমার ওয়াও-এর নিয়ম অনুযায়ী أُرْضِيُوْا হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ কাসরা ও ওয়াওয়ের

মধ্যবর্তী মাযমূম হয়া-এর নিয়ম অনুযায়ী ইয়াকে সাকিন করে পূর্ববর্তী কাসরাকে যাম্মা দ্বারা বদল করা হয়েছে, ফলে أُرْضُيْوْا হয়েছে। তৃতীয়তঃ দুই সাকিনের মিলনে ইয়া পড়ে গিয়ে أُرْضُوْا হয়েছে।

পক্ষান্তরে أُلْقُوْا ফেয়েলটি মূলত أُلْقِيُوْا ছিলো। পরবর্তীতে أُرْضِيُوْا এর অনুরূপ তালীল হয়েছে।

অর্থাৎ أُرْضُوا এর তালীল হয়েছে তিন ধাপে, আর أُلْقُوْا এর তালীল হয়েছে দুই ধাপে। কেননা প্রথমটিতে ওয়াও পরিবর্তিত হয়ে ইয়া হয়েছে, পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টিতে ইয়া মূল হরফ রূপেই বিদ্যমান ছিলো।

এবার তুমি নিজে أُشْتُرُوا ও سُمُّوا ফেয়েল দু'টির রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

اِصْطفاوُا، اِشْتِرايًا، إِرْضاوًا، إِلْقايًا মূলত اِصْطِفاءٌ، اِشْتِراءٌ، إِرْضاءٌ، إِلْقاءٌ ছিলো। এখানে ألف زائده এর পর ওয়াও-ইয়া হামযা হয়ে গেছে।

تَسْمِيَةٌ মাছদারটি মূলত تَسْمِوَةٌ ছিলো। এখানে কাসরার পর লাম-কালিমার ওয়াও, ইয়া দ্বারা বদল হয়েছে।

بَاكٍ ও دَاعٍ। مُلْقٍ শব্দটি مُلْقِيٌ ছিলো এবং مُرْضٍ শব্দটি মূলত مُرْضِوٌ ছিলো। এর তালীলটি একবার দেখে নিয়ে তুমি নিজেই উপরোক্ত শব্দদু'টির রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

مُرْضَوْنَ মূলত مُرْضِوُوْنَ ছিলো। প্রথমত লাম-কালিমার ওয়াও ইয়া হয়ে مُرْضِيُوْنَ হয়েছে। এরপর يَرْمُوْنَ এর তালীলটি দেখে তুমি নিজেই অবশিষ্ট রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

একইভাবে مُشْتَرُوْنَ، مُرَبُّوْنَ، مُسَمُّوْنَ শব্দগুলোর রূপান্তর বিশ্লেষণ করো।

## الإلحاق

ছারফ শাস্ত্রের একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় হলো إلْحَاق - এখানে আমরা ইলহাকের পরিচয়, উদ্দেশ্য এবং ইলহাকের বিভিন্ন ওজন সম্পর্কে আলোচনা করবো।

তোমরা জানো যে, ثلاثي مجرد এর ফেয়েলকে ثلاثي مزيد এর বিভিন্ন বাবে রূপান্তরিত করার জন্য আমরা তাতে এক বা একাধিক হরফ যোগ করে থাকি। যেমন خَرَجَ থেকে – اِسْتَخْرَجَ - تَخَرَّجَ - خَرَّجَ - أَخْرَجَ

তদ্রূপ قَبِلَ থেকে تَقَابَلَ - قَابَلَ - اِسْتَقْبَلَ - تَقَبَّلَ - قَبَّلَ - أَقْبَلَ ইত্যাদি।

একথাও তোমরা জানো যে, এখানে ثلاثي مجرد এর সাথে যে হরফগুলো যুক্ত হয়েছে সেগুলো অতিরিক্ত হরফ, মূল হরফের অন্তর্ভুক্ত নয়। মূল হরফ আগেও যেমন তিনটি ছিলো এখনো তিনটিই রয়েছে। তবে আগে ছিলো ثلاثي مجرد – এখন হয়েছে ثلاثي مزيد

পক্ষান্তরে কখনো কখনো ثلاثي مجرد এর মাঝে একটি হরফ যোগ করে তাকে رباعي এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখানে যুক্ত হরফটি অতিরিক্ত নয়, বরং তা মূল হরফের অন্তর্ভুক্ত। ফলে শব্দটি আগে ছিলো ثلاثي مجرد কিন্তু এখন হলো ملحق بالرباعي ( বা রুবাঈর সাথে যুক্ত )

যেমন شَمَلَ ( অন্তর্ভুক্ত করলো ) ফেয়েলটি হচ্ছে ثلاثي مجرد – এটাকে رباعي مجرد এর ওজনে আনার জন্য লাম-কালিমাকে পুনরুক্ত করে شَمْلَلَ ( দ্রুত করলো ) বলা হয়।

তদ্রূপ قعس ( পিছনে গেলো ) ফেয়েলটি হচ্ছে ثلاثي مجرد – এটাকে رباعي مزيد এর اِفْعَنْلَلَ ওজনে আনার জন্য তার লাম-কালিমাকে পুনরুক্ত করে اِقْعَنْسَسَ ( পিছনে গেলো ) বলা হয়। এই যে ثلاثي مجرد এর সাথে একটি হরফ যুক্ত করে তাকে رباعي ( مجرد أو مزيد ) এর অন্তর্ভুক্ত করা হলো এটাকেই إلحاق বলে। আর ঐ ফেয়েলটিকে ملحق বলে।

দেখো, بَعْثَرَ শব্দটির জন্মই হয়েছে চার হরফবিশিষ্ট অবস্থায়। সুতরাং এটি হলো প্রকৃত رباعي مجرد – পক্ষান্তরে شَمْلَلَ ফেয়েলটি মূল অবস্থায় ছিলো شَمَلَ – পরবর্তীতে এটাকে رباعي مجرد এর ওজনে আনার জন্য তাতে একটি হরফ যোগ করা হয়েছে। অর্থাৎ লাম-কালিমাকে পুনরুক্ত করা হয়েছে এবং ত্রিমূল থেকে চতুর্মূলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সুতরাং بَعْثَرَ হলো প্রকৃত رباعي مجرد আর شَمْلَلَ হলো ملحق بالرباعي المجرد ( রুবাঈ মুজাররাদের সাথে যুক্ত )

একই ভাবে দেখো, اِحْرَنْجَمَ শব্দটির জন্মই হয়েছে মূল চার হরফ এবং

অতিরিক্ত দুই হরফবিশিষ্ট অবস্থায়। সুতরাং এটি হলো প্রকৃত رباعي مزيد - পক্ষান্তরে اِقْعَنْسَسَ ফেয়েলটি মূল অবস্থায় ছিলো قعس - পরবর্তীতে এটাকে رباعي مزيد এর اِفْعَنْلَلَ ওজনে আনার জন্য লাম-কালিমাকে পুনরুক্ত করে ত্রিমূলকে চতুর্মূল করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত রূপে ألف ও نون এদু'টি হরফ যুক্ত করা হয়েছে।

সুতরাং اِحْرَنْجَمَ হলো প্রকৃত رباعي مزيد আর اِقْعَنْسَسَ হলো ملحق بالرباعي المزيد। ( বা রুবাঈ মাযীদের সাথে যুক্ত )

অবশ্য কোনটা আসল রুবাঈ আর কোনটা ملحق بالرباعي সেটা তুমি বুঝতে পারবে যখন আরবী ভাষার গভীর জ্ঞান অর্জন করবে।

উপরের বিশদ আলোচনার পর এবার আমরা এভাবে إلحاق এর পরিচয় দিতে পারি।

ইলহাক অর্থ – অতিরিক্ত হরফ যোগ করে কোন শব্দকে رباعي এর ওজনে রূপান্তরিত করা।

যুক্ত হরফটি মূল হরফ রূপে গণ্য হয়ে থাকে। এবং رباعي এর ওজনে রূপান্তরিত শব্দটিকে ملحق بالرباعي বলে। যেমন –

شَمْلَلَ হচ্ছে ملحق بالرباعي المجرد এবং اِقْعَنْسَسَ হচ্ছে ملحق بالرباعي المزيد

ملحق بالرباعي المجرد এর কয়েকটি প্রসিদ্ধ ওজন এই –

فَعْلَلَ যেমন شَمْلَلَ

فَيْعَلَ যেমন سَيْطَرَ ( এখানে سَطَرَ এর সাথে একটি ইয়া যোগ করে ত্রিমূলকে চতুর্মূলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। )

فَعْوَلَ যেমন جَهْوَرَ ( স্বর উচ্চ করলো। এখানে جَهَرَ এর সাথে ওয়াও যোগ করে ত্রিমূলকে চতুর্মূলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। )

تَفْعَلَ যেমন تَرْجَمَ ( তরজমা করলো। رَجَمَ এর সাথে ت যোগ করে ত্রিমূলকে চতুর্মূলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। )

## ইলহাকের উদ্দেশ্য

ইলহাকের একটি উদ্দেশ্য হলো নতুন অর্থ সৃষ্টি করা। যেমন شَمَلَ এর অর্থ

হলো 'অন্তর্ভুক্ত করলো', কিন্তু إلحاق এর পরে شَمْلَلَ এর নতুন অর্থ হলো, দ্রুত করলো।

ইলহাকের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো একই অর্থের জন্য একাধিক শব্দ তৈরী করা। যেমন قعس এর অর্থ পিছনে গেলো। اِقْعَنْسَسَ ও একই অর্থ প্রদান করে। এখন একই অর্থের দুটি শব্দ হওয়ার কারণে প্রয়োজন মত যে কোনটি ব্যবহার করতে পারবে।

ইলহাকের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো সংক্ষেপণ। যেমন أَلْبَسَ جِلْبَابًا এর সংক্ষেপ হলো جَلْبَبَ এবং أَلْبَسَ جَوْرَبًا এর সংক্ষেপ হলো جَوْرَبَ এবং فَعَلَ فِعْلَ এর সংক্ষেপ হলো شَيْطَنَ এবং قَالَ لا حَوْلَ و لا قُوَّةَ إلا باللهِ এর সংক্ষেপ হলো حَوْقَلَ ইত্যাদি।

একথা তোমরা জানো যে, আসল رباعي مجرد এর শুরুতে ت যোগ করে তাকে رباعي مزيد এ রূপান্তরিত করা হয়। যেমন بَعْثَرَ থেকে تَبَعْثَرَ – একই ভাবে ملحق بالرباعي المجرد কেও শুরুতে ت যোগ করে ملحق بالرباعي المزيد এ রূপান্তরিত করা হয়। যেমন –

جَلْبَبَ থেকে تَجَلْبَبَ এবং جَوْرَبَ থেকে تَجَوْرَبَ এবং سَيْطَرَ থেকে تَسَيْطَرَ এবং سَرْوَلَ থেকে تَسَرْوَلَ এবং شَيْطَنَ থেকে تَشَيْطَنَ এবং مَسْكَنَ থেকে تَمَسْكَنَ এবং

## প্রশ্নমালা

১। إلحاق এর পরিচয় বলো।

২। إلحاق এর ক্ষেত্রে সংযুক্ত হরফটি কি মূল হরফ রূপে বিবেচ্য না অতিরিক্ত হরফ রূপে।

৩। خرج এর সাথে أ যোগ করে أخرج করা হয়েছে; কিন্তু এটাকে إلحاق বলা হয় না কেন ?

৪। এখানে হরফ সংযুক্ত করার উদ্দেশ্য কি ثلاثي কে رباعي তে রূপান্তরিত করা, না ثلاثي مجرد কে ثلاثي مزيد এ রূপান্তরিত করা ?

৫। جهور – এখানে সংযুক্ত হরফ কোনটি এবং এই সংযুক্তিকে إلحاق বলা হবে কেন ?

৬। إلحاق এর উদ্দেশ্য উদাহরণ সহ আলোচনা করো।